চিরবিশ্বস্ত
চিরনূতন
শ্যাম সুন্দর কোং
জুয়েলার্স
আগরতলা • খোয়াই • উনাকোটি
ধর্মনগর • কলকাতা

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA

গৌরবের ৬৬ তম বছর

অনলাইন সংস্করণ ঃ www.jagarandaily.com

নিশ্চিন্তের প্রতীক
Sister
সিস্টার
গুঁড়া মশলা
অল্পতেই যথেষ্ট
স্বাদ ও গুনমানে প্রতি ঘরে ঘরে

JAGARAN ■ 3 December, 2019 ■ আগরতলা, ৩ ডিসেম্বর , ২০১৯ ইং ■ ১৬ অগ্রহায়ণ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ, মঙ্গলবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ Founder : J.C.Paul ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল ১০ ডিসেম্বর রাজ্যসভায় পেশ হবে, জোরদার প্রস্তুতি

।। অভিজিৎ রায় চৌধুরী।।

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর ।। ১০ ডিসেম্বর রাজ্যসভায় পেশ হবে নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল। তাই, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অমিত শাহ ৪ ডিসেম্বর মন্ত্রিসভার বৈঠকে ওই বিল কেন্দ্রীয় সরকারের অনুমোদনের জন্য পেশ করবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

প্রসঙ্গত, গত ২৯ ও ৩০ নভেম্বর উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বিভিন্ন রাজ্যের কাছ নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল নিয়ে মতামত সংগ্রহ করেছেন। প্রত্যেকেই ওই সংশোধনী বিলে আপত্তি জানিয়েছিলেন। কিন্তু, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী অভয় দিয়েছিলেন, ওই বিলে কারোর কোন ক্ষতি হবে না।

অবশ্য, নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলে বিভিন্ন রাজ্য নিজেদের স্বার্থ সংশ্লিষ্ট একাধিক প্রস্তাব দিয়েছিল। সেই প্রস্তাব মানলে তাঁদের আপত্তি থাকবে না বলেও আস্বস্থ করেছিলেন। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের শীর্ষ কর্তার দাবি, অরুণাচল প্রদেশ, নাগাল্যান্ড এবং মিজোরাম যেখানে ইনার লাইন পারমিট চালু রয়েছে ওই সেই রাজ্যগুলিকে ওই বিলের আওতার বাইরে রাখা হতে পারে। শুধু তাই নয়, ষষ্ঠ তপশীল আওতাধীন এলাকাগুলিকেও ওই বিলের বাইরে রাখার বিষয়ে আলোচনা চলছে। প্রসঙ্গত, সংবিধানের ষষ্ঠ তপশীল মোতাবেক অসম, মেঘালয় এবং ত্রিপুরায় স্ব-শাসিত পরিষদ ও স্ব-শাসিত জেলা পরিষদ গঠন করা হয়েছিল। সেখানে স্ব-শাসন এবং সাংবিধানিক শাসন ক্ষমতা বলবৎ রয়েছে।

গত এনডিএ জমানায় ওই বিল লোকসভায় পাশ হয়েছিল। কিন্তু, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের বৃহত্তর স্বার্থে ওই সময় কেন্দ্রীয় সরকার বিলটি রাজ্যসভায় পেশ করেনি। কারণ, ওই বিলে তীব্র আপত্তি উঠেছিল। গত লোকসভা ভেঙে দেওয়ার পরে বিলটি বাতিল হয়ে যায়। এখন ওই বিলে একাধিক পরিবর্তন এনে রাজ্যসভায় পেশের প্রস্তুতি চলছে। ধারণা করা হচ্ছে, বিলটি রাজ্যসভায় সহজেই পাশ হয়ে যেতে পারে।

প্রসঙ্গত, সম্প্রতি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ ত্রিপুরা সহ পূর্বোত্তরের রাজ্যের উপজাতি সংগঠনগুলির নেতৃত্বেদের সাথে আলোচনা করেছেন। পাশাপাশি ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রীকেও ওই বৈঠকে ডাকা হয়। নাগরিকত্ব সংশোধনী বিল নিয়ে ত্রিপুরার সমস্ত রাজনৈতিক ও অরাজনৈতিক প্রতিনিধি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের সঙ্গে বৈঠকে বিষয়টি নিয়ে আপত্তি জানিয়েছেন। কিন্তু, শনিবারের বৈঠকে ওই বিল কারোর কোন ক্ষতি করবে না বলে, তাঁদেরকে আশ্বস্থ করার চেষ্টা করেছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। সেই সঙ্গে ওই বিলে আপত্তি থাকলে শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে আন্দোলনের পরামর্শ দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী। কারণ, ওই বিলের প্রতিবাদে ত্রিপুরার আইন-শৃঙ্খলা বিঘ্নিত হোক, চাইছেন না তিনি।

পূর্ত ঘোটালা বাদলের বিরুদ্ধে এজাহার চ্যালেঞ্জ মামলায় হাইকোর্টে শুনানী সম্পন্ন, রায় ১০ ডিসেম্বর

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ডিসেম্বর।। পূর্ত ঘোটালায় ক্রাইম ব্রাঞ্চের এজাহার চ্যালেঞ্জ মামলায় আগামী ১০ ডিসেম্বর ত্রিপুরা হাইকোর্ট রায় ঘোষণা দেবে। আজ ত্রিপুরা হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি অকিল কুরেশি এবং বিচারপতি অরিন্দম লোধের ডিভিশন বেঞ্চে শুনানি সম্পন্ন হয়েছে।

প্রসঙ্গত, পূর্ত ঘোটালায় ক্রাইম ব্রাঞ্চ ত্রিপুরার প্রাক্তন পূর্ত মন্ত্রী বাদল চৌধুরী এবং প্রাক্তন পূর্ত মন্ত্রী সুনীল ভৌমিককে গ্রেফতার করেছে। তাঁরা বর্তমানে জেল হেফাজতে রয়েছেন। বাদল চৌধুরী ত্রিপুরা হাইকোর্টে ওই ঘোটালায় ক্রাইম ব্রাঞ্চের এজাহার চ্যালেঞ্জ জানিয়ে মামলা করেছেন। আজ শুনানি শেষ হওয়ার পর বাদল চৌধুরীর আইনজীবী বিকাশ রঞ্জন ভট্টাচার্যী বলেন, তাঁর মক্কেলের বিরুদ্ধে ফৌজদারি মামলা হয় না। তাই, আদালতে ক্রাইম ব্রাঞ্চের এজাহারকে চ্যালেঞ্জ জানানো হয়েছে। তিনি বলেন, বাদল চৌধুরী কোন ভাবেই ঘোটালার সাথে যুক্ত নন। কারণ, ২০০৮ সালে পূর্ত দপ্তরের কাজের বরাত দেওয়ার সাথে তাঁর কোন সম্পর্ক ছিল না। তাছাড়া, নিয়ম মেনেই দরপত্র আহ্বান করা হয়েছিল এবং সে-মোতাবেক কাজের বরাত দেওয়া হয়েছে। ফলে, ওই সময় কোন দুর্নীতি হয় নি, দাবি করেন তিনি। সাথে তিনি যোগ করেন, ত্রিপুরা বিধানসভার পাবলিক একাউন্টস কমিটি সমস্ত কাগজপত্র পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে পূর্ত কাজে কোন ঘোটালা হয়নি বলে সিলমোহর দিয়েছে। তিনি জানান, আগামী ১০ ডিসেম্বর ওই মামলায় রায় ঘোষণা দেবে।

এদিকে, অ্যাডভোকেট

জেনারেল ☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

গন্ডাছড়া ও লংতরাইয়ে দুই নাবালিকা ধর্ষিতা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ডিসেম্বর।। ধলাই জেলার গন্ডাছড়া এবং লংতরাইভ্যালীত দুই নাবালিকা ধর্ষিতা। দুটি ঘটনারই অভিযুক্ত গ্রেপ্তার হয়েছে। দুই জায়গাতেই অভিযুক্তদের হাতনাতে এলাকার লোকজন ধরে গণধোলাই দিয়ে পুলিশকে দেওয়া হয়।

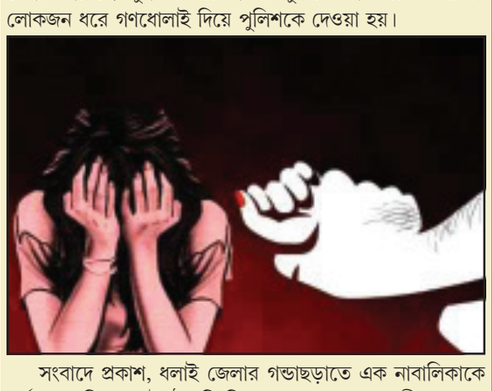

সংবাদে প্রকাশ, ধলাই জেলার গন্ডাছড়াতে এক নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠে রবি মিয়া নামে এক মাঝবয়সী লোকের বিরুদ্ধে। রবি মিয়ার বাড়ি অম্পি থানার অধীন হরিপুর গ্রামে। এলাকার লোকজন রবি মিয়াকে আটক করে বেধরক মারধর করে। পরে রবিবার সন্ধ্যায় গন্ডাছড়া থানার পুলিশের কাছে দেওয়া হয়। এই ব্যাপারে গন্ডাছড়া থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়েছে। পুলিশ নির্যাতিতা নাবালিকার ডাক্তারী পরীক্ষা করিয়েছে। ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় চাপা ক্ষোভ বিরাজ করছে।

অন্যদিকে, ধলাই জেলার লংতরাইভ্যালীতে এক বিয়ে বাড়িতে নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ উঠেছে। জানা গিয়েছে, ওই বাড়ির সবাই যখন রাতে ঘুমিয়ে পড়েন। তখন শুভঙ্কর সাহা নামে এক যুবক ওই নাবালিকার ঘরে যায় এবং তাকে ধর্ষণ করে। মেয়েটির চিৎকার চেচামেচি শুনে বাড়ির লোকজন ঘুম থেকে উঠে এবং শুভঙ্করকে ধরে বেধরক মারধর করে। পরে থানায় একটি মামলা দায়ের করা হয়। পুলিশ অভিযুক্ত শুভঙ্কর সাহাকে গ্রেপ্তার করেছে।

বাবাকে খুন করে মাটিতে পুঁতে পালিয়ে গেল ছেলে

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ডিসেম্বর।। বাবাকে খুন করে মাটিতে পুঁতে পালিয়ে গেল ছেলে। ঘটনা অমরপুর মহকুমার সর্বং গ্রত্রামের গোপিনাথ পাড়ায়। শুক্রবার দুপুরের পর কোন এক সময় ওই এলাকার বাসিন্দা গোপাল পদ জমাতিয়া (৫০) কে তার ছেড়ে মানিক জমাতিয়া (৩০)। জঙ্গলে নিয়ে গিয়ে পিটিয়ে হত্যা করে। তারপর মৃতদেহ জঙ্গলেই মাটি খুড়ে পুঁতে দেয়। সেইদিন থেকে গোপল পদ জমাতিয়া নিখোঁজ। রবিবার বিকালে এলাকার এক ব্যক্তি জঙ্গলে যায়। সেখানে মাটি খুড়ার বিষয়টি প্রত্যক্ষ করেন। গ্রামের লোকদের নিয়ে গর্ত খুড়ে দেখেন মৃতদেহ। সাথে সাথেই খবর দেয়া হয় থানায়। পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। সন্ধ্যা হয়ে যাওয়ায় রবিবার মৃতদেহ তোলা হয়নি। সোমবার সকালে পুলিশ মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর নিকটাত্মীয়দের হাতে দেয়। পুলিশ একটি মামলা নিয়ে ঘাতক ছেলে মানিক জমাতিয়াকে ধরতে চেষ্টা করছে। সে পালিয়ে গা ঢাকা দিয়েছে।

তেলিয়ামুড়ায় দিন দুপুরে টাকা ছিনতাই

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২ ডিসেম্বর।। দিন দুপুরে প্রাণ চঞ্চল শহরের বুকে টাকা ছিনতাইয়ের ঘটনা ঘটল। ঘটনা তেলিয়ামুড়া থানার সামনে জাতীয় সড়কে সোমবার দুপুরে। অর্থ খোঁয়া যাওয়া ভদ্রলোক কামাক্ষ্যা মজুমদার জানায়, তিনি মাইগঙ্গা থেকে তেলিয়ামুড়ার পুরাতন টিআরটিসি সংলগ্ন স্থানে ইউনাইটেড ব্যাঙ্কে তেলিয়ামুড়া শাখাতে যান টাকা তোলার জন্য।

তিনি যথারীতি ব্যাঙ্ক থেকে নগদ চল্লিশ(৪০) হাজার টাকা তোলেন সোমবার সকাল ১১টা নাগাদ। পরে তিনি অর্থাৎ কামাক্ষ্যা মজুমদার নিজ বাড়িতে যাওয়ার জন্য বাইসাইকেলে চেপে বসেন। তিনি তেলিয়ামুড়া থানার দ্বিতীয় গেইটের সামনে আসা মাত্রই বাইসাইকেলটিতে, গোলযোগ দেখা দেয়।

তখন তিনি বাইসাইকেলটি সাড়াই করার ফাঁকেই ছিনতাইবাজ কামাক্ষ্যা মজুমদারের টাকার ব্যাগ নিয়ে চম্পট দেয়। অথচ তিনি ব্যাপারটি আঁচ করতে পারেন নি। সাইকেল সাড়াই করে কিছু দুর থেকে কমাক্ষ্যা বাবু প্রত্যক্ষ করে তার টাকার ব্যাগ নেই। তিনি সাথে সাথে বিষয়টি তেলিয়ামুড়া তানায় জানায়। অভিযোগ পেয়েই পুলিশ ছিনতাইবাজকে পাকড়াও করার জন্য শহরের বিভিন্ন জায়গায় ছাপ্পা মারে ও পাকড়াও করতে ব্যর্থ হয় পুলিশ।

বড়মুড়ায় খামতিংবাড়িতে আইপিএফটির গণঅবস্থান সোমবার। ছবি নিজস্ব।

ক্যাব সহ পাঁচ দফা দাবি ঃ রাজ্যে টিএসপির বন্‌ধ প্রত্যাখাত, আইপিএফটির গণবস্থানে ব্যাপক সাড়া

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ২ ডিসেম্বর।। এডিসি এলাকায় নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিরোধিতায় তিপ্রাল্যান্ড স্টেট পার্টির ডাকা বনধ প্রত্যাখাত হয়েছে ত্রিপুরায় । তবে, শাসক দল আইপিএফটির ওই একই দাবিতে গণবস্থান সফল হয়েছে বলে দাবি করেন দলের সভাপতি তথা রাজস্বমন্ত্রী এন সি দেববর্মা । তিনি জানান, ওই দাবি সহ পাঁচ দফা দাবিতে দিল্লির যন্তর মন্তরে মূল গণবস্থান সংগঠিত হয়েছে । একইভাবে ত্রিপুরায় ৩৩টি ডিভিশনে গণবস্থান সংগঠিত হয়েছে ।

নাগরিকত্ব সংশোধনী বিলের বিরোধিতা, এনআরসি চালু সহ একাধিক দাবিতে ১২ ঘন্টার এডিসি এলাকা বনধ ডেকেছিল তিপ্রাল্যান্ড স্টেট পার্টি । কিন্তু, এই বনধ রাজ্যবাসী প্রত্যাখ্যান করেছেন । এদিন, স্বাভাবিক ছিল রেল পরিষেবা । জাতীয় সড়ক সহ এডিসি এলাকার বিভিন্ন রাস্তায় যানবাহন চলাচলেও কোন প্রভাব পড়েনি । তবে, দূরপাল্লার পণ্যবাহী গাড়িগুলি এদিন যাতায়াত করেনি । নিরাপত্তার খাতিরেই তারা আজ যানবাহন চলাচল বনধ রেখেছেন বলে জানিয়েছেন জনৈক ট্রাক চালক।

এদিকে, দিল্লির যন্তর মন্তরে সাতঘন্টার গণবস্থান সংগঠিত করেছে আইপিএফটি । ত্রিপুরা থেকে ৫৬১জন কর্মী ওই গণ অবস্থানে সামিল হয়েছেন বলে জানান দলের সভাপতি এন সি দেববর্মা । তিনি বলেন, ৫ দফা দাবিতে প্রধানমন্ত্রী, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং কেন্দ্রীয় উপজাতি কল্যাণ মন্ত্রীর কাছে ডেপুটেশন প্রদান করা হয়েছে ।

এনসিবাবু বলেন, ত্রিপুরায়ও ৩৩টি ডিভিশনে একইভাবে গণবস্থান সংগঠিত করা হয়েছে । তিনি জানান, বড়মুড়ার খামতিং বাড়ি এবং আঠারোমুড়ায় ৪৩ মাইলে গণবস্থানে অংশগ্রহণ-কারীদের মধ্যে ব্যাপক উচ্ছ্বাস লক্ষ্য করা গেছে। এদিন সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে গণবস্থান সংগঠিত করা হয়েছে । এদিকে, গণঅবস্থানকে কেন্দ্র করে এদিন সেখানে নিরাপত্তা জোরদার ছিল।

বক্সনগরে গায়ে আগুন দিয়ে আত্মহত্যা গৃহবধূর

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ২ ডিসেম্বর।। গায়ে কেরোসিন ঢেলে এক গৃহবধূ আত্মহত্যা করেছেন । সোমবার সকালে সিপাহিজলার কমলচৌড়া থানাধীন বক্সনগর দক্ষিণ পাড়ার বাসিন্দা সালমা আক্তার (২০) গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন লাগিয়ে আত্মহত্যা করেছেন । কিন্তু, কেন তিনি আত্মহত্যা করলেন তার কোন কারণ জানা যায়নি। মৃত্যুর আগে তিনি এই ঘটনার জন্য কাউকে দায়ী করেননি।

জানা গেছে, দুইবছর আগে বক্সনগর দক্ষিণ পাড়ার বাসিন্দা আলামিন মিয়ার সাথে সামাজিক রীতি মেনে বিশালগড় থানাধীন রতননগর এলাকার বাসিন্দা নাসির মিয়ার মেয়ে সালমা আক্তারের সামাজিক রীতি মেনেই বিয়ে হয়েছিল । তাদের সংসারে কোন অশান্তি ছিল বলে প্রতিবেশীরা অভিযোগ করেননি । পুলিশ জানিয়েছে, আজ সকাল সাড়ে আটটা নাগাদ নিজ বাড়িতেই অগ্নিদগ্ধ হন ওই মহিলা । বাড়ির মানুষ বিষয়টি টের পেয়ে তাকে বক্সনগর সামাজিক স্বাস্থ্য কেন্দ্রে নিয়ে যান । কিন্তু ওই স্বাস্থ্য কেন্দ্রের চিকিৎসকরা তার অবস্থা আশঙ্কাজনক দেখে তাকে জিবি হাসপাতালে স্থানান্তর করেন । পুলিশের বক্তব্য, ওই মহিলার শরীরের প্রায় ৮৫ শতাংশই আগুনে পুড়ে গিয়েছিল । জিবি হাসপাতালে গিয়ে পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেট সালমার বয়ান নেওয়ার চেষ্টা করেছে ।

পুলিশ সূত্রে দাবি, ওই গৃহবধূ এই ঘটনার জন্য কাউকে দায়ী করেননি । তবে, কেন তিনি আত্মহত্যা করলেন তা সন্দেহজনক বলে মনে করছে পুলিশ। ওই গৃহবধূর দশ মাসের একটি পুত্রসন্তান রয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, জিবি হাসপাতালে আজ বিকেল সাড়ে চারটা নাগাদ ওই গৃহবধূর মৃত্যু হয়েছে। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের পর পরিবারের হাতে তুলে দেওয়া হবে বলে পুলিশ জানিয়েছে।

হায়দরাবাদ ধর্ষণ-খুন কান্ড ঃ নিন্দা সংসদে কঠোর আইন আনতে প্রস্তুত সরকার

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর (হি.স.): জনসমক্ষে নিয়ে আসা উচিত দোষীদের, তারপর সমস্ত কিছু জনগণের উপর ছেড়ে দেওয়া উচিত। তেলেঙ্গানায় তরুণী পশু চিকিৎসককে গণধর্ষণ ও খুনের ঘটনার তীব্র নিন্দা করে এমনই মন্তব্য করেছেন রাজ্যসভার সাংসদ জয়া বচ্চন। তেলেঙ্গানা ধর্ষণকাণ্ডে সোমবার লোকসভা ও রাজ্যসভায় সরকার ও বিরোধী সব পক্ষের সাংসদরাই তীব্র নিন্দায় সরব হন। প্রয়োজনে আরও কঠোর আইন আনতেও প্রস্তুত রয়েছে সরকার, লোকসভায় জানান প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিংঊ আবার রাজ্যসভার সাংসদ জয়া বচ্চন দাবি তোলেন, জনসমক্ষে নিয়ে আসা উচিত দোষীদের।

সোমবার অধিবেশন শুরু হওয়ার পরই তেলেঙ্গানায় ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার তীব্র নিন্দা করেন লোকসভার স্পিকার ওম বিড়লা। উদ্বেগ প্রকাশ করে স্পিকার বলেছেন, 'দেশে যে ধরনের ঘটনা ঘটে চলেছে, তাতে সংসদও চিন্তিত।' তরুণী পশু চিকিৎসককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনার নিন্দা করে লোকসভায় প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেছেন, 'ঘৃণ্য

অপরাধ গোটা দেশকে লজ্জিত করেছে। প্রত্যেকের মনকে আঘাত করেছে। ঘৃণ্য অপরাধের জন্য অভিযুক্তদের কঠোর শাস্তি হওয়া উচিত।' রাজনাথ সিং আরও বলেছেন, 'ধর্ষণ আইন আরও কঠোর করতে সরকার আলোচনার জন্য প্রস্তুত। আরও কঠিন আইনের জন্য যদি সহমত হয়, সরকার সেটা প্রণয়ন এবং প্রয়োগ করতে প্রস্তুত।'

তেলেঙ্গানার নালগোণ্ডার কংগ্রেস সাংসদ ইউ কে এন রেড্ডি জানিয়েছেন, 'একজন মহিলা চিকিৎসককে অপহরণ, গণধর্ষণ ও খুন করা হল এবং পুড়িয়ে মারা হল। নির্বিচারে মদ বিক্রিই এই ধরনের ঘৃণ্য অপরাধের জন্য অন্যতম কারণ। দ্রুত ফাস্ট ট্র্যাক আদালত গঠনের অনুরোধ করছি এবং অভিযুক্তদের ফাঁসির সাজা দেওয়ার দাবি জানাচ্ছি।'

লোকসভার পাশাপাশি রাজ্যসভাতেও ধর্ষণ-খুন কাণ্ড নিয়ে সরব হন সাংসদরা। রাজ্যসভার চেয়ারম্যান এম বেঙ্কাইয়া নাইডু ধর্ষণ-খুনের তীব্র নিন্দা করে বলেছেন, 'যেটা প্রয়োজন সেটা শুধু আইন প্রণয়ন নয়। দরকার রাজনৈতিক সদিচ্ছা, প্রশাসনিক দক্ষতা এবং মানসিকতার পরিবর্তন।' রাজ্যসভায় আলোচনা চলাকালীন সমাজবাদী পার্টির সাংসদ জয়া বচ্চন বলেছেন, 'এই ধরনের লোকদের জনসমক্ষে নিয়ে আসা উচিত এবং উচিত শিক্ষা দেওয়া দরকার।' সংসদের বাইরেও জয়া বচ্চন বলেছেন, 'সরকার নিরাপত্তা দিতে না পারলে, সাধারণ মানুষের হাতেই ছেড়ে দিক।' রাজ্যসভায় কংগ্রেস সাংসদ গুলাম

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

হায়দরাবাদ কান্ড রাজ্যেও প্রতিবাদ বিক্ষোভের ঝড়

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ডিসেম্বর।। হায়দরাবাদে ডঃ প্রিয়াঙ্কা রেড্ডিকে গণধর্ষণের শেষে হত্যার ঘটনায় গোটা দেশ উদ্বিগ্ন। প্রতিবাদ বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে বিভিন্ন মহল। রাজ্যেও প্রতিবাদ বিক্ষোভের ঝড় বইতে শুরু করেছে। রাজধানী আগরতলা শহরে সোমবার প্রতিবাদ বিক্ষোভে শামিল হন কবি, সাহিত্যিক, লেখক শিল্পী, বুদ্ধিজীবী সহ সকল অংশের মানুষজন।

সমস্বরে প্রত্যেকেই ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন। আমাদের দেশে নারীদের স্বাধীনতা ও অধিকার ভূলুন্ঠিত হয়েছে বলেও ধিক্কার মিছিল থেকে আওয়াজ তোলা হয়। নারীদের অধিকার সুরক্ষায় আরও কঠোর আইন প্রয়োগের জোড়ালো দাবি উঠেছে। মিছিল থেকে মায়েদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে মেয়েদের আরও সতর্ক করতে বলা হয়েছে। জুডু, ক্যারাটে সহ অন্যান্য শরীরচর্চায় মেয়েদের অগ্রসর হওয়ার আহ্বান জানিয়েছে। অত্যাচার ও লাচ্ছনা থেকে মুক্তি পেতে মেয়েদেরকে আরও শক্তি সমৃদ্ধ করতে হবে বলে মনে করেন তারা।

তিন লক্ষাধিক টাকার আগর চিপস সহ গাড়ি আটক কদমতলায়

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২ ডিসেম্বর।। অসম ত্রিপুরা সীমান্তে পুলিশের অভিযান। অভিযানে আটক একটি বিলাসবহুল গাড়ি সহ অবৈধভাবে নিয়ে যাওয়া ৬০ কেজি আতর প্রস্তুতকারক আগরের চিপস।প্রায় আড়াই থেকে তিন লক্ষ টাকার আগরের চিপস উদ্ধার। উদ্ধারের পর গাড়িসহ বিপুল পরিমাণ আগরের চিপস বনদপ্তরের হাতে তুলে দেয় কদমতলা থানার পুলিশ। এই অভিযানে নেতৃত্ব দেন ধর্মনগর মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রাজিব সুত্রধর ও কদমতলা থানার ওসির কৃষ্ণধন সরকার।

ঘটনার বিবরণে প্রকাশ, উত্তর জেলার কদমতলা থানাধীন ত্রিপুরা অসম সীমান্তবর্তী ঝেরঝেরী নাকা পয়েন্ট পুলিশি তল্লাশিতে খুদ

মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রাজিব সুত্রধর ও কদমতলা থানার ওসি কৃষ্ণদাস সরকার বসে তল্লাশি করছিলেন। ঠিক তখন আসাম সীমান্ত থেকে ত্রিপুরার উদ্দেশ্যে আসা টয়োটা কোম্পানির বিলাসবহুল গাড়িটি দ্রুত গতিতে ঝেরঝেরী নাকা পয়েন্টের দিকে আসতে দেখে কদমতলা থানার পুলিশ গাড়িটিকে সিগনাল দেয়। পুলিশি সিগন্যাল না মেনে গাড়িটি ত্রিপুরা অসাম সীমান্তবর্তী কুর্তির দিকে প্রবল বেগে নিয়ে যায় চালক।

☛ ৬ এর পাতায় দেখুন

জাগরণ আগরতলা ◻ বর্ষ-৬৫ ◻ সংখ্যা ৫৬ ◻ ৩ ডিসেম্বর ২০১৯ ইং ◻ ১৬ অগ্রহায়ণ ◻◻ মঙ্গলবার ◻ ১৪২৬ বঙ্গাব্দ

স্বাস্থ্যে নয়া উদ্যোগ

ত্রিপুরায় অ্যাপোলো সদৃশ্য হাসপাতাল গড়িয়া তুলিবার যে প্রয়াস ও প্রস্তাব উঠিয়াছে তাহাকে স্বাগত জানাইবে সকল অংশের মানুষ। সম্প্রতি দিল্লী সফর কালে ত্রিপুরায় একটি অ্যাপোলো সদৃশ্য হাসপাতাল গড়িয়া তুলিবার দাবী জানাইয়াছিলেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। এই দাবীর পরিপ্রেক্ষিতেই সোমবার রাজ্যে আসিয়াছেন অ্যাপোলো গ্রুপের চেয়ারম্যান ডা. ভি সত্যনারায়ণ রেড্ডি। রবিবার আগরতলায় অল ত্রিপুরা গভর্নমেন্ট ডক্টরস এসোসিয়েশনের ছয়ত্রিশতম সম্মেলনে এই খবর জানান মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানাইয়াছেন, 'এই হাসপাতাল স্থাপনের জন্য রাজ্য সরকার প্রয়োজনীয় জমির বন্দোবস্ত করিবে। এই হাসপাতাল গড়িয়া উঠিলে রাজস্ব বৃদ্ধির পাশাপাশি কর্মসংস্থানেরও বিশাল সুযোগ সৃষ্টি হইবে। পাশ্ববর্তী দেশ বাংলাদেশ হইতে প্রচুর রোগী আসিবে চিকিৎসা পরিষেবা নিতে। ইহাতে রাজ্যের রাজস্ব আয় বৃদ্ধি পাইবে।' মুখ্যমন্ত্রীর এই অনুভূতি যথার্থ এই বিষয়ে সন্দেহ নাই। ইহাও সন্দেহ নাই যে, বাংলাদেশ হইতে হাজার হাজার রোগী ভারতের বিভিন্ন হাসপাতালে চিকিৎসা পরিষেভা নিয়া চলিয়াছেন। ত্রিপুরা বাংলাদেশের একেবারেই সীমান্ত ঘেঁষা। বাংলাদেশের রোগীদের আসা যাওয়ার ক্ষেত্রে অনেক বেশী সুবিধার। এখানে সমস্ত সুবিধা যুক্ত হাসপাতাল গড়িয়া উঠিলে বাংলাদেশের রোগীর ভীড় সামলানো কঠিন হইবে। দক্ষিণ ভারতের সিএমসি, নারায়ণী হৃদয়ালয়, নারায়ণী হাসপাতাল ছাড়াও বিভিন্ন হাসপাতালে তো বাংলাদেশী রোগীর সংখ্যাই বেশী। সুতরাং ত্রিপুরায় অ্যাপোলো ধাঁচের হাসপাতাল গড়িয়া উঠিলে রোগীর ভীড় বাড়িবেই. ত্রিপুরার বহুরোগী কলকাতা ও দক্ষিণ ভারতে চিকিৎসা করিতে ছুটিয়া যান। ত্রিপুরার বহু রোগী পাশ্ববর্তী শিলচরে চিকিৎসার জন্য পাড়ি দেন। রাজ্য সফরে আসিয়া অ্যাপোলো গ্রুপের চেয়ারম্যান মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করিয়াছেন। ডাঃ রেড্ডি আইজিএম হাসপাতালের নয়া বিল্ডিং সফর করিয়া সন্তোষ প্রকাশ করেন।

ত্রিপুরায় দুই দুইটি মেডিকেল কলেজ থাকা সত্ত্বেও রোগীদের বর্হিরাজ্য ছুটিতে হইতেছে। একদিকে দক্ষ চিকিৎসকের অভাব, চিকিৎসা পরিকাঠামোর দূর্বলতা ইত্যাদি কারণে রোগীরা রাজ্যের চিকিৎসায় ভরসা করিতে পারেন না। ইহা ছাড়াও এমন অনেক রোগী আছেন যেসব ক্ষেত্রে চিকিৎসক নাই। ফলে, রোগীরা ঘটিবাটি বেচিয়া হইলেও বহির্রাজ্যে ছুটিয়া যান। এই ত্রিপুরায় একটি বেসরকারী হাসপাতাল বেশ কয়েক বছর আগেই চালু হইয়াছিল। এই হাসপাতাল চালুর সময় ত্রিপুরার ভরসা পাইয়াছিলেন এই জন্য যে, রোগীদের আর বহির্রাজ্যে ছুটিতে হইবে না। কথায় আছে যত গর্জায় তত বর্ষায় না। এই হাসপাতালটি সূচনাতেই প্রতারণা আশ্রয় নিতে থাকে। বিশ্বমানের হাসপাতাল বলিয়া প্রচার করে। কিন্তু রোগীরা অভিজ্ঞতায় দেখিয়াছেন এই হাসপাতাল নিতান্তই দূর্বল পরিকাঠামো নিয়া ব্যবসার ফাঁদ পাতিয়াছেন। একবার যেসব রোগী পাইয়াছে তাহাদের গলা কাটিয়া ছাড়িয়াছে। হাসপাতালটি কোন মানের বলা মুশকিল। বিশ্বমানের প্রচার করিয়া হাসপাতাল ও চিকিৎসা জগতকেই অপমান করিয়াছে। এই হাসপাতাল সম্পর্কে রোগীদের মনে ভীতি ও অবিশ্বাসই জন্ম নিয়াছে। ফলে, রোগীদের ঢল নামে নাই। ত্রিপুরার মানুষের ধারণা এমনই যে, এই বেসরকারী হাসপাতালে যাওয়ার চাইতে শিলচরে ছুটিয়া যাওয়া অনেক ভাল। একটি চিকিৎসা কেন্দ্র বা হাসপাতাল যদি রোগীদের ভরসাস্থল হইতে না পারে, বিশ্বাস, আস্থার জায়গা না হয় তাহা হইলে সেই হাসপাতাল জনপ্রিয়তা পাইতে পারে না। ত্রিপুরার বেসরকারী হাসপাতালটি সেই দিক দিয়া ব্যর্থতাই কুড়াইয়াছে।

অ্যাপোলো ধাঁচের হাসপাতাল যদি রাজ্যে গড়িয়া উঠে এবং যাবতীয় চিকিৎসা পরিকাঠামো থাকে তাহা হইলে রোগীর ঢল নামিবে। অ্যাপোলো ধাঁচের হাসপাতাল স্থাপিত হইলে রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার দিগন্ত উন্মোচিত হইতে পারে। ত্রিপুরার রোগীরা পারতপক্ষে বহির্রাজ্যে ছুটিতে চাহিবেন না। বাংলাদেশ ও ত্রিপুরার পাশ্ববর্তী রাজ্যগুলি হইতে বহু রোগী এই হাসপাতালের উপর ভরসা করিবেন। রাজ্যে অ্যাপোলো গ্রুপের চেয়ারম্যান ও রাজ্য সরকার আন্তরিক চেষ্টায় হাসপাতাল স্থাপনের ভাবনাকে সার্থক করিয়া তুলিতে হইবে। পছন্দ মতো জমি রাজ্য সরকারকে ব্যবস্থা করিয়া দিতে হইবে। অ্যাপোলো কর্তৃপক্ষ আরও যদি কিছু সুবিধা চায় তাহাও রাজ্য সরকারকে মঞ্জুর করিলে ক্ষতি নাই। অ্যাপোলো ধাঁচের হাসপাতাল চালু হইলে রাজ্যের সরকারী হাসপাতালের উপরও চাপ কমিবে। রাজ্যের রোগীরাও অনেক বেশী সুযোগগ গ্রহণ করিতে পারিবেন। বহির্রাজ্যে চিকিৎসা করাইতে গিয়া রোগীদের কত বিড়ম্বনায় পড়িতে হয় তাহা ভুক্তভোগীরা ভালই জানেন। ইতিপূর্বেও অ্যাপোলো গ্রুপ রাজ্যে হাসপাতালের উদ্যোগ নিয়াছিল। এইবার আবার উদ্যোগ নেওয়া হইয়াছে। যে কোনও মূল্যে তাহা সফল করিতে হইবে।

উষ্ণতম শীত কাটাচ্ছে দক্ষিণবঙ্গ

কলকাতা, ২ ডিসেম্বর (হি.স): এ পর্যন্ত উষ্ণতম শীত কাটাচ্ছে কলকাতা সহ দক্ষিণবঙ্গ । ডিসেম্বর এসে গেলেও এখনও পারদ ১৯ ডিগ্রির আশেপাশেই ঘোরাফেরা করছে । রাতে এবং একদম ভোরের দিকে হালকা ঠান্ডা থাকলেও শীত না বলে মনোরম আবহাওয়া বলাই ভালো । আংশিক মেঘলা আকাশের জেরেই পারদ সঠিকভাবে নামতে পারছে না বলে জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর । এখুনি হট করে শীত না পরলেও চলতি সপ্তাহে আস্তে আস্তে নামবে পারদ , ফলে এই সপ্তাহান্তে হয়ত শীতের আমেজ খানিকটা বৃদ্ধি পারবে দক্ষিণবঙ্গে । পারদ নামবে ২ থেকে ৩ ডিগ্রির মতো।এদিকে জোড়া নিম্নচাপ আরব সাগরে। এর জেরে সমুদ্র উত্তাল হবে। কর্ণাটক ও কেরালা উপকূলে মৎস্যজীবীদের সতর্কবার্তা দেওয়া হয়েছে। ঝড়ো হাওয়া বইবে ৫০ থেকে ৭০ কিলোমিটার বেগে। রাজ্যের বিভিন্ন জেলায় বিক্ষিপ্তভাবে হালকা কুয়াশার সম্ভাবনা। ঘন কুয়াশা ও বৃষ্টির কোন সতর্কবার্তা নেই। মঙ্গলবার থেকে কলকাতাসহ জেলার তাপমাত্রা ধীরে ধীরে নামবে। আগামী ২৪ ঘণ্টায় নিম্নচাপ তৈরি হবে লাক্ষাদ্বীপ সংলগ্ন দক্ষিণ-পূর্ব আরব সাগরে। পরের ২৪ ঘন্টায় তা আরো শক্তিশালী রূপ নেবে। আর ও একটি নিম্নচাপ তৈরি হচ্ছে ভারত মহাসাগর ও দক্ষিণ পশ্চিম আরবসাগর এলাকায়। আগামী ৪৮ ঘণ্টায় তা শক্তিশালী হয়ে পশ্চিম ও উত্তর পশ্চিম দিকে এগোবে।

প্রতিরক্ষাক্ষেত্রে ইতিহাস সৃষ্টি করে নৌবাহিনীর পাইলটের দায়িত্ব নিলেন একজন মহিলা

কোচি, ২ ডিসেম্বর (হি.স.) : প্রতিরক্ষাক্ষেত্রে ইতিহাস সৃষ্টি করে বোমারু বিমানের পর এবার দেশের নৌবাহিনীর পাইলটের দায়িত্ব নিলেন এক কন্যা। সোমবার এই ইতিহাস সৃষ্টি করেছেন সাব লেফটেন্যান্ট শিবাঙ্গী। আজ কেরলের কোচি থেকে কাজে যোগ দিলেন তিনি।

ভারতীয় নৌবাহিনীতে এতদিন ট্রাফিক কন্টোলের দায়িত্বই সামলেছেন মহিলারা। যাঁদের প্রধান কাজ ছিল অবজারভারের। এই প্রথমবার নৌবাহিনীর পাইলট হিসেবে দায়িত্ব নিলেন কোনও মহিলা। আজ ২ ডিসেম্বর কেরলের কোচি থেকে কাজে যোগ দিলেন তিনি। আগামী ৪ ডিসেম্বর নৌসেনা দিবস। তার আগেই আজ নৌসেনার পাইলটের আসনে বসলেন শিবাঙ্গী। এবিষয়ে ভারতীয় নৌবাহিনীর আধিকারিকরা জানিয়েছেন সাব লেফটেন্যান্ট শিবাঙ্গি আজ কোচির নৌ ঘাঁটিতে অপারেশনাল দায়িত্ব পালনে প্রথম নৌ-পাইলট হয়েছেন। তিনি ভারতীয় নৌবাহিনীর ডারনিয়ার নজরদারি বিমান উড়াবেন।

ভারতীয় নৌসেনার প্রথম মহিলা পাইলট হিসেবে দায়িত্বভার তুলে নেওয়ার পরে শিবাঙ্গী বলেন, "অনেক বড় সিদ্ধান্ত। এই দায়িত্ব পেয়ে আমি গর্বিত। দেশের সম্মান রক্ষা করব।"

বিহারের মুজফফরপুরের বাসিন্দা শিবাঙ্গী পড়াশোনা করেছেন ডিএভি পাবলিক স্কুল থেকে। ইঝিমালায় ভারতীয় নৌবাহিনীর অ্যাকাডেমি থেকে ২৭ এনওসি প্রশিক্ষণ নিয়ে নৌসেনার এসএসসি পাইলট হিসেবে যোগ দিলেন শিবাঙ্গী। সাদার্ন ন্যাভাল কম্যান্ডে প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন তিনি।

মোদী ২.০'র অভূতপূর্ব সাফল্যের ৬ মাস

প্রকাশ জাভরেকর

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বাধীন দ্বিতীয়দফার সরকার ৬ মাস পূরণ করল। এই সময়ের মধ্যে অনেক ঐতিহাসিক ও গঠনমূলক সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছে। যা দরিদ্র, কৃষক, মহিলা, যুব সম্প্রদায়, মধ্যবিত্ত সম্প্রদায়, তপশিলী জাতি ও উপজাতি সহ সমাজের পিছিয়ে পড়া মানুষের জীবনে ইতিবাচক প্রভাব ফেলেছে। মোদী সরকারের "ভারতপ্রথম" নীতির ফলে গৃহীত সব সিদ্ধান্ত এক নতুন উচ্চতায় দেশকে নিয়ে গেছে।

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীরদৃঢ় নেতৃত্বের প্রতিদেশবাসীর আস্থা ও বিশ্বাসের ফলে বিজেপির নির্বাচনী ইস্তেহারের প্রতিশ্রুতিগুলি বাস্তবায়নের কাজ শুরু হয়েছে। 'সবকা সাথ সবকা বিকাশ'-এর বৃহত্তর ব্যাপ্তি অনুসরণ করে দ্বিতীয় দফার মোদী সরকার 'সবকা বিশ্বাস' অর্জনের লক্ষ্যে কাজ করে চলেছে।

বিজেপির অনেক মূল প্রতিশ্রুতি ইতোমধ্যেই পূরণ করা হয়েছে। এর মধ্যে প্রথমেই উল্লেখ করতে হয় সংবিধানের ৩৭০ ও ৩৫এ ধারা রদ, এবং মুসলিম মহিলাদের লিঙ্গ বৈষম্য দূরীকরণের লক্ষ্যে তাৎক্ষণিক তিন তালাক প্রথা বাতিলের জন্য আইন প্রণয়ন। যেগুলিকে সকলেই স্বাগত জানিয়েছেন।

দ্বিতীয় দফার মোদী সরকারের প্রথম ৬ মাসের মধ্যে মাননীয় সুপ্রিম কোর্ট অযোধ্যা মামলায় ঐতিহাসিক রায় দিয়েছে। তাৎপর্যপূর্ণ ভাবে "রাম জন্মভূমি"তে রাম মন্দির গড়ে ওঠার বিষয়টি নিশ্চিত হয়েছে। অযোধ্যা মামলার রায় বিলম্বিত করার জন্য কোন কোন বিরোধী রাজনৈতিক শক্তি চেষ্টা চালালেও বিজেপি ও তার শাখা সংগঠনগুলি এক্ষেত্রে গঠনমূলক উদ্যোগ নিয়েছিল। প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী তাঁর "মন কি বাত" অনুষ্ঠানে এই প্রসঙ্গে ভারতীয় গণতন্ত্রের ক্ষমতা উল্লেখ করেছেন। যার প্রমাণ মেলে অযোধ্যা মামলার রায় ঘোষণার পরবর্তী সময়ে দেশ জুড়ে শান্তি ও সম্প্রীতি বজায় থাকার মধ্যে দিয়ে।

মোদী সরকারের সময়ই এক দেশ, এক পতাকা, এক সংবিধান বাস্তবায়িত হয়েছে। বিজেপি সভাপতি, কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী শ্রী অমিত শাহ-র উদ্যোগে সংসদে ৩৭০ ধারা বাতিলের বিষয়টি নিঃসন্দেহে এক ঐতিহাসিক মুহূর্ত।

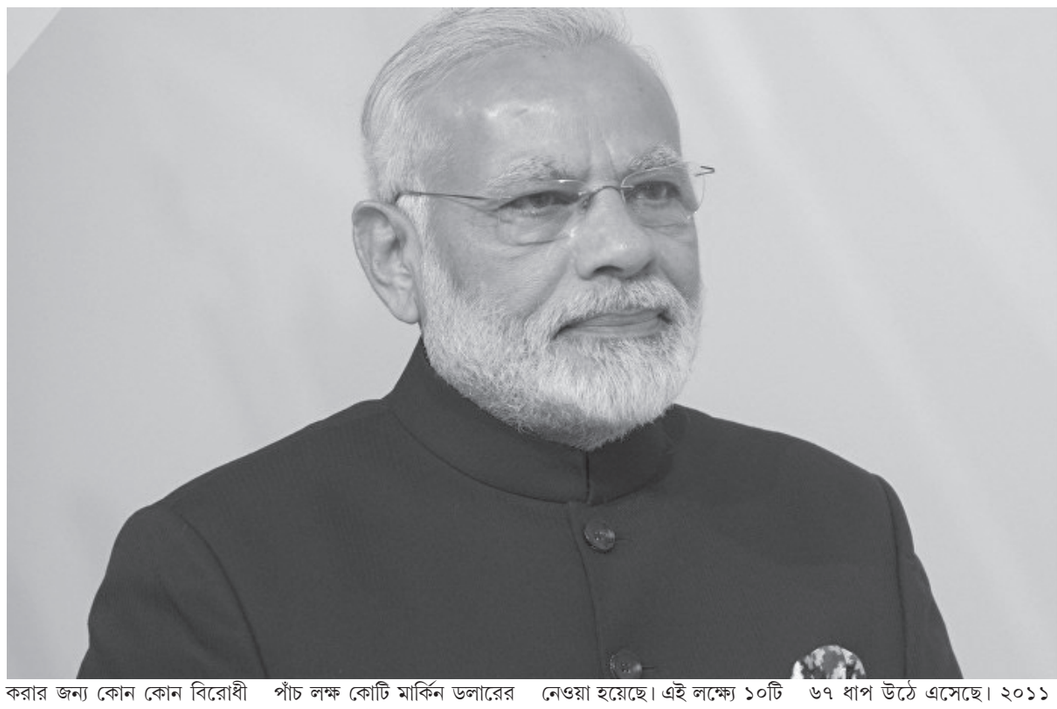

পাঁচ লক্ষ কোটি মার্কিন ডলারের সমতুল অর্থনীতিতে পৌছানোর লক্ষে ভারত আজ সঠিক দিশায় এগুচ্ছে। রাষ্ট্রায়ত্ত সংস্থাগুলির কৌশলগত বিলগ্নীকরণ, কর কাঠামো,শ্রম আইন ও ব্যাঙ্কিং ব্যবস্থার সংস্কারের মত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তের ফলে ভারতীয় অর্থনীতি শক্তিশালী হয়েছে। কর্পোরেট সংস্থাগুলির করের হার হ্রাস করে ২২ এবং নতুন দেশিয় ম্যানুফ্যাকচারিং সংস্থাগুলির জন্য তা ১৮ করা হয়েছে। ভারতে করের হার ন্যূনতম হওয়ায়, আজ তা আন্তর্জাতিকস্তরে প্রতিযোগিতা মূলক অর্থনীতিতে পরিণত হয়েছে।

ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রের পুনরুজ্জীবনের লক্ষ্যে ব্যাঙ্ক সংযুক্তকরনের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। এই লক্ষ্যে ১০টি ব্যাঙ্ক-এর সংযুক্তিকরণ করা হয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থবর্ষে ব্যাঙ্কগুলিকে ৭০হাজার কোটি টাকা দেওয়া হয়েছে।

মোদী সরকারের আরেকটি উল্লেখযোগ্য উদ্যোগ হল দেউলিয়া বিধির পরিবর্তন আনা। এর ফলে নানা বিবাদের নিষ্পত্তি ও সমস্যার সমাধান মাত্র ৩৭৪ দিনেই হচ্ছে!

ভারত আজ বিশ্বজুড়ে তার অবস্থান সুদৃঢ় করেছে। সহজে ব্যবসা করা, উদ্ভাবনী সূচক সহ বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেশের স্থান ঊর্ধমুখী হওয়ায় তা প্রমাণিত হয়। বিশ্বব্যাঙ্কের ২০১৯ সালের বাণিজ্য করার প্রতিবেদনে ১৯০টি দেশের মধ্যে ভারতের স্থান আজ ৬৩তম। মাত্র তিন বছরে সহজে ব্যবসা করার তালিকায় দেশ ৬৭ ধাপ উঠে এসেছে। ২০১১ সালের পর থেকে এই উত্থান সবথেকে বেশি। নতুন উদ্যোগের ব্যবস্থাপনায় ভারত আজ তৃতীয় বৃহত্তম। আন্তর্জাতিক উদ্ভাবনী সূচকে দেশ আজ ৫২ তম স্থানে পৌছেছে। ২০১৫ সালে এই স্থান ছিল ৮১তম। ডিজিট্যাল প্রতিযোগিতামূলক সূচকে দেশ চার ধাপ এগিয়ে ৪৪তম স্থানে উঠে এসেছে। ভ্রমণ এবং পর্যটন সূচকে ভারত ২০১৫ সালে ছিল ৫২ তম স্থানে।আজ সেই সূচক ৩৪ তম স্থানে উঠে এসেছে।

কৃষকদের আয় দ্বিগুণ করার লক্ষ্যে দ্বিতীয় দফায় মোদী সরকারের অনন্য উদ্যোগ পিএম কিষাণ যোজনা।এই যোজনায় দেশের ১৪ কোটি ৫০ লক্ষ কৃষকের সকলেই প্রতি বছর ৬হাজার টাকা আর্থিক সাহায্য পেয়ে থাকেন।

স্বচ্ছভাবে মোদী সরকার রাফালে যুদ্ধ বিমান ভারতে নিয়ে এসেছে। যার মাধ্যমে সরকারের বিরুদ্ধে ওঠা ভিত্তিহীন অভিযোগের অসারতা প্রমান হয়েছে।

মোদীজি বিশ্বাস করেন জনগণের অংশগ্রহণের মাধ্যমে মানুষের স্বভাব বদলাবে। শৌচালয় ব্যবহারের মধ্য দিয়ে এবং স্বচ্ছ ভারত অভিযানের মাধ্যমে তিনি তা বাস্তবায়িত করেছেন। আর এখন তিনি 'একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক ' বন্ধের ডাক দিয়েছেন। এই লক্ষ্যে মাত্র ১৫ দিনের প্রচারে ১৩হাজার টন বর্জ্য প্লাস্টিক সংগ্রহ করা গেছে, যার পরিমাণ বিপুল। প্রধানমন্ত্রী সকলের কাছে প্লগিং ---এর আবেদন জানিয়েছেন। অর্থাৎ রাস্তা দিয়ে জগিং বা হাঁটার সময় ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা প্লাস্টিক তুলে তা যথাযথ স্থানে ফেলতে হবে।

যদিও ৬ মাস সময় আসলেই খুব কম একটি সময়, কিন্তু আমরা যদি দ্বিতীয় দফার মোদী সরকারের সাফল্য বিচার করি, তবে তা অভূতপূর্ব বলে মানতেই হবে।

(লেখক কেন্দ্রীয় পরিবেশ, বন ও জলবায়ু পরিবর্তন, তথ্য ও সম্প্রচার, ভারী শিল্প ও রাষ্ট্রায়ত্ত উদ্যোগ মন্ত্রী)

বাড়তি কভারেজ চিকিৎসা বিমার স্টেপনি

ত্রিদিবিরঞ্জন ভট্টাচার্য

জীবনে চলার পথে রাস্তার বের হয়ে চারচাকা বা দুচাকার গাড়ির টাকার, টিউব পাংচার হয়ে বিপত্তির অভিজ্ঞতা নেই, এমন কাউকে খুঁজে পেতে বের করতে হবে। আর পাংচার বিপত্তিতে ত্রাতা হল স্টেপনি বা গাড়িতে রাখা অতিরিক্ত টায়ার যুক্ত চাকা— আর সে গাড়ি ন্যানোই হোক বা দশ চাকার ট্রলারই হোক। অথচ. ১৯০৪ সালের আগে গাড়ি চালকদর নির্মাতাদের স্টেপনির ধারণাই ছিল না। ওই সালে আমেরিকায় বসবাসকারী দুই ভাই টমাস ডেভিস আর ওয়াল্টার চার চাকার গাড়িতে বাড়তি একটা আস্ত টায়ার রাখার ব্যবস্থা করে সবাইকে চমকে দেন। এখন যা স্টেপনি। টায়ার পাংচার— এখন কিছু সময় নষ্টের প্রশ্ন, চলার আতঙ্ক নয়।

আমাদের সবাইকে ডাক্তার, কবিরাজ কমবেশি করতেই হয়। নিজের পকেট থেকে সবসময় চিকিৎসার ব্যয়ভার মেটানো যায় না। আর খরচের বহর সামাল দিতে আমরা অনেকেই চিকিৎশা বিমা বা মেডিক্যাল ইনসিওরেন্স করে থাকি। এই বিমার অর্থসীমা থাকে যার যার সাধ্যমতো। কারণ, বিমার জন্য বছর বছর প্রিমিয়াম গুনতে হয়,, তো। কিন্তু বিপদ তো বলে কয়ে আসে না। আর বিপদের ধামাকা কতটা হবে তাও সব ময় আঁচ করা যায় না।

আকছার দেখা যায় পকেট শূন্য বিমার টাকা শেষ, অথতচ আপনজন তখনও হাসপাতালে, চিকিৎশার জন্য প্রয়োজন আরও অর্থ। অর্থাৎ, চিকিৎসামাঝপথে বা অল্পবিস্তর বাকি। গাড়ির চাকা মাঝপথে পাংচার হলে যে অবস্থা হয়, অনেকটাই সে অবস্থা। গাড়ির ত্রাতা স্টেপনি। ভাবছেন চিকিৎসা সম্পূর্ণ করার জন্য যদি কোনও স্টেপনি থাকত তাহলে আপনজনকে সঠিক চিকিৎসা পরিষেবা দেয়া যেত। না হতাশ হবার কিছু নেই। চিকিৎসা বিমারও স্টেপনি আছে, তবে তার নাম টপ আপ। অনেকটা মোবাইলে টপ আপ ভরার মতো।

স্বাস্থ্যবিমা-মেডিক্ল্যাম নিয়ে আলোচনায় না গিয়ে আমরা সরাসরি চলে যাচ্ছে টপ আপে। স্বাস্থ্য বিমার প্রয়োজনীয়তার কথা ভেবে ইতিমধ্যেই সরকারি বা বেসরকারি কোনও বিমা সংস্থা থেকে নির্দিষ্ট অঙ্কের চিকিৎসা বিমা করে নিয়েছেন। বিমাকৃত চিকিৎসা অঙ্ক, রাশি চিকিৎসার সব ব্যয়ভার মেটাতে পারবে কি? যত দিন যাচ্ছে তত

বাড়ছে চিকিৎসা ব্যয়, আর বাড়ছে রোজের জটিলতা। আর এজন্য বিমাকৃত অর্থ হয়তো প্রয়োজনীয় চিকিৎসার ব্যয়ভার সবটা মেটাতে নাও পারত পারে। এজন্যইস্বাস্থ্য বিমার টপআপ।

বিমাকারী যখন চিকিৎসার জন্য হাসপাতাল, নার্সিংহোম ভর্তি হন, তখন বিমা সংস্থা বিমাকৃত অঙ্করাতি পর্যন্ত ব্যয়ভার বহন করে, বিমার বাইরে গিয়ে তারা একটি পয়সাও দেবে না। যেমন, বিমাকৃত ব্যক্তির বিমার সর্বোচ্চ সীমা বা কভারেজ ৩ লক্ষ টাকা। বিমা সংস্থা তিন লক্ষ টাকা পর্যন্তই হাসপাতাল ইত্যাদির চিকিৎসার ব্যয় মেটাবে, তারপরে নয়। কিন্তু, চিকিৎসার জন্য ৩ লক্ষের পরে টাকা মিলতে পারে দুটি ভাবে— ১) ৩ লক্ষের যে চিকিৎসা বিমা রয়েছে, তারপরে আরও একটি চিকিৎসা বিমা কিনলে, পরের স্বাস্থ্যবিমায় কত টাকার কভার নিচ্ছেন তার ওপরে নির্ভর করবে নতুন এই বিমার জন্য কতটা প্রিমিয়াম দিতে হবে। নতুন বিমার প্রিমিয়ামে অন্য আরও একটি বিমা থাকার জন্য বাড়িতি কোনও সুবিধা মিলবে না, নতুনটির প্রিমিয়ামেও কমবে না। দ্বিতীয় বিকল্পটি অর্থাৎ টপ আপ--- টপ আপে নতুন বিমার প্রিমিয়াম বাবদ দেয় টাকার যে কম টাকা দিয়েও বাড়তি সুরক্ষা বা কভারেজের সুবিধা নিতে পারেন। তবে কয়েকটি শর্ত। অন্যভাবে বলা যায়--- কম টাকা খরচ করে বিমাকৃত অর্থের কভার বৃদ্ধি করতে পারেন টপ আপের মাধ্যমে। টপ আপে বিষয়টি একটি উদাহরণেরসাহায্যে তুলে ধরা যেতে পারে। ধরা যা,, একজন ব্যক্তির ৩ লক্ষ টাকার স্বাস্থ্য বিমা রয়েছে। এবার তিনি স্বাস্থ্য বিমার ৪ লক্ষ টাকার টপ আপ করালেন চিকিৎসার জন্য মোট বিমা দাঁড়ালো ৭ লক্ষ টাকা প্রথমে বলা ভালো চিকিৎসা বাবদ এবার তিনি স্বাস্থ্য বিমার ৪ লক্ষ টাকার টপ আপ করালেন চিকিৎসার জন্য মোট বিমা দাঁড়ালো ৭ লক্ষ টাকা প্রথমে বলা ভালো চিকিৎসা বাবদ খরচ ৩ লক্ষ টাকা পর্যন্ত হলে বেসিক স্বাস্থ্য বিমা থেকেই মিলিয়ে সর্বাধিক পাওয়া যাবে ৭ লক্ষ টাকা। স্বাস্থ্য বিমা কি আবশ্যিক?

ঘরে ঢুকতে যেমন চৌকাঠ বা গোবরাট পার হতে হয় তেমনি টপ আপের সুযোগ নিতে একটি চৌকাঠ পার হতে হয়। এই প্রান্তিক সীমা হল বিমার ভাষায় ডিডাক্টিবলস্ স্বাস্থ্যবিমা থাকলে সে চৌকাঠটি হল আপনার চিকিৎসা বিমার বিমাকৃত অর্থরাশি। কারো যদি ৩ লক্ষ টাকার বিমা করা থাকে তবে টপ আপের সুবিধা নিতে প্রথমে বিমা সংস্থা থেকে ৩ লক্ষ টাকার দাবি মিটিয়ে নিতে হবে, তার পরে টপ আপের ঘরে ঢোকা যাবে, তার অগে নয়। অর্থাৎ এই ক্ষেত্রে টপ আপের সুযোগ নেয়ার প্রান্তিক সীমা হলো ৩ লক্ষ টাকা।

টপ আপের সুবিধা নেয়ার জন্য স্বাস্থ্য বিমা থাকতেই হবে এমন কোনও কথা নেই। স্বাস্থ্য বিমা না থাকলে সে প্রান্তিক অর্থরাশির ব্যবস্থা আপনাকেই করতে হবে। তবে স্বাস্থ্যবিমা থাকলে বিমা সংস্থাগুলি টপ আপের সুবিধা দেয়ার ব্যাপারে অনেক নমনীয় হয়ে থাকে। প্রান্তিক সীমার অর্থরাশি সম্পর্কে তারা নিশ্চয়তা চায়।

এ প্রসঙ্গে উল্লেখ, অনেক সময় বিভিন্ন সংস্থা তার কর্মীদের জন্য চিকিৎসা বিমার ব্যবস্থা করে থাকে, এক্ষেত্রেও টপ আপের সুবিধা মেলে। এক কথায়, টপ আপপ্ল্যান হল বিমার অর্থরাশির পরে বাড়তি চিকিৎসা ব্যয় মেটানোর রক্ষাকবচ। এই রক্ষাকবচ বা টপ আপ প্ল্যান মূল বা বেসিক সংস্থা, চিকিৎসা বিমার মতোই সুবিধা দিয়ে থাকে।

সুপার টপ আপ: টপ আপ প্ল্যান বিমা সংস্থার বিভিন্নতায় সুবিধার কিছু হেরফের হয়ে থাকে।

তবে মূল বিষয়গুলি প্রায় একই থাকে। সাধারণ এইটপ আপ ছাড়া আর এক ধরনের টপ অপ--- যার কেতাবি নাম--- সুপার টপ পলিসি। নামেই বলে দেয় সাধারণ টপ আপের চেয়ে বাড়তি কিছু সুবিধা আছে। এই সুপার টপ আপে বাড়তি যে সুবিধা পাওয়া যা একটা উদাহরণে তুলে ধরলে বিষয়টি বুঝতে সুবিধা হতে পারে। কোনও বিমাকৃত ব্যক্তির টপ আপের সুবিধা নেয়ার জন্য নির্দিষ্ট সমরাশি ৬ লক্ষ টাকা। সুপার টপ আপ হল ১০ লক্ষ টাকা। বিমাকৃত সময়ে সে ব্যক্তি সময়ে সে ব্যক্তি দুবার হাসপাতলে ভর্তি হলেন। প্রথমবারের চিকিৎসা বিল ৪ লক্ষ টাকা, পরের বিলটি ৫ লক্ষ টাকা। দ্বিতীয়বার ভর্তি হলে দুবারের বিল মিলিয়ে সে নির্দিষ্ট প্রান্তিক সমরাশি পার হয়ে যাবার জন্য সুপার টপ আপ প্ল্যানটি কার্যকর হবে। তিনি সুপারটপ আপ থেকে ৩ লক্ষ টাকা । অন্যদিকে সাধারণ টপ আপেবিমাকৃত সময়ে এখকালীন চিকিৎসা ব্যয়ের হিসাবেই হিসাব করা হয়। উপরের উদাহরণে যদি সুপার টপ আপ প্ল্যান না নিয়ে সাধারণ টপ আপ নিলে প্রথম বা দ্বিতীয়বার হাসপাতালের ব্যয়ের কোনও ক্ষেত্রেই টপ আপের সুবিধা মিলত না। কেননা, হাসপাতালের চিকিৎসা বিল দুবারের কোনও বারই প্রান্তিক সীমা পার হয়নি। রোগ পুরানো বা নতুন? কোনও অসুখের জন্য হাসপাতাল থেকে ছাড়া পাবার পরে ৪৫ দিনের মধ্যে আবারসে অসুখের জন্য হাসপাতালে ভর্তি হতে হলে, তাে, এখকালীন চিকিৎসা বলে ধরা হয়। কিন্তু ৪৫ দিনের পরে পুরনো রোগের জন্য আবার হাসপাতালে ভর্তি হলেও নতুন রোগের চিকিৎসা ধরা হবে। আর এই ভিত্তিতে ডিডাকটিবিলেস হিসাব করা হয়।

প্রিমিয়াম কম— টপ আপ এর সবচেয়ে বড় সুবিধা বাড়তি অল্প পরিমাণ প্রিমিয়ামদিয়ে চিকিৎসার সুরক্ষা অনেকটা বৃদ্ধি করা যায়।

৬৫ বছর বয়সি কোনও ব্যক্তি যদি ৫ লক্ষ টাকার মেডিক্ল্যাম করেন তবে তাকে ২৭ হাজার টাকা দিতে হবে হয়বার্ষিক প্রিমিয়া বাবদ। এবার তিনি যদি সমপরিমাণ টাকার নতুন আরেকটি স্বাস্থ্য বিমা করেন তাকে প্রায় সম পরিমাণ টাকার বার্ষিক প্রিমিয়াম দিতে হবে। কিন্তু, যদি একটি টপ আপ পলিসি নেন, তবে তাকে ৫-৬ হাজার টাকা দিতে হবে বার্ষিক প্রিমিয়াম বাবদ।

উল্লেখ্য, প্রান্তিক সীমা যত বেশিহবে টপ আপের বার্ষিক প্রিমিয়াম কত কম হবে।

(দৈঃ স্টেটস)

সোমবার আগরতলায় হায়দরাবাদে ধর্ষিত চিকিৎসকের ধর্ষণকারীদের কঠোর শাস্তির দাবিতে এর র‍্যালি আয়োজিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

বাংলাদেশের রাজশাহীর গোদাগাড়ী সীমান্তে বিএসএফের চৌকি স্থাপন নিয়ে উত্তেজনা

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ডিসেম্বর ০২।। ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে দুই দেশের সীমান্তরক্ষী বাহিনীর মধ্যে গোলাগুলিতে সসপ্রতি এক ভারতীয় সীমান্ত রক্ষী নিহত হয়েছেন। গত অক্টোবরের সেই ঘটনায় দুই দেশের সিমান্তে বেশ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। সেই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতেই এবার বাংলাদেশের রাজশাহীর গোদাগাড়ী সীমান্তের নোম্যান্সল্যান্ডের ওপরে ভারতীয় সীমান্তরক্ষী বাহিনীর (বিএসএফ) একটি অস্থায়ী চৌকি স্থাপন নিয়ে ফের উত্তেজনার সৃষ্টি হয়েছে। এ ঘটনায় এলাকাবাসীর মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে। গোদাগাড়ীর সাহেবনগর সীমান্তে শুক্রবার গভীর রাতে বিএসএফ এ চৌকিটি স্থাপন করেন।

এলাকাবাসী সূত্রে জানা গেছে, রাজশাহীর গোদাগাড়ীর সাহেবনগর সীমান্ত ফাঁড়ির এক কিলোমিটার পূর্ব পাশে পদ্মা নদী থেকে বের হয়ে একটি কাটা নদী উত্তর থেকে দক্ষিণমুখী হয়ে ভারতের মুর্শিদাবাদ জেলার চরলবণগোলা এলাকায় ঢুকেছে। তবে কাটা নদীটির ভাঙনে সেখানকার সীমানা পিলারগুলো গত বছরই নদীতে বিলীন হয়ে যায়। সসপ্রতি কাটা নদীটিতে পানি কমে গিয়ে পশ্চিমপ্রান্তে বাংলাদেশ সীমানার মধ্যে ছোট একটি চর পড়েছে। নোম্যান্সল্যান্ড সংলগ্ন চরটিতে গিয়ে কিছু দিন ধরে বিজিবি সদস্যরা টহল করতেন। চরটি বাংলাদেশ ভূখন্ডের সঙ্গে সংযুক্ত বলে নৌকা ছাড়াই পায়ে হেঁটেই বিজিবি সেখানে যাতায়াত করতেন।

এদিকে শুক্রবার রাতে বিএসএফ সদস্যরা ইঞ্জিন নৌকাযোগে চরটিতে গিয়ে রাতারাতি সেখানে বাঁশের মাচা পেতে ওপরে খড় ও পাটকাঠি দিয়ে একটি অস্থায়ী চৌকি তৈরি করেন। পর দিন শনিবার সকাল থেকে ভারতের চরলবণগোলা ফাঁড়ির বিএসএফ সদস্যরা সেখানে অবস্থান ও টহল করতে শুরু করেন। বিজিবি সদস্যরা রোববার দিনের বেলায় একবার ও রাতের বেলা আরেকবার চরের কাছাকাছি গিয়ে চলে যাওয়ার সিগন্যাল দিলে বিএসএফ সদস্যরা চৌকি ছেড়ে পালিয়ে যান। রাতে আবারও নৌকা সহযোগে গিয়ে বিএসএফ সদস্যরা চরে ওঠার চেষ্টা করলে খবর পেয়ে বিজিবি চরে গিয়ে অবস্থান নেন। ফলে বিএসএফ নৌকা ঘুরিয়ে ভারতের ভেতরে চলে যায়। তবে গভীর রাতে বিএসএফ আবারও চরের অস্থায়ী চৌকিতে গিয়ে অবস্থান নেয়। সোমবার সকালে বিজিবি সেখানে গেলে বিএসএফ চর ত্যাগ করে পালিয়ে যায়।

বিজিবি সূত্র বলছে, বিএসএফ সদস্যদের এই লুকোচুরিতে তারা বিরক্ত। এলাকাবাসী লাঠিসোটা নিয়ে গিয়ে চৌকিটি ভেঙ্গে ফেলার জন্য বিজিবিকে চাপ দিচ্ছে। তবে তাদের অনুমতি ছাড়া কোনো ঘটনা না ঘটাতে বিজিবি গ্রামবাসীকে নিষেধ করেছে।

অন্যদিকে এলাকাবাসী জানিয়েছেন, নতুন এই চরটির সঙ্গে বাংলাদেশের মূল ভূখন্ড সংযুক্ত। চরের আশপাশে রয়েছে বাংলাদেশের ফসলি জমি, যেখানে কৃষকরা নিয়মিত চাষাবাদের কাজ করতেন। কিন্তু শুক্রবার রাত থেকে বিএসএফ অস্থায়ী চৌকি তৈরি করার পর থেকে কৃষকরা জমিতে যেতে পারছেন না। কৃষকরা তাদের নিরাপত্তার স্বার্থে চরে অস্থায়ী চৌকি তৈরির জন্য বিজিবির কাছে দাবি করেছেন।

এদিকে জেগে ওঠা চরে বিএসএফের অস্থায়ী চৌকি তৈরি ও অবস্থান করা প্রসঙ্গে রাজশাহীর ১ বিজিবি ব্যাটালিয়নের অধীন ডেলটা কোম্পানির কমান্ডার নায়েব সুবেদার শওকত আলী জানান, বিএসএফ যেখানে অস্থায়ী ছাউনিটা করেছে, সেটি নোম্যান্সল্যান্ডের ওপরে। আন্তর্জাতিক আইন অনুযায়ী নোম্যান্সল্যান্ড থেকে নিজ নিজ সীমানার ১৫০ গজ ভেতরে চৌকি করার নিয়ম। হঠাৎ গড়ে ওঠা এই চৌকিটা দেখতে পেয়ে বিজিবির পক্ষ থেকে বিএসএফের চরলবণগোলা কোম্পানিকে চিঠি ও বিভিন্ন মাধ্যমে বার্তা পাঠানোর চেষ্টা করা হয়েছে। কিন্তু সোমবার দুপুর পর্যন্ত বিএসএফ কোনো চিঠি গ্রহণ করেনি। বিষয়টি বিজিবির রাজশাহী ব্যাটালিয়ন সদর কমান্ডার ও ঊর্ধতন কর্তৃপক্ষকে জানানো হয়েছে। এ বিষয়ে করণীয় সম্পর্কে পরবর্তী নির্দেশনা পাওয়ার পর সাহেবনগর বিজিবি ফাঁড়ি সেভাবেই পদক্ষেপ নেবে।

কোয়েম্বাটুরে প্রবল বৃষ্টিতে দেওয়াল ভেঙে মৃত্যু ১৫ জনের, আর্থিক ক্ষতিপূরণ ঘোষণা

কোয়েম্বাটুর, ২ ডিসেম্বর (হি.স.): প্রবল বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত দক্ষিণ ভারতের রাজ্য তামিলনাড়ুর বিভিন্ন জেলা। অসময়ের বৃষ্টিতে নাজেহাল মানুষজন। প্রবল বৃষ্টির দাপটেই তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটুর জেলায় চারটি বাড়ির উপর ভেঙে পড়ল বিশালাকার দেওয়াল। বাড়ি ভেঙে, দেওয়ালের নীচে চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে ১৫ জনের। মৃত ১৫ জনের মধ্যে ৪ জন মহিলা। সোমবার সকালে মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে কোয়েম্বাটুর জেলার মেট্টুপালায়াম তালুকার অন্তর্গত নাদুর কান্নাপ্পান লেআউটে।

সোমবার সকালে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রবল বৃষ্টিতে দুর্বল হয়ে গিয়েছিল প্রাইভেট কম্পাউন্ডের দেওয়াল। সোমবার বিশালাকার দেওয়াল ভেঙে পড়ে চারটি বাড়ির উপর। ওই বাড়িগুলিতে কমপক্ষে ২০ জন বাসিন্দা ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ১৫ জনের মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত ১৫ জনের মধ্যে ৪ জন মহিলা। তামিলনাড়ুর পাশাপাশি বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরিও। ভারী বৃষ্টির আশঙ্কায় পুদুচেরিতে সোমবার বন্ধ রয়েছে সমস্ত স্কুল। কোয়েম্বাটুরে দেওয়াল ভেঙে প্রাণহানির ঘটনায় আর্থিক ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছে তামিলনাড়ু সরকার। তামিলনাড়ু সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে, মেট্টুপালায়ামে দেওয়াল ভেঙে প্রাণহানির ঘটনায় মৃতদের পরিবারপিছু ৪ লক্ষ টাকা করে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে।

ঢাকায় ভারত-বাংলাদেশ নৌসচিব পর্যায়ে পিআইডব্লিউটিটি বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির বৈঠক কাল

নিজস্ব প্রতিনিধি,ঢাকা,ডিসেম্বর ০২।। বাংলাদেশ ও ভারতের মধ্যে নৌসচিব পর্যায়ের বৈঠক আগামী বুধ ও বৃহস্পতিবার ঢাকায় হোটেল ইন্টারকন্টিনেন্টালে অনুষ্ঠিত হবে। সোমবার নৌপরিবহন মন্ত্রণালয়ের এক সংবাদ বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে। বলা হয়, বুধবার প্রটোকল অন ইনল্যান্ড ওয়াটার ট্রানজিট অ্যান্ড ট্রেড (পিআইডব্লিউটিটি) বিষয়ক স্ট্যান্ডিং কমিটির বৈঠক হবে। বৃহস্পতিবার সচিব পর্যায়ের ও ইন্টার গভার্নমেন্টাল কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে।

সচিব পর্যায়ের বৈঠকে বাংলাদেশের পক্ষে নৌপরিবহন সচিব মো. আবদুস সামাদ এবং ভারতের পক্ষে সে দেশের নৌপরিবহন সচিব গোপাল কৃষ্ণ নেতৃত্ব দেবেন। দু'দেশের নৌসচিব পর্যায়ের শেষ বৈঠক গত বছরের অক্টোবরে নয়াদিল্লীতে অনুষ্ঠিত হয়। নৌপরিবহন মন্ত্রণালয় থেকে জানা গেছে, নৌসচিব পর্যায়ের বৈঠকে রাজশাহী থেকে পাকশী পর্যন্ত ৭৪ কিলোমিটার নদী যৌথভাবে খননের প্রস্তাব দেবে বাংলাদেশ। আত্রাই নদীর ভারতের অংশে ৪২ কিলোমিটার নৌপথ খননের জন্যও ভারতীয় কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ জানাবে বাংলাদেশ। এছাড়া ভারতীয় নদীতে পর্যাপ্ত মার্কিংয়ের ব্যবস্থা ও বাংলাদেশের জাহাজের ক্রুদের মাটিতে নামার অনুমতি দেয়া, ক্রু ও মেরিন অফিসারদের পোর্ট উল্লেখ না করে ভিসা দিতে ভারত সরকারকে অনুরোধ জানাবে বাংলাদেশ সরকার।

বৈঠকে ভারতের এজেন্ডাগুলোর মধ্যে গুরুত্ব পাবে নৌপথে তৃতীয় দেশে বাণিজ্যের পথ তৈরিতে কোস্টাল শিপিং ও নৌপ্রটোকল চুক্তি সংশোধন। এছাড়া স্ট্যান্ডিং কমিটির বৈঠকে যে ছয়টি এজেন্ডা রয়েছে, সেগুলো নৌপ্রটোকল চুক্তির বিভিন্ন স্থানে সংশোধন ও কয়েকটি বন্দরকে পোর্ট অব কলভুক্ত সংক্রান্ত ইন্টার গভর্নমেন্টাল কমিটির বৈঠকে ভারতীয় পণ্য মোংলা ও চট্টগ্রাম বন্দর ব্যবহারে কী পরিমাণ ফি ও মাশুল দিতে হবে, তা নির্ধারণ হওয়ার কথা রয়েছে। দু'দেশের মধ্যে ছয়টি করে ১২টি 'পোর্টস অব কল' (মধ্যবর্তী থামার স্থান) রয়েছে। সেগুলো হলো- বাংলাদেশের নারায়ণগঞ্জ, খুলনা, মোংলা, সিরাজগঞ্জ, আশুগঞ্জ ও পানগাঁও এবং ভারতের কলকাতা, হলদিয়া, করিমগঞ্জ, পান্ডু, সিলঘাট ও ধুবরী। এছাড়া দু'দেশের মধ্যে আটটি করে ১৬টি বাংকারিং পয়েন্ট (জাহাজে জ্বালানি নেয়ার স্থান) রয়েছে। সেগুলো হলো- বাংলাদেশের শেখবাড়িয়া, মোংলা, খুলনা, বরিশাল, চাঁদপুর, নারায়ণগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ ও চিলমারী এবং ভারতের কলকাতা, বজবজ, হলদিয়া, নামখানা, করিমগঞ্জ, ধুবরী, জগিগোপা ও পান্ডু। বাংলাদেশ-ভারতের মধ্যে চারটি (আপ-ডাউন হিসেবে ৮টি) নৌরুট রয়েছে।

অমিত শাহ আসছেন পশ্চিমবঙ্গে উপনির্বাচনের ফলাফল নিয়ে আলোচনার সম্ভাবনা

কলকাতা, ২ ডিসেম্বর (হি.স.): পশ্চিমবঙ্গের তিনটি বিধানসভা আসনের উপনির্বাচনের ফলাফল নিয়ে রাজ্য বিজেপি নেতাদের সঙ্গে কথা বলবেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। আগামী শনিবার কলকাতায় এই বৈঠক হওয়ার কথা।

উপনির্বাচনে ব্যর্থতা প্রসঙ্গে "অনুভূতি" কারণ হিসেবে যুক্তি দেখিয়েছেন বিজেপি-র রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। বিষয়টি নিয়ে বিরোধীদের তীব্র কটাক্ষের মুখে পড়তে হয়েছে তাঁকে। কিন্তু সূত্রের খবর, এবার অমিত শাহ নিজে এ ব্যাপারে দিলীপ বাবুকে প্রশ্ন করতে চান।

লোকসভা ভোটে গেরুয়া শিবিরের উত্থান চিন্তার ভাঁজ ফেলেছিল তৃণমূল নেতৃত্বের কপালে।

উপনির্বাচনের ফলাফল রাজ্যের শাসক দলের সেই ক্ষতে প্রলেপ দিয়েছে।

লোকসভা নির্বাচনের পর মাত্র কয়েক মাসের ব্যবধানে কিভাবে পরিবর্তন হল রাজনৈতিক সমীকরণ, তা জানতে চাইবেন বিজেপি-র সর্বভারতীয় সভাপতি।

পাশাপাশি আগামী বিধানসভা নির্বাচন এবং পৌরসভা নির্বাচনে কিভাবে সমস্ত দলকে একত্রিত করে রাজ্যের শাসক দলের বিরুদ্ধে চালানো যায়, তার প্রাথমিক পাঠ নিয়ে অমিত শাহ রাজ্য নেতাদের সঙ্গে কথা বলবেন বলে সূত্রের খবর।

উত্তর-পূর্ব মেক্সিকোতে শুটআউট, ৪ জন পুলিশ অফিসার-সহ মৃত ১৯ জন

মেক্সিকো সিটি, ২ ডিসেম্বর (হি.স.): সুরক্ষা বাহিনী এবং সন্দেহভাজন কার্টেল সদস্যদের মধ্যে গুলির লড়াইয়ে রক্তাক্ত হল উত্তর-পূর্ব মেক্সিকোর ভিল্লা ইউনিয়ন শহর। টেক্সাস সীমান্তের (ঈগল পাস) কাছে উত্তর-পূর্ব মেক্সিকোর ভিল্লা ইউনিয়ন শহরে সুরক্ষা বাহিনী এবং সন্দেহভাজন কার্টেল সদস্যদের মধ্যে গুলির লড়াইয়ে প্রাণ হারিয়েছেন ৪ জন পুলিশ অফিসার এবং দু''জন সাধারণ নাগরিক। সুরক্ষা বাহিনীর পাল্টা গুলিতে খতম হয়েছে ১৩ জন সন্দেহভাজন কার্টেল সদস্য। এছাড়াও গুলির লড়াইয়ে আরও ছ'জন জখম হয়েছেন।

স্থানীয় সময় অনুযায়ী রবিবার উত্তর-পূর্ব মেক্সিকোর ভিল্লা ইউনিয়ন শহরে (টেক্সাসের, ঈগল পাস শহর থেকে প্রায় ৪০ মাইল দূরে) সুরক্ষা বাহিনী এবং সন্দেহভাজন কার্টেল সদস্যদের মধ্যে গুলির লড়াই শুরু হয়। প্রায় এক ঘন্টা ধরে গুলির লড়াই চলতে থাকে। গভর্নর জানিয়েছেন, শক্তিশালী অস্ত্র-সহ ১৪টি গাড়ি আটকে ছিল সুরক্ষা বাহিনী। এরপরই শুরু হয় গুলির লড়াই, এলোপাথাড়ি গুলিতে প্রাণ হারিয়েছেন ৪ জন পুলিশ অফিসার এবং দু''জন সাধারণ নাগরিক। সুরক্ষা বাহিনীর পাল্টা গুলিতে খতম হয়েছে ১৩ জন সন্দেহভাজন কার্টেল সদস্য। এছাড়াও ছ''জন জখম হয়েছেন। গুলি-বৃষ্টিতে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে একাধিক গাড়ি।

সোমবার আগরতলায় রাষ্ট্রীয় সংগিত নাট্য মহোৎসবের উদ্বোধনী মঞ্চে মন্ত্রি এনসি দেববর্মা এবং রতন লাল নাথ। ছবি- নিজস্ব।

আগামী দু'দিন তামিলনাড়ুতে ভারী বৃষ্টির শঙ্কা, সতর্কতা কেরল-লাক্ষাদ্বীপেও

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর (হি.স.): অসময়ের বৃষ্টি থেকে আপাতত মুক্তি নেইউ বরং আগামী ৪৮ ঘন্টা ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে দক্ষিণ ভারতের রাজ্য তামিলনাড়ুতেউ তামিলনাড়ুর পাশাপাশি কেরল, লাক্ষাদ্বীপ, কর্ণাটক উপকূল এবং কর্ণাটক দক্ষিণাঞ্চলেও ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে আগামী ৪৮ ঘন্টাউ কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরিতেও বৃষ্টি থেকে রেহাই নেই।

ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি) সোমবার সকালে জানিয়েছে, শক্তিশালী উত্তর-পূর্ব বাতাস একত্রিত হওয়ার কারণে তামিলনাড়ুতে আগামী দু'দিন ভারী থেকে অতি বৃষ্টির বজায় থাকবেউ আইএমডি আরও জানিয়েছে, আগামী দু'দিন কেরল, লাক্ষাদ্বীপ, কর্ণাটক উপকূল এবং কর্ণাটক দক্ষিণাঞ্চলেও ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে।

বিগত কয়েকদিন ধরে অসময়ের বৃষ্টিতে নাজেহাল তামিলনাড়ুউ অবিরাম বৃষ্টি হচ্ছে পুদুচেরিতেওউ সোমবার সকালেই তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটুরে দেওয়াল ভেঙে মৃত্যু হয়েছে ১৫ জনেরউ প্রবল বৃষ্টির আশঙ্কায় চেন্নাইয়ে বন্ধ রয়েছে স্কুলউ স্কুল বন্ধ রয়েছে পুদুচেরিতেওউ এমতাবস্থায় আইএমডি-র ভারী থেকে অতি ভারী বৃষ্টির পূর্বাভাস আরও চিন্তা বাড়াল।

গড়চিরৌলিতে ফের মাওবাদী-উপদ্রব, দু'জন নিরীহ গ্রামবাসীকে হত্যা

নাগপুর, ২ ডিসেম্বর (হি.স.): ফের মাওবাদীদের উপদ্রব মহারাষ্ট্রের গড়চিরৌলি জেলায়উ এবার নিরীহ দু'জন গ্রামবাসীকে হত্যা করল মাওবাদীরাউ রবিবার রাতে গড়চিরৌলি জেলার এটাপল্লি তালুকার অন্তর্গত পুরসালগোন্ডি গ্রামে (নাগপুর থেকে প্রায় ১৭০ কিলোমিটার দূরে) দু'জন গ্রামবাসীকে হত্যা করেছে মাওবাদীরাউ নিহতদের নাম হল-মাসো পুঙ্গাতি (৫৫) এবং ঋষি মেশরাম (৫২)উ তাঁরা গড়চিরৌলির সূরজগড় খনিতে কাজ করতেন।

গড়চিরৌলি পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, নকশালদের প্রতি যথেষ্ট সহানুভূতিশীল ছিল মাসো পুঙ্গাতিউ কিন্তু, কী কারণে নিরীহ দু'জন গ্রামবাসীকে মাওবাদীরা হত্যা করল, তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশউ পুলিশ সূত্রের খবর, রবিবার রাতে এটাপল্লি তালুকার অন্তর্গত পুরসালগোন্ডি গ্রামে হানা দেয় সশস্ত্র মাওবাদীরাউ হত্যা করা হয় মাসো পুঙ্গাতি এবং ঋষি মেশরাম (৫২) নামে দু'জন গ্রামবাসীকে।

ভূমিকম্পে কাঁপল ভারত-মায়ানমার সীমান্তবর্তী অঞ্চল, সাতসকালে ৪.৫ তীব্রতার কম্পাঙ্ক

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর (হি.স.): মৃদু ভূমিকম্পে কেঁপে উঠল ভারত-মায়ানমার সীমান্তবর্তী অঞ্চল। সোমবার সকালে মৃদু ভূকম্পন অনুভূত হয় ভারত-মায়ানমার সীমান্তবর্তী অঞ্চলে। রিখটার স্কেলে ভূমিকম্পের তীব্রতা ছিল ৪.৫। মৃদু ভূকম্পনে কোনও ক্ষয়ক্ষতি হয়নি বলেই জানা গিয়েছে প্রশাসন সূত্রে।

ভারতীয় আবহাওয়া দফতর (আইএমডি)-র মাইক্রোব্লগিং সাইট টুইটার মারফত জানিয়েছে, সোমবার সকাল ০৬.৪২ মিনিট নাগাদ ৪.৫ তীব্রতার ভূমিকম্পে কেঁপে ওঠে ভারত-মায়ানমার সীমান্তবর্তী অঞ্চল। ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল ভূগর্ভের মাত্র ১২ কিলোমিটার গভীরে, ২৩.১ উত্তর অক্ষাংশ এবং ৯৩.৭ পূর্ব দ্রাঘিমাংশউ মৃদু ভূকম্পনে এখনও পর্যন্ত ক্ষয়ক্ষতির কোনও খবর পাওয়া যায়নিউ তবে, ভূমিকম্পের জেরে ভারত-মায়ানমার সীমান্তবর্তী অঞ্চলে আতঙ্ক তৈরি হয়।

প্রবল বৃষ্টির তাণ্ডব, তামিলনাড়ুতে বিশালাকার দেওয়াল ভেঙে মৃত্যু ৯ জনের

কোয়েম্বাটুর, ২ ডিসেম্বর (হি.স.): প্রবল বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত দক্ষিণ ভারতের রাজ্য তামিলনাড়ুর বিভিন্ন জেলা। অসময়ের বৃষ্টিতে নাজেহাল মানুষজন। প্রবল বৃষ্টির দাপটেই তামিলনাড়ুর কোয়েম্বাটুর জেলায় চারটি বাড়ির উপর ভেঙে পড়ল বিশালাকার দেওয়াল। বাড়ি ভেঙে, দেওয়ালের নীচে চাপা পড়ে মৃত্যু হয়েছে ৯ জনের। মৃত ৯ জনের মধ্যে ৪ জন মহিলা। সোমবার মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে কোয়েম্বাটুর জেলার মেট্টুপালায়াম তালুকায়।

সোমবার সকালে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রবল বৃষ্টিতে দুর্বল হয়ে গিয়েছিল প্রাইভেট কম্পাউন্ডের দেওয়াল। সোমবার বিশালাকার দেওয়াল ভেঙে পড়ে চারটি বাড়ির উপর। ওই বাড়িগুলিতে মোট ১২ জন ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ৯ জনের মৃত্যু হয়েছে। পুলিশ জানিয়েছে, মৃত ৯ জনের মধ্যে ৪ জন মহিলা। তামিলনাড়ুর পাশাপাশি বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরিও। ভারী বৃষ্টির আশঙ্কায় পুদুচেরিতে সোমবার বন্ধ রয়েছে সমস্ত স্কুল।

অসুস্থ প্রখ্যাত সাংবাদিক অরুণ শৌরি, চিকিতাধীন পুণে-র হাসপাতালে

পুণে, ২ ডিসেম্বর (হি.স.): আচমকাই অসুস্থ হয়ে পড়লেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা প্রখ্যাত সাংবাদিক অরুণ শৌরিউ রবিবার রাতে হঠাত অজ্ঞান হয়ে যান ৭৮ বছর বয়সি অরুণ শৌরিউ তড়িঘড়ি তাঁকে মহারাষ্ট্রের পুণে শহরে অবস্থিত রুবি হল ক্লিনিকে ভর্তি করা হয়েছেউ তবে চিন্তার কোনও কারণ নেইউ প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীর শারীরিক অবস্থা এখন স্থিতিশীল রয়েছেউ আপাতত তিনি চিকিতকদের পর্যবেক্ষণে রয়েছেন।

পুণে-র রুবি হল ক্লিনিক হাসপাতালের একজন চিকিতক জানিয়েছেন, রবিবার রাতে জ্ঞান হারিয়ে ফেলেছিলেন প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী অরুণ শৌরিউ অজ্ঞান অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিলউ ওই চিকিতকের কথায়, 'সমস্ত প্রয়োজনীয় পরীক্ষা করা হয়েছে এবং তিনি পর্যবেক্ষণে রয়েছেনউ অরুণ শৌরি এখন স্থিতিশীল রয়েছেন।

প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী এবং প্রখ্যাত সাংবাদিক ছাড়াও অরুণ শৌরির আরও বেশ কয়েকটি পরিচয় রয়েছেউ বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ এবং লেখক হিসেবে পরিচত অরুণ শৌরিউ ১৯৯৮-২০০৪ সাল পর্যন্ত অটলবিহারী বাজপেয়ী সরকারের আমলে যোগাযোগ ও তথ্যপ্রযুক্তি মন্ত্রকের মন্ত্রী ছিলেন অরুণ শৌরিউ ১৯৯০ সালে পদ্মভূষণ সম্মানে ভূষিত হয়েছিলেন অরুণ শৌরি।

ঠাণ্ডার কামড় দিল্লিতে, সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর (হি.স.): ডিসেম্বর মাসের শুরুতেই ঠাণ্ডার কামড় রাজধানী দিল্লিতেউ কাঁপছে গোটা উত্তর ভারতউ এক ধাক্কায় সোমবার ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে পৌঁছেছে রাজধানীর সর্বনিম্ন তাপমাত্রাউ সোমবার সকাল থেকেই শীতল হাওয়া কাঁপন ধরিয়েছে শরীরেউ ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসে কাঁপতে শুরু করেছে দিল্লি, আপাতত এমন কাঁপুনি বজায় থাকবে দিল্লিতে, জানিয়েছে আবহাওয়া দফতর।

ঠাণ্ডার পাশাপাশি কুয়াশার দাপটও রয়েছে দিল্লি-সহ উত্তর ভারত জুড়েউ কুয়াশার কারণে দিল্লির ইন্দিরা গান্ধী আন্তর্জাতিক বিমানে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে বিমান পরিষেবাউ দিল্লি বিমানবন্দর কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, ককপিট ক্রু দৃশ্যমানতার কারণে দিল্লি বিমানবন্দর থেকে দেরিতে ছাড়ে গোএয়ার বিমান সংস্থার ১০টি বিমানউ দিল্লির আবহাওয়া এখনও মোটামুটি স্বাভাবিক হলেও, উত্তরাখণ্ড, হিমাচল প্রদেশ, জম্মু ও কাশ্মীরে ছক্কা হাঁকাচ্ছে শীতউ পঞ্জাব, হরিয়ানাতেও ধীরে ধীরে জাঁকিয়ে বসছে ঠাণ্ডাউ দিল্লির আবহাওয়া দফতর জানিয়েছে, সোমবার দিল্লির সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াসউ আর্দ্রতা ছিল ৮৫ শতাংশ।

হরেকরকম ○ হরেকরকম ○ হরেকরকম

ফুটিয়ে না কাঁচা কি খাবেন দুধ?

কাঁচা খাওয়া ভাল নাকি ফুটিয়ে খাওয়া? এ নিয়ে বহু বিতর্কিত মন্তব্য রয়ে গিয়েছে। সরাসরি গোয়ালঘর বা খামার থেকে আসা কাঁচা দুধ না ফুটিয়ে খেতে কঠোরভাবেই নিষেধ করছেন বিশেষজ্ঞরা। এতে সংক্রমণের সম্ভাবনা অনেক বেশি। ফলে কাঁচা দুধ অবশ্যই ফুটিয়ে খেতে হবে।বিশেষজ্ঞদের মতে, কাঁচা দুধে অনেকরকম রোগজীবাণু বাসা বাঁধে। সরাসরি খামার থেকে আনা দুধ খেলে সেই জীবাণু শরীরের নানা ক্ষতি করতে পারে। দুধ ফোটালে উচ্চ তাপমাত্রায় সেই সব জীবাণু মরে যায়। এখন আমরা যে প্যাকেটের দুধ কিনি, তা পাস্তুরাইজড। পানীয় জীবাণুমুক্ত এবং সংরক্ষণের পদ্ধতির নাম পাস্তুরাইজেশন। বিশেষ পদ্ধতিতে উচ্চ তাপমাত্রায় পাস্তুরাইজেশন করা হয়। প্যাকেটের দুধও ফুটিয়ে খাওয়াই ভাল, এমনটাও মনে করছেন বিশেষজ্ঞরা। কারণ পাস্তুরাইজেশন পদ্ধতিতে দুধ একশ" শতাংশ ব্যাকটেরিয়া মুক্ত করা সম্ভব হয় না।নিউইয়র্কের কর্নেল বিশ্ববিদ্যালয়ের ফুড সায়েন্স বিভাগের অধ্যাপকদের কথায়, না ফোটানো দুধে ই-কোলাই, সালমোনেল্লার মতো ক্ষতিকর ব্যাকটেরিয়া বাসা বাঁধে। এই ব্যাকটেরিয়া শরীরের রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা অনেক কমিয়ে দেয়।

বিশেষত গর্ভবতী মহিলা, শিশু এবং বয়স্কদের ক্ষেত্রে সব সময় দুধ ফুটিয়ে খেতে বলেন চিকিতকেরা।ভারতের ন্যাশনাল সেন্টার ফর বায়োটেকনোলজির বিশেষজ্ঞেরা "পাবমেড"-এ একটি সমীক্ষার প্রতিবেদন প্রকাশ করেছেন। সেখানে দেখা গিয়েছে কাঁচা দুধ তো বটেই, এমনকি পাস্তুরাইজড দুধেও নানা রকম মাইক্রোব্যাকটেরিয়া জন্মায়। তাদের মধ্যে রয়েছে, সিউডোমোনাস (৬৪-৫৩.৮ শতাংশ), মাইক্রোকক্কাস (৮.২ শতাংশ), এনটারোব্যাকটর (৯.৮ থেকে ২.৬ শতাংশ), ব্যাসিলাস (৬.৬ থেকে ২.৬ শতাংশ), ফ্ল্যাভোব্যাকটর (১.৬ থেকে ১.৩ শতাংশ)।ওইও বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকেরা জানাচ্ছেন, পাস্তুরাইজেশন পদ্ধতিতে দুধ জীবানুমুক্ত করতে গিয়ে উচ্চ তাপমাত্রায় ফোটানো হয়, ফলে দুধের পুষ্টিগুণ নষ্ট হয়। তাই বর্তমানে, এই পদ্ধতিতে দুধ একটি নির্দিষ্ট তাপমাত্রায় ফোটানো হয় এবং ধীরে ধীরে সেটাকে ঠাণ্ডা হতে দেওয়া হয়। তাই গবেষকদের মত, প্যাকেট দুধ দোকান থেকে কিনে এনে কিছু সময় হলেও সেটাকে ফোটান। যদি কোনও জীবাণু থেকেও থাকে, ফোটালে সেই সম্ভাবনা দূর হবে।

নতুন ব্যোমকেশ নতুন রহস্য

সৌগত চক্রবর্তী: আসছে নতুন ব্যোমকেশ কাহিনি 'মগ্নমৈনাক'। এক অর্থে এই ব্যোমকেশ অঞ্জন দত্তরও। পরিচালক অবশ্য সায়ন্তন ঘোষাল। গল্প শুরুই হচ্ছে 'স্বাধীনতা লাভের পর পনেরো বছর অতীত হইয়াছে' এই বাক্যবন্ধ দিয়ে। আসলে এই গল্পের কেন্দ্রবিন্দু ধনী ব্যবসায়ী ও রাজনীতিক সন্তোষ সমাদ্দার। দক্ষিণ কলকাতায় তাঁর বাগানঘেরা দোতলা বাড়ি। দেশের সমসাময়িক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে অত্যন্ত দাপুটে ও ভারিক্কী এই নেতা সন্তোষ সমাদ্দার। এই চরিত্রে অভিনয় করছেন সুমন্ত মুখোপাধ্যায়।সন্তোষ সমাদ্দারের বাড়িতে আছেন দুই ছেলে যুগলচাঁদ ও উদয়চাঁদ। উদয়চাঁদের ভূমিকায় অভিনয় করছেন সুপ্রভাত দাস। এছাড়াও আছেন সন্তোষবাবুর স্ত্রী চামেলি। একসময়ের সন্ত্রাসবাদী বিপ্লবী। কিন্তু এখন খিটখিটে, শুচিবায়ুগ্রস্ত ও সন্দেহভাজন মানুষ। তাঁর দাপটে বাড়িতে মাছ-মাংস ঢোকে না।এছাড়াও বাড়িতে আছেন তিন আশ্রিত মানুষ। চামেলির দূর সম্পর্কের বোনপো ও বোনঝি নেংটি ও চিংড়ী। আর সন্তোষবাবুর সহকারী রবিবর্মা। এই চরিত্রে অভিনয় করছেন অঞ্জন দত্ত।আর একজন আছেন। গল্পে তিনি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে আছেন। তিনি জনপ্রিয় গায়িকা 'সুকুমারী'। প্রতি সপ্তাহে শনিবার সন্ধ্যের পর তাঁর বাসায় যান সন্তোষ সমাদ্দার। আর সোমবার সেই বাসা থেকেই এসে অফিস করেন। এই সুকুমারীর চরিত্রে অভিনয় করছেন গার্গী রায়চৌধুরি। বললেন, 'গল্পে আমার চরিত্রটা ছোট কিন্তু স্ক্রিপ্টটা পড়ে চমকে গিয়েছি। চমৎকার স্ক্রিপ্ট লিখেছেন অঞ্জন দত্ত। এই স্ক্রিপ্ট অনুযায়ী সুকুমারী চরিত্রটা সিনেমায় বেশ গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। আমার কাছে অঞ্জন দত্ত একজন দক্ষ পরিচালকের পাশাপাশি একজন দক্ষ চিত্রনাট্যকারও। আর চমকে গেছি সায়ন্তনকে দেখে।ত্যি বলছি। আশা করা যায় সায়ন্তনের পরিচালনায় ইন্টারেস্টিং ব্যোমকেশ উপহার পাবেন দর্শকরা।'গল্পে ব্যোমকেশের ভূমিকায় নতুন সংযুক্তি পরমব্রত চট্টোপাধ্যায়। জানালেন, 'এর আগেও ব্যোমকেশের চরিত্রে অভিনয় ও পরিচালনার প্রস্তাব এসেছে। কিন্তু তখন মনে হয়েছিল এতগুলো ব্যোমকেশের পর আবার একটা ব্যোমকেশ কেন? আসলে ব্যোমকেশ এখন জাতীয় নায়কের মর্যাদা পাচ্ছে। সুভাষচন্দ্র বসু, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অমর্ত্য সেন আর তারপরেই ব্যোমকেশ বক্সি! তাই ব্যোমকেশের চাহিদাও বাড়ছে। তার প্রমাণ, এখনও পর্যন্ত যে ব্যোমকেশ ছবি, ওয়েব সিরিজ বা টেলি সিরিজ হয়েছে, সবগুলোই বেশ সফল। তাই ব্যোমকেশ চরিত্রে ঢুকে পড়া।'আর অজিতের ভূমিকায় এই ছবিতে আছেন রুদ্রনীল ঘোষ। জানালেন, 'এর আগে অঞ্জন দত্তর 'আদিম রিপু'তে একটা চরিত্রে অভিনয় করেছিলাম আমি। অঞ্জনদার বাকি ব্যোমকেশ ছবি গুলোও দেখেছি আমি। সব ছবিতেই ব্যোমকেশ আর অজিতকে অদ্ভুত সুন্দরভাবে মিলিয়েছেন তিনি। সত্যি বলতে কি, বাকি ব্যোমকেশ কাহিনিগুলোতে অজিতকে সেইভাবে পাচ্ছিলাম না। এবার আমি অজিতের ভূমিকায়। আশা করছি অজিত আর ব্যোমকেশের রসায়ন আবার দর্শককে একটা নতুন স্বাদ এনে দেবে।'গল্পে হঠাৎ মোড় আসবে সন্তোষ সমাদ্দারের বাড়িতে আশ্রয় নেওয়া এক রহস্যময়ী সুন্দরী হেনা মল্লিককে নিয়ে। এই চরিত্রে অভিনয় করছেন আয়ুশী তালুকদার। হঠাৎ-ই বাড়ির ছাদ থেকে পড়ে মারা যায় হেনা। বাড়ির অবস্থা সামাল দিতে নেংটির অনুরোধে অকুস্থলে আগমন ব্যোমকেশ ও অজিতের। তারপর?

ঢেঁড়শ গাছের বিভিন্ন ধরনের রোগবালাই ও তার প্রতিকার সম্পর্কে

ঢেঁড়শ আমাদের দেশে একটি সবজি জাতীয় ফসল ঢেঁড়শ চাষ করে বর্তমানে আমাদের দেশের কৃষকরা অনেক লাভবান হচ্ছেন তবে ঢেঁড়শ চাষ করার ক্ষেত্রে অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয় ঢেঁড়শের ক্ষেতে বিভিন্ন ধরনের রোগ বালাইয়ের আক্রমণ হয়। ঢেঁড়শের কিছুরোগবালাই ও তার প্রতিকার ঃ

ঢেঁড়শ গাছের বিভিন্ন রোগের লক্ষণ ও বর্ণনা

১. উইল্ট রোগ: ক) ফিউসেরিয়াম ও ভক্সিস্পোরাম এফ ভেসিনফেকটাম নামক ছত্রাকের আক্রমণে এই রোগ হয়ে থাকে এই রোগ ঢেঁড়শ গাছের অনেক ক্ষতি করে থাকে। খ) এই রোগে আক্রান্ত গাছ হলদে ও বামনাকৃতির হয়ে যায়। এরপরে পাতাগুটিয়ে গাছ ঢলে পড়ে যায় এবং এরপরে গাছ মরে যায় গ) আক্রান্ত গাছের কাণ্ড অথবা শিকড় লম্বালম্বিভাবে চিরলে এক মধ্যকার রস সঞ্চালন নালীকে কালো মনে হয়। এইরোগের আক্রমণ বেশি হলে গাছের সম্পূর্ণ কাণ্ডই কালো হয়ে যায়।

২. গোড়া এবং কাণ্ড পচা রোগ : ক) ম্যাক্রোফোমিনা ফেসেওলিনা নামক ছত্রাকের আক্রমণের ফলে এই রোগের সৃষ্টি হয়। রোগাক্রান্ত গাছ উপড়ে ফেলার পর শিকড়গুলি বিভিন্ন অবস্থায় দেখা যায় খ) এই রোগে আক্রমণের ফলে মাটির সংলগ্ন গাছের গোড়া নরম হয়ে পচে যায় ।আক্রান্ত শিকড়ে এবং কাণ্ডে কালো কালো বিন্দুর মতো পিকনিডিয়া হয় গ) রোগ বিকাশের অনুকুল অবস্থায় ২-৩ দিনের মধ্যে সম্পূর্ণ গাছ শুকিয়ে যায়।

৩. শিরা স্বচ্ছতা রোগ ঃ ক) একপ্রকার ভাইরাসের আক্রমণের ফলে এই রোগ হয়ে তাকে। এই রোগে আক্রান্ত গাছের পাতার শিরাগুলি স্বচ্ছ হয়ে যায় খ) যদি রোগের প্রকোপ বেশি হয়তাহলে গাছের কচি পাতাগুলি হলুদ বর্ণ ধারণ করে এবং পাতাছোট হয় এবং গাছ খর্বাকৃতি হয়ে যায় গ) ক্ষেতের যে কোন বয়সের গাছের এই রোগ হতে পারে এই রোগের ফলে গাছ ফুল কম হয় এবং ফল ছোট ও শক্ত হয়ে যায়।

৪. পাতায় দাগ ধরা রোগ : ক) অল্টারনেরিয়া হাইবিসেসিনামনামক ছত্রাক পাতায় বিভিন্ন আয়তনের গোলাকার বাদামী ও চক্রকার দাগ সৃস্টি করে। খ) সারকোসপোরাএবেলমোসছি এই ছত্রাক পাতার নিম্নদিকে কালো গুঁড়ার আস্তরণসৃস্টি করে। এই রোগের আক্রমণ বেশি হলেপাতা মুড়িয়ে মাটিতেঢলে পড়ে। গ) ফিল্লোসটিকটা হিবিসছিনি বড় বড় দাগ উৎপন্ন করে।এর মধ্যে বড় বড় স্পোর হয়।

ঢেঁড়শ গাছের বিভিন্ন রোগের প্রতিকার সম্পর্কে

১) উইল্ট রোগ: ক) এই রোগ দমনে তেমন কোন সুনির্দিস্ট পন্থা নেই। খ) রোগপ্রতিরোধী জাতের গাছ লাগিয়ে এই রোগ নিয়ন্ত্রণের চেষ্টাকরা হয়।

২) গোড়া এবং কাণ্ড পচা রোগ ঃ ক) এই রোগ নিয়ন্ত্রণের জন্য মরশুমের শেষে ক্ষেতেরগাছ শিকড় সমেত উঠিয়ে গর্তে পুঁতে অথবা আগুনেপুড়িয়ে নষ্ট করতে হবে খ) জমিতে বীজ বপন করার পূর্বে বীজ ছত্রাকনাশক দ্বারা শোধন করেনিতে হবে। ফেব্রুয়ারি ও মার্চ মাসের মধ্যে বীজ লাগালে রোগ কম হয়।

৩) শিরা স্বচ্ছতা রোগঃক) এই রোগনিয়ন্ত্রণের জন্য মাঝে মাঝে পোকা মারা কীটনাশক ছিটিয়ে দিতে হবে। তাহলে পোকা দমন হবে। খ) রোগপ্রতিরোধী জাতের গাছলাগিয়ে এই রোগ নিয়ন্ত্রণ করা হয়।

৪) পাতায় দাগ ধরা রোগ: ক) এই সকল রোগ দমনের বিশেষ কোন ব্যবস্থা করা হয় না। খ) ম্যানের জায়নের ক্যাপটান, ডায়থেন, রোভরাল ইত্যাদি ছত্রাকনাশক ছিটিয়ে এই রোগ দমন করা যায়।

প্রসেনজিত-জয়া দু"জনেই বলে চেষ্টা করছি, বলে না সব করে ফেলব: অতনু

আপনার মতো নামী পরিচালক বলছেন সিনেমা ছেড়ে দেব?প্রথম কথা, আমি নামী নই। আমার এক বন্ধু বিদেশ থেকে এসে বলেছিল, তুই এ রকম রাস্তায় ঘুরে বেড়াস! তোকে কেউ চিনতে পারে না?আমি বলেছিলাম, "না" সত্যিই আমায় কেউ চেনে না! ভাগ্যিস! একটা কথা বলা হয় আমার সম্পর্কে, আমি "আন্ডাররেটেড" আমি সেটাই থাকতে চাই। আমার রেটিং হয়ে গেলে আমি ভাবতে শুরু করব, আমি তো দারুণ! যা করব তাই দুর্ধর্ষ হবে। কাজের তাগিদ কমে যাবে। সিনেমা আর হবে না তখন! এটাই আমার স্থির বিশ্বাস। বরং প্রতিটি ছবি তৈরির ক্ষেত্রে আমার মনে হয়, হবে তো?করতে পারব তো?এটাই যেন থাকে। আর সারা জীবন আমি সিনেমা করব না। আমি হয়তো লেখায় মন দেব। আমি সাংবাদিকতা পড়াই,সেটা নিয়েও থাকতে পারি। অভিনয় নিয়ে কিছু করব।গ্রাফিক্সে আমার প্রবল আগ্রহ, সে বিষয়েও কাজ করতে পারি। অনেক কিছু করার আছে আমার।আপনি তো দারুণ কাজ করেছেন! প্রসেনজিত চট্টোপাধ্যায়-জয়া আহসান আপনার "রবিবার" ছবির নতুন জুটি নিয়ে উন্মুখ বাংলা ছবির দর্শক !এই প্রথম ওরা একসঙ্গে। জুটিটার মধ্যে একটা ম্যাজিক আছে। আসলে প্রসেনজিত-জয়া দু"জনেই নিজেদের পালটে ফেলার একটা মস্ত বড় ক্ষমতা রাখে! আগে যা করিনি এ বার সেটা করব এই মনটা খুব শক্তিশালী ওদের। দু"জনেই "রবিবার"-এর ওই দুটো চরিত্রে নিজেদের পুরে ফেলেছেন। এখন সিনেমার অভিনয়ে অভিনেতার অভিজ্ঞতার চেয়ে মনটা বেশি গুরুত্বপূর্ণ হচ্ছে। এটা কিন্তু খেয়াল করতে হবে। সারা বিশ্বেই তাই। আমি কত দিন ধরে অভিনয় করছি সেই অভিজ্ঞতার চেয়ে আমি ওই চরিত্রে নিজেকে কতটা বসাচ্ছি সেটাই আসল। সেখান থেকে বেরিয়ে চরিত্র হয়ে ওঠার যে কঠিন কাজ সেটা প্রসেনজিত-জয়া "রবিবার"-এ করে দেখিয়েছে। কাজ করতে করতে অভিনেতাদের হাসি,মজার দৃশ্য, সব এক রকম হয়ে যায়। এই গতানুগতিক অভিনয়ে নিঃসন্দেহে পারফেকশন আছে! কিন্তু সেটা একরকম! এটা তাঁদের অভ্যেস হয়ে গিয়েছে। তাঁরা অসম্ভব আত্মবিশ্বাসী! ভাবছেন, আমি এটা দারুণ পারি। কিন্তু প্রসেনজিত-জয়া তা ভাবেন না। ওঁরা ভাবেন আমরা তো পারি না !এটা প্রসেনজিত চট্টোপাধ্যায়ও ভাবেন?একদম। এটা ওর মস্ত বড় গুণ! ও জানে একটা চরিত্র করার জন্য বড়সড় প্রস্তুতি নিতে হবে। ভাল পরিশ্রম করতে হবে। এক দিন দেখি সেটেই টেনশনে বাইরে গিয়ে সিগারেট খাচ্ছে। আমার সহকারী বলছে, উনি বলছেন,আসছেন, আসছেন! প্রত্যেকটা শটের পর আমার মুখের দিকে তাকায়! ক্যামেরায় দেখে হয়তো বলল, "চল এটা আর এক বার করি। চেষ্টা করি...", কোনও দিন বলে না, আমি করে ফেলব! সব সময় বলবে, চেষ্টা করি! জয়াও তাই।ওই চেষ্টা করি... এই জন্যই মনে হয় এত স্পার্ক দিতে পারবে এই দুই চরিত্র !আর কী আছে "রবিবার"-এ?একটা দিনের গল্প। দুই মানুষের পনেরো বছর পরে দেখা। পনেরো বছর আগে তাদের সম্পর্ক ছিল। কিন্তু এই পরিণত দুই মানুষের যখন এক দিনের জন্য দেখা হয় তখন স্বভাবতই ওইটুকু সময় তাদের প্রেম তৈরি হয়ে যাবে এমনটা আশা করা ঠিক নয়। তা হলে কী হতে পারে?সেটাই বলবে "রবিবার"।মিউজিক একটা বড় জায়গা নিয়ে আছে এই ছবিতে। সেতারও আছে, আবার জ্যাজ। আমার তো মনে হয় দেবজ্যোতি মিশ্র-র ব্যাকগ্রাউন্ড স্কোর ওর জীবনের অন্যতম সেরা কাজ! আর আছে মাঝবয়সীর প্রেম! যা বাংলা ছবিতে দেখান হয় না।ই যে মাঝবয়স, পরিণত মুখের কথা বলছেন। বাংলা ছবিতে কি পরিণত বয়সের আধিক্য?হ্যাঁ। কারণ সব থেকে পরিণত অভিনেতা-অভিনেত্রীরা এখন মাঝবয়সী। যত ক্ষণ না কোনও পরিচালকের তাগিদ আসবে অল্পবয়সী অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নিয়ে কাজ করার তত ক্ষণ এই ধারা ফিরবে ইন্ডাস্ট্রিতে।ইন্ডাস্ট্রিতে কাজ করার জায়গায় আজকের অতনু ঘোষ স্বচ্ছন্দ?না, কোনও স্বাচ্ছন্দ্য নেই। আমি বস্তাপচা বাজারি গল্প নিয়ে কাজ করি না। আর আমাদের তো বদ্ধমূল ধারণা এখনও থেকে গিয়েছে। বক্স অফিস হিট মানে ভাল ছবি। যে ছবি মানুষ দেখল না সেটা বাজে। এই অপরিণত ধ্যানধারণা! আমি কিন্তু মূল ধারার ছবিই করি। আমি অ্যাবস্ট্র্যাক্ট কিছু নিয়ে তো কাজ করছি না। এমন বিষয় বাছছি যা চিরাচরিত হয়েও প্রচলিত নয়। এই নিয়ে চেষ্টা করেছি। সিনেমার ফর্ম নিয়ে তো বিরাট কিছু করিনি। তাই বিকল্প ধারার পরিচালক নই আমি।আপনি এমন পরিচালক যিনি ইন্ডাস্ট্রির সঙ্গে খুব যুক্ত নন...নাহনই। পার্টিতে যাই না তো আমি। তবে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি কেউ ছবি করলে, ভাল লাগলে লিখি সেটা নিয়ে। কেউ ভাবে হয়তো আমি দল পাকাচ্ছি। সেটা নয়। এই বোধ থেকেই তো এগারো বছরে আটটা ছবি হয়েছে। যথেষ্ট মনে হয় আমার। বললাম যে, চিরকাল সিনেমা করব না। আর আমি সেলিব্রিটিও নই। এখন যাঁদের মানুষ চেনেন, মানে মুখ চেনেন তাঁরাই সেলিব্রিটি! তাঁর কাজ ততটাও গুরুত্বপূর্ণ নয়!

গাড়ি চালকের বিয়েতে সপরিবারে হাজির রবিনা ট্যান্ডন, প্রশংসায় ভরিয়ে দিলেন নেটিজেনরা

গাড়ি চালকের বিয়েতে হাজির হলেন রবিনা ট্যান্ডন। স্বামী অনিল থাডানি এবং মেয়ে রাসাকে নিয়ে গাড়ি চালকের বিয়েতে হাজির হন বলিউড অভিনেত্রী। গোলাপি রঙের আনারকলিতে সেজে গাড়ি চালকের বিয়েতে হাজির হন রবিনা। অন্যদিকে অভিনেত্রী-কন্যা সেজেছিলেন হালকা সবুজ রঙের লেহঙায়। গোটা পরিবারের সঙ্গে যখন গাড়ি চালকের বিয়ের অনুষ্ঠানে রবিনা ট্যান্ডন হাজির হন, তখন ঝলসে উঠতে শুরু করে ক্যামেরার ফ্ল্যাশ।দেখুন সেই ছবি...গাড়ি চালকের বিয়ের অনুষ্ঠানে হাজির হওয়ার আগে নিয়ম মেনে শ্যুটিং সেরে ফেলেন রবিনা। শুটিং ফ্লোরে হাজির হওয়ার আগে মেকআপ রুমের সেই ছবি নিজের ইনস্টাগ্রাম হ্যান্ডেলে শেয়ার করেন রবিনা ট্যান্ডন। যেখানে লাল রঙের শাড়িতে হাজির হয়ে সেজেগুজে হাজির হন রবিনা ট্যান্ডন।সম্প্রতি নাচ বলিয়ে-তে বিচারকের আসনে দেখা যায় রবিনাকে। এবারের সিজনে প্রিন্স নরুলা এবং যুবিকা চৌধুরিকে নাচ বলিয়ে-তে জয়ী ঘোষণা করেন রবিনা ট্যান্ডনরা। চলতি বছর সেপ্টেম্বরে দ্বিতীয়বারের জন্য দিদা হন রবিনা ট্যান্ডন। সেপ্টেম্বরে তাঁর দত্তক সন্তান ছায়া জন্ম দেন তাঁর দ্বিতীয় সন্তানের। ওই সময় মঙ্গল কামনার জন্য গোটা পরিবার একসঙ্গে হাজির হয়ে পুজো অর্চনা শুরু করে দেয়।ব্যবসায়ী অনিল থাডানি এবং রবিনা ট্যান্ডনের দুই সন্তান। রাসা এবং রণবীর। তবে ছায়া এবং পূজা নামে তাঁদের দুই দত্তক সন্তানও রয়েছেন। জানা যায়, তুতো বোনের মৃত্যুর পর তাঁর দুই মেয়ে ছায়া এবং পূজাকে নিজের কাছে নিয়ে আসেন রবিনা। পরে সমস্ত নিয়ম মেনে ওই দুজনকে দত্তকও নেন রবিনা ট্যান্ডন।

তাপসীকে ট্রোল করতে চেয়ে নিজেই ট্রোলিংয়ের শিকার ইন্টারনেটে

নিজের দিকে ধেয়ে আসা পর পর দুটো ট্রোল সুন্দর ভাবে সামলালেন বলিউড অভিনেত্রী তাপসী পান্নু।পাল্টা উত্তরে কুপোকাত করে দিলেন দু"জনকে।ট্রোলিংয়ের জবাব দেওয়া তাপসী পান্নুর এক ভিডিয়ো রবিবার থেকে সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাইরাল।রবিবার গোয়ায় একটি অনুষ্ঠানে অতিথি বক্তা ছিলেন তাপসী পান্নু।তিনি আগাগোড়া সেখানে ইংরেজিতেই কথা বলছিলেন।মাঝপথে তাঁর বক্তৃতা থামিয়ে দর্শকদের মধ্য থেকে এক ব্যক্তি তাঁকে বলেন,""আপনি হিন্দি অভিনেত্রী,হিন্দিতে কথা বলুন।""সঙ্গে সঙ্গেই তাপসী পান্নু তার কড়া জবাব দেন।তিনি বলেন,""স্যর,আমি তো পুরোটাই হিন্দিতে বলতে পারব, কিন্তু এখানে উপস্থিত সবাই হিন্দি বুঝতে পারবেন তো?""এর পর তাঁর সংযোজন:সঙ্গে সঙ্গেই তাপসী পান্নু তার কড়া জবাব দেন।তিনি বলেন,""স্যর,আমি তো পুরোটাই হিন্দিতে বলতে পারব,কিন্তু এখানে উপস্থিত সবাই হিন্দি বুঝতে পারবেন তো?""এর পর তাঁর সংযোজন:""আমি দক্ষিণ ভারতের অভিনেত্রীও.তামিল আর তেলগুতেই কথা বলি?"এই জবাবের পর ওই ব্যক্তি আর কোনও কথা বাড়াননি।পরবর্তী বক্তৃতা তাপসী পান্নু ইংরাজিতেই দিয়েছিলেন,তিনি আর কোনও বাধা পাননি।অনুষ্ঠানের এই ভিডিয়ো রবিবার থেকেই ভাইরাল নেট দুনিয়ায়।ট্রুইটারে তাপসী পান্নুর ভক্তেরা এই কড়া জবাবের জন্য তাঁর প্রশংসায় পঞ্চমুখ।কিন্তু এর মাঝেই এক ট্রুইটার ব্যবহারকারী ফের তাপসীকে ট্রোল করার চেষ্টা করেন।তিনি কমেন্টে লেখেন, "তাপসী হিন্দিতে কথা বলছিলেন না, কারণ হিন্দি এলিট ভাষা নয়।"তাঁকেও উপযুক্ত জবাব দিয়েছেন তাপসী পান্নু।তাপসী প্রত্যুত্তরে লেখেন,"এলিটা ভাষা নয়,চিন্তাভাবনা হয়ে থাকে।"অর্থাতকে কতটা অভিজাত তা ভাষা দিয়ে বিচার করা যায় না,তাঁর চিন্তাভাবনা দিয়ে বিচার করা হয়।তাপসীর এই জবাবের পর ট্রুইটারো দিয়ে আরও প্রশংসা উড়ে আসতে শুরু করেছে তাঁর উদ্দেশে।

তিনটি জনপ্রিয় মাসাজ ট্রিটমেন্ট

১. ডিপ টিস্যু মাসাজ- পেশিকে আরাম দেওয়া, প্রেশার পয়েন্ট অনুযায়ী চাপ দিয়ে মালিশ করে ব্যথার উপশম করাই ডিপ টিস্যু মাসাজের প্রধান কাজ।সাধারণত পিঠ, ঘাড়, পায়ের পেশির উপর চাপ দিয়ে এক থেকে দেড়ঘন্টা সময় নিয়ে এই মাসাজ করা হয়।লোয়ার ব্যাক পেন,জয়েন্ট পেন, শোওয়ার ভঙ্গিতে সমস্যা, স্পন্ডিলাইটিসের রোগীদের ক্ষেত্রে এই মাসাজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ।।২. হট স্টোন মাসাজ- তপ্ত, মসৃণ, গোলাকার পাথর ৫০-৫২ ডিগ্রি সেলসিয়াস তাপমাত্রায় গরম করে তারপর ঠাণ্ডা জলে ডুবিয়ে পিঠের পেশিতে রাখা হয়।।এগুলো ব্যাসল্ট বা মার্বেলের পাথর হয়।।পিঠের এবং হাতের বিভিন্ন প্রেশার পয়েন্টে রাখা হয় বলে পেশিগুলো রিল্যাক্সড হয় আর মাসলস্টিফনেসের সমস্যা দূরীভূত হয়।।এই ট্রিটমেন্টের সময় মোটামুটি ৭৫ মিনিট।। ৩. বালিনিজ মাসাজ- ফ্যাটিগ দূর করে শরীরকে নতুন এনার্জি দিতে, মাথা ব্যথা, স্ট্রেস, মাইগ্রেনের সমস্যা, অবসাদ কমাতে সারা বিশ্বে জনপ্রিয় এই স্পা থেরাপি।

ফুটবলের জনকের ভূমিকায় দেব, শুরু প্রস্তুতি

সম্প্রতি "টনিক"-এর শুটিং শেষ করেছেন তিনি। কিন্তু ফিরেও এক মূহুর্ত দম ফেলবার ফুরসত নেই তাঁর। একদিকে চলছে সংসদীয় কাজ অন্যদিকে জোরকদমে শুরু করে দিয়েছেন পরের ছবির প্রস্তুতি। কথা হচ্ছে সুপারস্টার-সাংসদ দেবকে নিয়ে। অভিজিত সেনের ছবির শুটিং শেষ বটে, সামনেই রয়েছে "সাঁঝবাতি"র মুক্তি।

এরমধ্যেই শুরু বড় প্রজেক্টের কাজ।রতীয় ফুটবলের জনক নগেন্দ্রপ্রসাদ সর্বাধিকারীর ভূমিকাতেই বড় পর্দায় আসছে দেব। ধ্রুব বন্দ্যোপাধ্যায়ের পরিচালনায় এই ছবির তৈয়ারি শুরু করে দিয়েছেন তিনি। টুইটারে ফুটবলের ছবি শেয়ার করে দেব লিখলেন, "পরের ছবির জন্য প্রস্তুতি। ট্রেনিং শুরু।""আমাজন অভিযান"-এর পর এই ছবির মাধ্যমেই ভেঙ্কটেশের সঙ্গে জুটি বাঁধছেন দেব। যাত্রা হবে ইতিহাসের পথ ধরে চিত্রনাট্যের গহ্বরে, একথা আগেই প্রকাশ্যে এসেছে। কিন্তু এই ছবি নগেন্দ্রপ্রসাদের বায়োপিক নয়। জানুয়ারির প্রথম সপ্তাহ থেকে শুরু হতে চলেছে শুটিং। ব্যস্ততা যে তুঙ্গে, তা বলাই বাহুল্য।বের সিনেমার কেরিয়ারে স্পোর্টস ছবি রয়েছে। এর আগে "লে ছক্কা" ও "চ্যাম্প" যথাক্রমে ক্রিকেট ও বক্সিংকে বড় পর্দায় নিয়ে এসেছে। এবার ফুটবলের পালা। তবে এখনও চূড়ান্ত হয়নি দেবের ছবির নাম। আবার মনে করা হচ্ছে, দেবের সঙ্গে এসফিএফের বরফ গলল ধ্রুব বন্দ্যোপাধ্যায়ের সৌজন্যেই। শুটিং হবে কলকাতা ও শহরতলীতে। সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন বিক্রম ঘোষ। যদিও এই পিরিয়ড ছবির নাম এখনও চূড়ান্ত করা হয়নি। তার জন্য অপেক্ষা আর কিছুকালের।

সোমবার আগরতলায় এসএফআই-ডিওয়াইএফ-টিএসইউ-টিওয়াইএফ এর উদ্যোগে মিছিল আয়োজিত হয়। ছবি- নিজস্ব।

হাফলং-শিলচর ৫৪ নম্বর জাতীয় সড়ক সংস্কারের দাবিতে প্রতিবাদে নামল ক্রুইজার চালক সংস্থা

হাফলং (অসম) ২ ডিসেম্বর (হি স) হাফলং-শিলচর ৫৪ নম্বর জাতীয় সড়ক সংস্কারের দাবিতে সোমবার প্রতিবাদে নামল ক্রুইজার চালক সংস্থা। দীর্ঘ দিন থেকে হাফলং-শিলচর ৫৪ নম্বর জাতীয় সড়কটি সংস্কারহীন অবস্থায় পড়ে আছে কিন্তু জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ (নাহাই) সড়কটি সংস্কারে গুরুত্ব দিচ্ছে না বলে অভিযোগ। বিশেষ করে হাফলং-শিলচর ৫৪ নম্বর জাতীয় সড়কের জাটিঙ্গা থেকে হারাঙ্গাজাও পর্যন্ত ২৫ কিলোমিটার অংশের অবস্থা শোচনীয় হয়ে পড়েছে। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ রাস্তার ওই সংস্কারের দায়িত্ব তোলে দেয় শিলচরের লক্ষ্মী মোটরস নামের একটি ঠিকাদারি সংস্থাকে। কিন্তু তারপর ও ওই ঠিকাদারি সংস্থা সড়ক সংস্কারে তেমন গুরুত্ব দেয় নি বলে অভিযোগ উঠতে শুরু করেছে। বর্ষায় সড়ক পথটি সচল রাখার জন্য লক্ষ্মী মোটরস নামের সংস্থাকে কাজের দায়িত্ব দেওয়া হলে ও কাজ একদম এগোয়নি।

শিলচর-সৌরাষ্ট্র ইষ্ট-ওয়েষ্ট করিডর এই দিক দিয়েই নির্মাণ করা হচ্ছে। কিন্তু বালাছড়া থেকে জাটিঙ্গা পর্যন্ত ইষ্ট-ওয়েষ্ট করিডর নির্মান এখন পর্যন্ত ৯০ শতাংশ সম্পূর্ণ হয়নি। জাটিঙ্গা থেকে হারাঙ্গাজাও পর্যন্ত ২৫ কিলোমিটার অংশে চারলেন রাস্তা নির্মাণের জন্য প্রথমে জেকেএম নামে এক নির্মান সংস্থাকে ২০১০ সালে কাজের দায়িত্ব জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ তোলে দিলে ও ওই নির্মাণ সংস্থা ৫ শতাংশ কাজ সম্পূর্ণ করতে পারেনি ভূতাত্ত্বিক সমস্যার জন্য অবশেষে বাধ্য হয়ে ২০১৬ সালে জেকেএম নির্মান সংস্থাকে জাতীয় সড়ক কালো তালিকাভুক্ত করার পর গত তিন বছরের বেশী সময় ধরে জাটিঙ্গা হারাঙ্গাজাও অংশে চারলেন রাস্তা নির্মানের কাজ বন্ধ রয়েছে।

তবে জাতীয় সড়কটি সচল রাখতে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ লক্ষ্মী মোটরস নামের নির্মাণ সংস্থাকে কাজের দায়িত্ব দেওয়ার পর ওই নির্মাণ সংস্থা রাস্তাটি সচল রাখতে সম্পূর্ণ ভাবে ব্যর্থ হয়েছে। ইতিমধ্যে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ জাটিঙ্গা থেকে হারাঙ্গাজাও পর্যন্ত অংশে ৫৪ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে এবং ১ ডিসেম্বর থেকে সড়ক সংস্কারের কাজ শুরু করা হবে বলে জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের গুয়াহাটির আঞ্চলিক কার্যালয়ের সিজিএম অলোক কুমার সংবাদ মাধ্যমকে জানালে ও এখন পর্যন্ত রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু হয়নি।

সোমবার এরই প্রতিবাদে হাফলং-শিলচরের মধ্যে চলাচলকারী ক্রইজার চালক সংস্থা হাফলং-শিলচর জাতীয় সড়কে যানবাহন চলাচল বন্ধ রাখে তবে ক্রইজার চালক সংস্থা সড়ক অবরোধ করেনি। সড়ক সংস্কারের প্রতিবাদে নিজেরাই গাড়ী চলাচল বন্ধ রাখে। এবং মিয়াংক্রোতে থাকা লক্ষ্মী মোটরসের ক্যাম্পে গিয়ে কবে নাগাদ রাস্তা সংস্কারের কাজ শুরু হবে উ এনিয়ে জানতে চাইলে লক্ষ্মী মোটরস কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে আগামী দুই একদিনের মধ্যেই জাটিঙ্গা থেকে হারাঙ্গাজাও পর্যন্ত ২৫ কিলোমিটার অংশ সংস্কার কাজ শুরু হবে। বর্তমানে শোচনীয় অবস্থায় পড়ে থাকা এই সড়ক পথ দিয়ে বিপদের ঝুঁকি নিয়ে যাত্রী নিয়ে চলাচল করছে ক্রুইজার সুমোর মত গাড়ী।

মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের রোগীদের খাবার বিক্রি করার অভিযোগে সাসপেন্ড এক কর্মী

কলকাতা,২ ডিসেম্বর (হি.স.): টাকা দিলেই মিলছে খাবার উ এবার রোগীদের কাছে খাবার বিক্রি করার অভিযোগ উঠলো মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের কিচেন কর্মীদের একাংশের বিরুদ্ধে উ অবশেষে রোগীর খাবার চুরি করে বিক্রির ঘটনায় নড়ে চরে বসলো মেডিক্যাল কলেজ কর্তৃপক্ষ উ সাসপেন্ড করা হয়েছে এক অভিযুক্ত কর্মীকে উ এই ঘটনার তদন্তের জন্য সোমবার পাঁচ সদস্যের তদন্ত কমিটিও গঠন করা হয়েছে।

বেশ কয়েকদিন ধরেই রোগীকে দেওয়া খাবারের পরিমাণ বেশ কম উ ওয়ার্ডের বাইরে হাসপাতাল চত্বরে অন্য আরেকটি দৃশ্যে সন্দেহ বাড়তে থাকে রোগীর আত্মীয়দের উ দেখা যায়, প্যাকেটবন্দি খাবার হাতে রোগীর আত্মীয়দের কাছে তা বিক্রি করার চেষ্টা করছেন কিছু লোক উ সেই ঘটনার ভিডিও করে অভিযোগ করেন রোগীর আত্মীয়রা উ রোগীর পরিবার ও আত্মীয়দের অভিযোগের উপর ভিত্তি করে সোমবার পাঁচ সদস্যের একটি তদন্ত কমিটি গঠন করা হয় উ এই কমিটির সদস্যরা হলেন রিজিওনাল ইনস্টিটিউট অফ অপথ্যালমোলজির ডিরেক্টর অসীম কুমার ঘোষ, নার্সিং সুপার, ডেপুটি সুপার, কিচেন আধিকারিক ও এক হাসপাতাল আধিকারিক উ এই কমিটি প্রাথমিক তদন্তে ভিডিওর সত্যতা স্বীকার করেছে। ভিডিওতে যে কর্মীকে খাবার বিক্রি করতে দেখা গেছে তাকে সাসপেন্ডও করা হয়েছে।

এই বিষয়ে কলকাতা মেডিক্যাল কলেজ ও হাসপাতালের সুপার ইন্দ্রনীল বিশ্বাস বলেন, 'আমরা তদন্ত কমিটি তৈরি করেছি উ ভিডিওর সত্যতা যাচাই করা দেখা গেছে সেটা ঠিক উ প্রাথমিক তদন্তে চুরি করার প্রমাণ পাওয়া যায় উ যে কর্মীকে দেখা যাচ্ছে তাকে ইতিমধ্যে সাসপেন্ডও করা হয়েছেউ এই ঘটনার সঙ্গে আর কে কে যুক্ত তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে উ সবার বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

রোগীর আত্মীয়দের অভিযোগ ,বেশ কয়েকদিন ধরেই রোগীকে দেওয়া খাবারের পরিমাণ বেশ কম উ ওয়ার্ডের বাইরে হাসপাতাল চত্বরে অন্য আরেকটি দৃশ্যে সন্দেহ বাড়তে থাকে উ দেখা যায়, প্যাকেটবন্দি খাবার হাতে রোগীর আত্মীয়দের কাছে তা বিক্রি করার চেষ্টা করছেন কিছু লোক উ দামও বাইরের তুলনায় কম। অর্থাৎ মাত্র ২০ বা ১০ টাকায় ভাত, ডাল, তরকারি, ডিম বা মাংস কখনও ৫০ টাকায় সারাদিনের খাবার দেওয়ার প্রস্তাবও দেওয়া হচ্ছে।

ক্লাব দখলকে ঘিরে কসবায় চলল গুলি, এলাকায় উত্তেজনা

কলকাতা, ২ ডিসেম্বর (হি.স.) : রবিবার রাতে ক্লাব দখলকে ঘিরে তুলকালাম কসবা এলাকাতে। এই ঘটনার জেরে গুলির ছোঁড়ায় একজন গুরুতরভাবে জখম হয়েছেন। ঘটনা ঘটছে দক্ষিণ কলকাতার কসবা এলাকাতে। জখম ব্যক্তিকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

অভিযোগ, রবিবার সকালে একদল লোক গিয়ে ঝামেলা করে কসবার জিএস বসু রোডের ক্লাবে। ক্লাবের কয়েকজন সদস্যকে শাসিয়ে তখনকার মতো এলাকা ছাড়ে তাঁরা। এরপরেই এই হুমকি ও শাসানোর কথা জানিয়ে সকালেই কসবা থানায় অভিযোগ দায়ের করেন স্থানীয় কয়েকজন বাসিন্দা। এই ঘটনার জের চলে রাতেও। ফের একবার রাতে চড়াও হয় দুষ্কৃতীরা। ফের গোলমাল বাঁধে ক্লাবের সঙ্গে। অভিযোগ, সে সময় গুলি চালায় দুষ্কৃতীরা। তাঁদের ছোঁড়া গুলিতে জখম হন এক ব্যক্তি। এরপরে স্থানীয়রা ক্ষেপে গিয়ে বেরিয়ে এলে চম্পট দেয় দুষ্কৃতীরা। যাওয়ার আগে যথেচ্ছ বোমাবাজিও করে তাঁরা। এরপর ঘটনাস্থানে আসে পুলিশ ও গোয়েন্দা পুলিশের গুন্ডা দমন শাখার অফিসাররা। কিন্তু পুলিশের সামনেই ক্ষোভে ফেটে পড়েন স্থানীয়রা। তাঁদের বক্তব্য, সকালে অভিযোগ পাওয়ার পরই যদি পুলিশ সক্রিয় হত তবে রাতে হয়তো শুটআউটের ঘটনা ঘটত না। এই মুহূর্তে এলাকায় পুলিশি পাহারা শুরু হয়েছে। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে।

যোগ্য জবাব পাকিস্তানকে! ছয়টি বাঙ্কার গুঁড়িয়ে দিল ভারত

পুঞ্চ, ২ ডিসেম্বর (হি.স.) : ছয়টি সেনা বাঙ্কার গুঁড়িয়ে দিয়ে পাকিস্তানকে যোগ্য জবাব দিল ভারত। নিহত দুই পাকিস্তানি সেনা জওয়ান। আহত বহু।

ঘটনার সূত্রপাত রবিবার। সেদিন পুঞ্চের কিরনি, শাহপুর, গুনতরিয়া সেক্টরে ভারতীয় সেনা ছাউনি এবং স্থানীয় গ্রামগুলিকে লক্ষ্য করে গোলাবর্ষণ করতে থাকে পাকিস্তান। মর্টার দিয়ে শেলিং করার পাশাপাশি মাঝারি ও ছোট স্বয়ংক্রিয় আগ্নেয়াস্ত্র দিয়ে গোলাবর্ষণ করতে থাকে পাকিস্তানি সেনা। পাল্টা যোগ্য জবাব দেয় ভারত। ওদিন সারাদিন ধরে চলে বারে বারে গোলাবর্ষণ করে পাকিস্তান। রবিবার গভীর রাতে শাহপুর সেক্টরে ছয়টি সেনা বাঙ্কার গুঁড়িয়ে দিয়ে যোগ্য জবাব দেয় ভারত। হামলায় দুই পাক জওয়ানের মৃত্যু হয়েছে। অন্যদিকে সীমান্তবর্তী লাগোয়া ভারতীয় গ্রামগুলিতে পাকিস্তানি গোলায় প্রায় ১২টি বাড়ি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। আহত হয়েছেন একাধিক গ্রামবাসী। আহতদের উদ্ধার করে রাজা সুখদেও সিং জেলা হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। উল্লেখ করা যেতে পারে গত তিনদিন ধরে পুঞ্চ সেক্টরে গোলাবর্ষণ করে চলেছে পাকিস্তান।

লরির ধাক্কায় মৃত যুবক , লাউদোহায় জনরোষে পুড়ল ৮ বালি বোঝাই লরি

দুর্গাপুর, ২ ডিসেম্বর(হি.স.): ফের বালি বোঝাই লরি চাকায় ট্রাক পিষ্ট যুবক। রবিবার রাতে ঘটনাকে কেন্দ্র করে অগ্নিগর্ভ চেহারা নিল পশ্চিম বর্ধমানের লাউদোহার গৌরবাজার এলাকায়। উত্তেজিত জনতার রোষে পুড়ল ৮ বালি বোঝাই লরি, ডাম্পার। রাত্রে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রনে আসলেও পরদিন পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ। ঘটনাকে ঘিরে দফায় দফায় উত্তেজনা ছড়াল এলাকায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে নামল র‍্যাপ, কমব্যট ফোর্স।

পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, মৃতের নাম বিশ্বজিৎ স্বর্ণকার(২১), লাউদোহার গৌরবাজারের বাসিন্দা। পেশায় স্বর্ণ কারিগর। পার্শবর্তী বনগ্রাম এলাকায় একটি জুয়েলারি দোকানে কাজ করে। জানা গেছে, অন্যান্যদিনের মতো রবিবার রাত্রে বনগ্রামে দোকান বন্ধ করে মালিকের বাইকে চেপে বাড়ী ফিরছিল। ওইসময় মাধাইপুর জলট্যাঙ্কির কাছে একটি বালিবোঝাই লরি তাদের ধাক্কা মারে। বাইক চালক প্রানে বেঁচে গেলেও, পিছনে থাকা ওই যুবককে পিষ্ট হয়ে যায়। ঘটনার খবর চাউর হতেই উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে গোটা এলাকায়। বিশ্বজিতের গ্রাম গৌরবাজার এলাকায় উত্তেজিত জনতা পরপর বালি বোঝাই লরি, ডাম্পারে ভাঙ্গচুর চালায়। এবং গাড়ীগুলিতে আগুন ধরিয়ে দেয়।

মুহূর্তেই গোটা এলাকায় অগ্নিগর্ভ হয়ে ওঠে। রাস্তার ওপর দাউ দাউ করে জ্বলতে থাকে লরি, ডাম্পার। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় পুলিশ ও দমকল বাহিনী। ঘন্টা তিনেক পর পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলেও, পরদিন অর্থাৎ সোমবার সকাল থেকে আবার উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে। পুলিশকে ঘিরে বিক্ষোভ শুরু করে গ্রামবাসীরা। তাদের অভিযোগ,' অজয় নদীর মাধাইপুর গোলাঘাট, শ্রীরামপুর গাট, গৌরবাজার লেবারঘাট এলাকায় অবাধে চলছে বালি উত্তোলন। দিনরাত অবৈধ বালিবোঝাই লরি ডাম্পারের বেপরওয়া আনাগোনা। এককথায় বেপরওয়া লরির জ্বালায় অতিষ্ঠ। পুলিশ প্রশাসনকে জানিয়েও কোন সুরাহা হয়নি। এপর্যন্ত এরকমভাবে তিনটি দুর্ঘটনা ঘটেছে। তাই এর থেকে পরিত্রাম চাইছি। অবৈধ বালির লরি যাতায়াত বন্ধ করতে হবে।' বিজেপির পশ্চিম বর্ধমান জেলা সভাপতি লক্ষন ঘড়ুই জানান,' শাসকদলের মদতে বালি মাফিয়াদের বাড়বাড়ন্ত। আসানসোল থেকে বর্ধমান, বাঁকুড়া, বীরভুম সর্বত্রই বালির চোরাচালান রমরমিয়ে চলছে। পুলিশ- প্রশাসন নিরব দর্শক। তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছি।' তৃণমূলের পশ্চিম বর্ধমান জেলা সভাপতি তথা পান্ডবেশ্বর বিধায়ক জিতেন্দ্র তেওয়ারী অভিযোগ অস্বীকার করে জানান,' ঘটনাটি দুঃখজনক। দোষীদের শাস্তি হোক। পুলিশ-প্রশাসনকে বলব অবৈধ বালি পাচার বন্ধ করা হোক।' দুর্গাপুর মহকুমা ভুমি রাজস্ব আধিকারিক বিদ্যুৎ মজুমদার জানান,' গৌরবাজার এলাকায় এই জেলার কোন বৈধঘাট নেই।

ইসলামপুরে নির্মীয়মাণ মন্দিরের দেওয়াল ভেঙে মৃত দুই

ইসলামপুর, ২ ডিসেম্বর (হি.স): নির্মাণ কাজ করতে গিয়ে মন্দিরের দেওয়াল ভেঙে চাপা পড়ে মৃত্যু হল দুই শ্রমিকের। আহত এক শ্রমিক। মর্মান্তিক দুর্ঘটনাটি ঘটেছে উত্তর দিনাজপুর জেলার ইসলামপুর থানার ইসলামপুর হাসপাতাল লাগোয়া সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দির চত্বরে। আহত শ্রমিককে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।

এই ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে ইসলামপুর শহরে। ঘটনাস্থলে ইসলামপুর থানার পুলিশ ও ইসলামপুর দমকল বাহিনী পৌঁছে উদ্ধার কাজে হাত লাগায়। দেওয়াল চাপা পড়া দুই শ্রমিকের মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ইসলামপুর হাসপাতালের পুলিশ মর্গে পাঠানো হয়। স্থানীয় বাসিন্দারা জানান, দিন কয়েক ধরে ইসলামপুর হাসপাতাল লাগোয়া ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দির চত্বরে থাকা মন্দিরের রান্নাঘরের সংস্কার ও নির্মাণ কাজ চলছিল। এদিনও মন্দিরের সেই রান্নাঘরে সংস্কার কাজ চলাকালীন আচমকাই রান্নাঘরের একটি দেওয়াল ধসে পড়ে। কংক্রিটের দেওয়ালের চাপা পড়ে যান কর্মরত তিনজন শ্রমিক।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে ইসলামপুর থানার পুলিশ ও ইসলামপুর দমকল বাহিনী। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় শুকলাল হালদার এবং নীরেন বর্মন নামে দুই শ্রমিকের। গুরুতর জখম আরও এক শ্রমিককে আশঙ্কাজনক অবস্থায় ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। মুহূর্তের মধ্যে মন্দির চত্বরে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ে। জাতীয় সড়কের ধারে হাইড্রেন ঘেষা মন্দিরের সংস্কার কাজ নিয়ে নানান প্রশ্ন দেখা দিয়েছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে ইসলামপুর থানার পুলিশ। আপাতত এই সিদ্ধেশ্বরী কালীমন্দিরটিতে দর্শনার্থীদের প্রবেশ বন্ধ রাখা হয়েছে।

গোয়ালপোখরে উদ্ধার অর্দনগ্ন মহিলার ক্ষতবিক্ষত দেহ

গোয়ালপোখর, ২ ডিসেম্বর (হি.স): সোমবার সকালে অজ্ঞাতপরিচয় এক মহিলার অর্ধনগ্ন, ক্ষতবিক্ষত রক্তাক্ত দেহ উদ্ধারকে কেন্দ্র করে চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে গোয়ালপোখরে। উত্তর দিনাজপুর জেলার গোয়ালপোখর থানার পাঞ্জিপাড়ার ইকরচালা কালীবাড়ি এলাকায় ৩১ নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে উদ্ধার হয় এক মহিলার অর্দনগ্ন দেহ। দেহটি উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালের পুলিশ মর্গে পাঠিয়েছে পাঞ্জিপাড়া পুলিশ ফাঁড়ির পুলিশ। অজ্ঞাত পরিচয় ওই মহিলার ক্ষতবিক্ষত মৃতদেহ উদ্ধারকে ঘিরে ব্যাপক এলাকায় চাঞ্চল্য ছড়ায়।

সোমবার সকালে জাতীয় সড়কের ধারে মহিলার অর্ধনগ্ন ক্ষতবিক্ষত দেহটি প্রথম চোখে পড়ে স্থানীয় বাসিন্দাদের। দেহ উদ্ধারকে ঘিরে মুহূর্তের মধ্যে চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। এলাকাবাসীরা জানিয়েছে, নিহত মহিলা স্থানীয় কেউ নয়। তাঁর নাম পরিচয় সম্পর্কে কেউ কিছুই বলতে পারেনি।

খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে আসে পাঞ্জিপাড়া পুলিশ ফাঁড়ির পুলিশ। পুলিশ এসে মৃতদেহ উদ্ধার করে। এরপর সেটিকে ময়নাতদন্তের জন্য ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালের পুলিশ মর্গে পাঠানো হয়।

স্থানীয় বাসিন্দাদের অনুমান, ওই মহিলাকে ধর্ষণ করে খুন করে জাতীয় সড়কের ধারে ফেলে দিয়ে গিয়েছে দুস্কৃতিরা। পুলিশ ওই মহিলার পরিচয় জানার চেষ্টা করছে। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে গোয়ালপোখর থানার পুলিশ।

গত ৪৮ ঘণ্টায় এটিএম জালিয়াতির ২৫টি অভিযোগ

কলকাতা, ২ ডিসেম্বর (হি.স): ফের কলকাতায় এটিএম জালিয়াতির অভিযোগ। গত ৪৮ ঘণ্টায় একাধিক এটিএম জালিয়াতির অভিযোগ, একাধিক ব্যক্তির অ্যাকাউন্ট থেকে গায়েব হয়েছে টাকা। তদন্তে নেমেছে কলকাতা পুলিশ। যাদবপুর এবং কড়েয়া থানা এলাকাতেই এই ঘটনা ঘটেছে বলে পুলিশ সূত্রে খবর।

গত ৪৮ ঘণ্টায় একের পর এক অভিযোগ আসতে শুরু করেছে যাদবপুর থানায়। রবিবার মোট ১৪টি এটিএম জালিয়াতির অভিযোগ জমা পড়ে। সোমবার অন্তত ১১ জন থানায় এসেছেন অভিযোগ জানাতে। যাদবপুর থানায় অভিযোগ করে বলা হয়েছে, মোবাইলে ঢুকছে টাকা তোলার এসএমএস। ব্যাঙ্ক থেকে গায়েব হচ্ছে টাকা। বিভিন্ন রাষ্ট্রায়ত্ত এবং বেসরকারি ব্যাঙ্কের গ্রাহকরা অভিযোগ করেছেন, ডেবিট কার্ডের মাধ্যমে তাঁদের টাকা তুলে নেওয়া হচ্ছে। অথচ গতবারের মতো এবার কেউ ফোন করে ওটিপি নম্বর দেয়নি বা পাসওয়ার্ড জানতে চায়নি।

পুলিশ সূত্রে জানা যায়, একটি নির্দিষ্ট এলাকার বিভিন্ন গ্রাহকের অ্যাকাউন্ট থেকে টাকা গায়েব হয়ে যায়। প্রত্যেক গ্রাহকের কাছেই আসে টাকা তোলার এসএমএস। প্রত্যেক অ্যাকাউন্ট থেকে গায়েব ১০ থেকে ৩০ হাজার টাকা। জানা যায়, দিল্লির বিভিন্ন এটিএম থেকে টাকা তোলা হয়। প্রতারিত এক গ্রাহক বলেন, রবিবার তার মোবাইলে দুটি এসএমএস আসে। সেখানে লেখা হয় দিল্লি একটি এটিএম থেকে দুবার ১০ হাজার টাকা করে তুলে নেওয়া হয়েছে। ওই এসএমএস পাওয়ার পরই ব্যাঙ্কের হেল্পলাইনে ফোন করেন তিনি। তাঁকে বলা হয় অ্যাকাউন্ট বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি নিকটবর্তি থানায় গিয়ে একটি এফআইআর করতে পরামর্শ দেওয়া হয়।

গতমাসেই রাজ্যে ব্যাঙ্ক জালিয়াত চক্র ধরতে তদন্ত শুরু করে লালবাজার। ইতিমধ্যেই জেলার সাইবার সেলকেও সতর্ক করা হয়েছে। প্রাথমিক ভাবে গোয়েন্দাদের দাবি, অপরাধীরা এখন অনেক আধুনিক। গ্রাহকদের লুঠতে ব্যবহার করা হচ্ছে মহিলাদের। ছোট ছোট চক্র ভাগ হয়েই কলকাতা সহ রাজ্যে চক্র চালাচ্ছে ব্যাঙ্ক জালিয়াতরা। ইতিমধ্যেই এই ঘটনায় আন্তঃরাজ্য যোগের তথ্য হাতে পেয়েছেন গোয়েন্দারা।

লালবাজারের পুলিশ কর্তাদের দাবি, আধুনিক প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়েই টোপ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে লিঙ্ক। পাঠানো হচ্ছে প্রলোভন দেওয়া এসএমএস। ফোনে দেওয়া হচ্ছে এটিএম বন্ধ করার হুমকি। ক্লোন করা হচ্ছে মোবাইল সিম। নেটওয়ার্ক ব্লক করেও তথ্য হাতানো হচ্ছে। তদন্তে নেমে বেশ কিছু নম্বর হাতে পেয়েছেন লালবাজারের গোয়েন্দারা। গোয়েন্দাদের দাবি, বেশির ভাগ নম্বরই হ্যাক করা হয়েছে। ডিজিট্যাল যুগে অপরাধীরা আরও বেশি আধুনিক বলেই দাবি পুলিশকর্তাদের। মূলত শপিং মল, ই-টিকিট, অনলাইনে কেনাকাটার জেরে গ্রাহকদের তথ্য বেরিয়ে যাচ্ছে বলেই দাবি সাইবার ক্রাইম বিশেষজ্ঞদের। ব্যাঙ্ক জালিয়াতি প্রতারণাচক্রের তদন্তে নেমে গোয়েন্দাদের দাবি, গ্রাহকদের লুঠতে কলকাতাসহ জেলায় ব্যবহার করা হচ্ছে মহিলাদের।

গত বছরও কলকাতায় এটিএম জালিয়াতির একাধিক ঘটনা ঘটেছিল। তদন্তে করে দেখা যায় বিভিন্ন এটিএমে স্কিমার মেশিন বসিয়ে জালিয়াতি করা হয়েছে। যাদবপুরে জালিয়াতির তদন্তে নেমে এলাকার প্রায় সব এটিএম পরীক্ষা করে দেখা হয়েছে। খুঁটিয়ে দেখা হয়েছে ওইসব এটিএমে কোনও ডিভিইস বসানো হয়েছে কিনা।

পাশাপাশি জানা যাচ্ছে, যাদবপুরের ওইসব প্রতারিত গ্রাহকরা কারও সঙ্গে এটিএম পিন বা অন্য কোনও তথ্য আদানপ্রদান করেননি। তার পরেও গায়েব হয়ে যাচ্ছে হাজার হাজার টাকা।

তদন্তে নেমে পুলিশ এখনও অন্ধকারে। এখনে বোঝা যাচ্ছে না এটিএম সংক্রান্ত তথ্য আদানপ্রদান না করা সত্বেও কীভাবে টাকা চলে যাচ্ছে। দিল্লি থেকেই কীভাবে তুলে নেওয়া হচ্ছে বিপুল টাকা। সোমবারও অন্তত ১১ জন গ্রাহক যাদবপুর থানায় অভিযোগ জানিয়ে গিয়েছেন। এনিয়ে তদন্ত শুরু করেছে লালবাজারের ব্যাঙ্ক ফ্রড সেকশন ও সাইবার ফ্রড সেকশন। তদন্তের জন্য একটি টিমও তৈরি করা হয়েছে। সাহায্য নেওয়া হচ্ছে ফরেন্সিক টিমের। তবে এনিয়ে আতঙ্ক সৃষ্টি হয়েছে এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে।

পার্শশিক্ষক আন্দোলন নিয়ে অধিবেশনে হইচই

কলকাতা, ২ ডিসেম্বর (হি. স). : পার্শশিক্ষক আন্দোলন নিয়ে বিধানসভায় ভাষণে অনুমতি দেওয়া প্রসঙ্গে সোমবার পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা অধিবেশনে হইচই হয়।

এদিন অধ্যক্ষ বিমান বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, পার্শশিক্ষক আন্দোলন নিয়েকংগ্রেসের আব্দুল মান্নান, সিপিএমের সুজন চক্রবর্তী প্রমুখ দৃষ্টি আকর্ষণী প্রস্তাব আনতে চান। বিষয়টি নিয়ে পরে আলোচনা হবে। বিরোধী কিছু সদস্য প্রতিবাদ করে বলেন, বিষয়টিকে সরকারপক্ষ গুরুত্ব দিচ্ছে না।

এর পর উল্লেখপর্ব শুরু হলে সিপিএমের জাহানারা খান বলেন, "এই পার্শশিক্ষকরা দক্ষতার সঙ্গে পড়ানো ও সংশ্লিষ্ট নানা কাজ করছেন। কিন্তু তাঁদের ব্যাপারে সরকার মানবিক মুখ দেখাতে পারছে না।" এর পরেই তাঁর মাইকের সংযোগ ছিন্ন করে দেন বিধানসভার অধ্যক্ষ। বাম পরিষদীয় নেতা সুজন চক্রবর্তী অধ্যক্ষের আচরণের প্রতিবাদ করেন। জবাবে অধ্যক্ষ বলেন, "উল্লেখপর্বে ভাষণ দেওয়ার কোনও অবকাশ নেই। যতটুকুয়বলা যায়, ততটুকু বলবেন।"এ নিয়ে বিমান-সুজনের মৃদু তর্ক হয়।

এর পর সিপিএমের সুজিত চক্রবর্তী অধিবেশনে উল্লেখপর্বে বলেন, গত ১৪ নভেম্বর থেকে পার্শশিক্ষকরা আন্দোলন করছেন। প্রকৃত সমস্যা সমাধানের চেষ্টায় না গিয়ে শিক্ষামন্ত্রী এই সমস্যার জন্য বারবার বামফ্রন্টকে দায়ী করছেন। ছয়ের পাতায়

জীপে ধাক্কা বেপরোয়া বাসের, রাঁচিতে মৃত্যু ৫ জন শ্রমিকের

রাঁচি, ২ ডিসেম্বর (হি.স.): ঝাড়খণ্ডের রাজধানী রাঁচিতে বেপরোয়া বাসের দৌরাত্ম্যউ নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে শ্রমিক বোঝাই মাহিন্দ্রা জীপে ধাক্কা মারল বেপরোয়া একটি বাসউ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হয়েছে ৫ জন শ্রমিকেরউ নিহত শ্রমিকরা কর্মসূত্রে রাঁচিতে যাচ্ছিলেনউ তাঁদের বাড়ি সিকিদিরী থানার অন্তর্গত খস্তাবন গ্রামেউ দুর্ঘটনায় আহত হয়েছেন কমপক্ষে ১০ জন, তাঁদের উদ্ধার করে রাজেন্দ্র ইন্সটিটিউট অফ মেডিক্যাল সায়েন্সেস-এ ভর্তি করা হয়েছেউ সোমবার সকালে দুর্ঘটনাটি ঘটেছে রাঁচি জেলার ওরমাঞ্জি থানার অন্তর্গত চকলা মোড়ে কাছে।

পুলিশ সূত্রের খবর, সোমবার সকালে চকলা মোড়ের কাছে একটি বাস (জেএইচ ১০ বিএফ ৬৩৩৩) নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে মাহিন্দ্রা জীপে ধাক্কা মারেউ জোরালো সংঘর্ষের জেরে বাসের সামনের অংশ দুমড়ে মুচড়ে যায়উ দুর্ঘটনায় প্রাণ হারিয়েছেন ৫ জন শ্রমিকউ এছাড়াও ১০ জন গুরুতর আহত হয়েছেনউ দুর্ঘটনায় নিহতদের নাম হল-দয়ানন্দ বেদিয়া, মণীষা কুমারীউ বাকি ৩ জনের নাম ও পরিচয় জানা যায়নিউ কী কারণে দুর্ঘটনার কবলে পড়ল বাস ও জীপ, তা তদন্ত করে দেখছে পুলিশ।

সোমবার পঞ্চদশ আগরতলা পুস্তকমেলা নিয়ে আয়োজিত সাংবাদিক সম্মেলনে কর্মকর্তারা। ছবি- নিজস্ব।

রণক্ষেত্র বিয়েবাড়ি, পাত্রীকে বিয়ের আসরে মারধর

ক্যানিং, ২ ডিসেম্বর (হি.স.) : বিয়ে বাড়িতে বরযাত্রীদের তাণ্ডবে কার্যত রণক্ষেত্রের চেহারা নিল বিয়ের আসর। বিয়ের আসরে ভাঙচুরের পাশাপাশি খাবার প্যান্ডেলেও ভাঙচুর চালায় বরযাত্রীরা। পাত্রীর বুকে ও লাথি মারার অভিযোগ ওঠে খোদ পাত্রের বিরুদ্ধে। এরপর গ্রামবাসীরা রুখে দাঁড়ালে পালিয়ে যায় বরযাত্রীরা। কিন্তু পাত্র সহ মোট আটজনকে আটকে রাখে কন্যাপক্ষ। ক্ষতিপূরণ না দিলে তাদের ছাড়া হবে না বলে জানিয়ে দেন তারা। রবিবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার ক্যানিং থানার জয়রামখালি গ্রামে। এই ঘটনায় এলাকায় যথেষ্ট চাঞ্চল্য ছড়ায়।

ক্যানিং এর জয়রামখালির গ্রামের বাসিন্দা ঊর্মিলার সঙ্গে বিয়ে ঠিক হয়েছিল সোনারপুর থানার বনহুগলীর বাসিন্দা বীরু দাসের। মাস ছয়েক আগে এদের রেজিস্ট্রি বিবাহ হয়েছিল। ১লা ডিসেম্বর সামাজিক অনুষ্ঠান করে বিয়ে হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বিয়ের আসরে গন্ডগোলের কারণে কার্যত তা পন্ড হয়। কন্যা পক্ষের অভিযোগ বিয়েতে প্রথমে কুড়ি হাজার টাকা পণ চায় পাত্র, পরে সুযোগ বুঝে আরো পাঁচ হাজার বেশি চায়। তা দিতে রাজিও হয় পাত্রী পক্ষ। কিন্তু তবুও বিভিন্ন অছিলায় পাত্রীপক্ষকে বিপাকে ফেলার চেষ্টা করছিল বরের বাড়ির লোকজন।

রবিবার রাত দশটায় বিয়ের লগ্ন থাকলেও বরযাত্রীদের নিয়ে পাত্র রাত দেড়টার সময় আসেন বিয়ে করতে। এলাকার মানুষজন বেশিরভাগই তখন নিমন্ত্রণ খেয়ে বাড়ি ফিরে গিয়েছেন। একেতে দেরি হয়েছে, তাই দ্রুত বিয়ের পিড়িতে পাত্র ও পাত্রীকে বসিয়ে বিয়ে শুরু করিয়ে দিতে চান মেয়ের বাড়ির লোকেরা। অভিযোগ সেই সময় মদ্যপ অবস্থায় বরযাত্রীরা খাবার প্যান্ডেলে ক্যাটারিং এর কর্মীদের সঙ্গে বচসা শুরু করে। এরপর আচমকা খাবার প্যান্ডেলের চেয়ার টেবিল ও ঝাড়বাতি ভাঙতে শুরু করে। ক্যাটারিং এর ছেলেরা বাঁধা দিতে গেলে তাদেরকে মারধর করে, ভাড়ারের ঘরে ঢুকে সমস্ত খাবার নষ্ট করে দেয়। পাত্রী পক্ষ ঠেকাতে এলে তাদেরকেও মারধর করা হয়। পাত্র নিজে পাত্রীর বুকে লাথি মারে। ঘটনায় গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়লে পাত্রীকে ক্যানিং হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয়। সেই সময় বিয়ে করতে না চেয়ে আসর ছেড়ে চলে যাওয়ার চেষ্টা করলে এলাকার সাধারণ মানুষ ক্ষেপে ওঠে। পাল্টা শুরু হয় বরযাত্রীদের মারধর। মার খেয়ে পালিয়ে যায় বেশিরভাগ বরযাত্রী। কিন্তু এলাকার মানুষজন বর সহ মোট আটজনকে আটকে রাখে। ক্ষতিপূরণ ও পণের জন্য নেওয়া টাকা ফেরত চাইছেন পাত্রী পক্ষ। ওই পাত্রের সঙ্গে আর বিয়ে দিতে নারাজ তারা। সোমবার সন্ধ্যা পর্যন্ত বাকি ছয়জন বরযাত্রীকে ছেড়ে দিলেও বর বীরু দাস ও তার এক দিদিকে আটকে রাখা হয়েছে। আটকে রাখা হয়েছে তাদের চারটে গাড়িও।

কৃতজ্ঞতা জানাতে মুখ্যমন্ত্রী ৯ ডিসেম্বর খড়্গাপুরে যাবেন

কলকাতা, ২ ডিসেম্বর (হি.স.) : বিধানসভার উপনির্বাচনে তৃণমূলের জেতা তিন কেন্দ্রের মানুষকে কৃতজ্ঞতা জানাতে সফর শুরু করছেন মুখ্যমন্ত্রী। ৯ ডিসেম্বর তিনি খড়্গাপুরে যাবেন।

বুধবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, গত মাসে তিন কেন্দ্রের উপনির্বাচনে মানুষ আরও একবার উৎসাহ, উদ্দীপনার সঙ্গে তৃণমূলের পাশে দাঁড়িয়েছে। খড়্গাপুরের মানুষ যেভাবে তৃণমূলকে আশীর্বাদ করছে তা কখনওই ভোলা যায় না। তাঁদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতে ৯ ডিসেম্বর আমি খড়্গাপুরে যাব। সেখানে ধন্যবাদ জ্ঞাপন একটি সভা করব আমি।'

উল্লেখ্য, গত মাসে রাজ্যের তিন কেন্দ্রের উপনির্বাচনে বিপুল ভোটে জয়ী হয়েছেন তৃণমূল প্রার্থীরা। খড়্গাপুর ও কালিয়াগঞ্জ বিধানসভায় প্রথমবার জয় পেয়েছে তৃণমূল। এই তিন কেন্দ্রে মানুষের কাছে তাই দলের তরফে নিজের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী নিজে। শুধু তাই নয়, নিজে তিন কেন্দ্রে গিয়ে সেখানকার মানুষকে ধন্যবাদ জানাবেন বলেও জানিয়েছেন। সেই প্রতিশ্রুতি মেনেই ৯ ডিসেম্বর তিনি খড়্গাপুরে যাচ্ছেন।

খড়্গাপুরে মুখ্যমন্ত্রী কি বার্তা দেন সেদিকে তাকিয়ে রয়েছে রাজনৈতিক মহল। বিশেষ করে খড়্গাপুর হল রাজ্য বিজেপি সভাপতি দিলীপ ঘোষের এলাকা। এই বিজেপি নেতা প্রায় সব সময়ই মুখ্যমন্ত্রীকে নিশানা করে থাকেন। তাই বিজেপি নেতার উদ্দেশে তিনি কী বার্তা দেন সে বিষয়েও কৌতূহল রয়েছে রাজনৈতিক মহলের।

১১ ও ১২ ডিসেম্বর দিঘার শিল্প সম্মেলনে অংশ নেবেন মুখ্যমন্ত্রী। এরপর তাঁর করিমপুর ও কালিয়াগঞ্জের ভোটদাতাদের অভিনন্দন জানাতে যাওয়ার কথা।

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **রিলিভার্স :** ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ডিসেম্বরে ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকবে মোট ন'দিন

কলকাতা, ২ ডিসেম্বর (হি.স.) : বিয়ের মরশুম, উৎসবের মাস। প্রয়োজনের টাকা-পয়সা যা নিজের দরকার, তা ব্যাঙ্ক থেকে তুলে রেখে দিন। তা না হলে পস্তাতে হতে পারে। কারণ ডিসেম্বরে ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকবে মোট ন'দিন।

রিজার্ভ ব্যাঙ্ক ডিসেম্বর মাসের যে ছুটির তালিকা প্রকাশ করেছে, তাতে দেখা যাচ্ছে ১, ৮, ১৫, ২২, ২৫ তারিখ রবিবার বলে এবং ১৪ ও ২৮ তারিখ দ্বিতীয় ও চতুর্থ শনিবার বলে ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকবে। এছাড়াও ২৫ ডিসেম্বর বড়দিন ও ২৬ ডিসেম্বর বক্সিং ডে উপলক্ষ্যে ব্যাঙ্কের পরিষেবা বন্ধ থাকবে। ফলে এই ন'দিন কোনওরকম পরিষেবা পাবেন না গ্রাহকেরা। এর মধ্যে ২২ থেকে ২৮ তারিখের মধ্যে ব্যাঙ্ক খোলা মাত্র তিন দিন। ফলে বড়দিন, বর্ষশেষ-সহ উৎসবের মরশুমে প্রায় টানা ব্যাঙ্ক বন্ধ থাকছে। এই দিনগুলিতে এটিএম পরিষেবা চালু থাকবে বলেই জানিয়েছেন ব্যাঙ্কগুলি। তাই দেরি না করে এখনই টাকা তুলে রাখুন নিজের কাছে, তা না হলে মাটি হতে পারে বর্ষশেষের আনন্দ।

বিধায়করা পড়াশোনা করুন লাইব্রেরিতে যান : অধ্যক্ষ

কলকাতা, ২ ডিসেম্বর (হি.স.) : বিধায়করা পড়াশোনা করুন। লাইব্রেরিতে যান। অনেক মূল্যবান বই রয়েছে। দেখুন, সেসব পড়ুন। সোমবার অধিবেশনে এই মন্তব্য করলেন বিধানসভা অধ্যক্ষ।

এ দিন অভিজিৎবাবুর নোবেলজয় প্রসঙ্গে আলোচনায় পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেন, "গর্বের বিষয়, আনন্দের বিষয়। বাঙালিরা খয়িষ্ণু হয়ে গেছে তখন কলকাতাবাসী একজন অর্থনীতির ছাত্র সারা বিশ্বকে চমকে দিয়েছেন তাঁর দর্শনের মধ্য দিয়ে। যে প্রয়াস তিনি নিয়েছেন, বিজ্ঞানের সঙ্গে অর্থনীতিকে সংযোগ করেছেন, তাঁর সেই কাজটা কি ভাবে বাস্তবায়িত করা যায় বিধায়করা তা জানতে পারেন। বাস্তব জীবনে দারিদ্র, অশিক্ষা অপুষ্টি সারা বিশ্বকে নাড়া দিয়েছে। এটা যারা ছোট ভাবছে তারা ঠিক নয়। তাঁর নতুন ভাবনার স্বীকৃতি মিলেছে নোবেল পুরস্কারের মধ্যে দিয়ে। নেবেলজয়ীর তিনটি বই বিধানসভার লাইব্রেরিতে রাখার জন্য অধ্যক্ষের কাছে অনুরোধ করলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়।

এর পরেই অধ্যক্ষ বলেন, বিধায়করা পড়াশোনা করুন, লাইব্রেরি যান। ওখানে ভালো ভালো তথ্যসমৃদ্ধ বই রয়েছে। আমি লাইব্রেরিতে গিয়ে দেখি হাতেগোনা কয়েকজন। আপনাদের অনুরোধ করবো সেখানে গিয়ে পড়াশোনা করুন।

স্বাস্থ্যসচিব পদে রদবদল সঙ্ঘমিত্রার জায়গায় এলেন বিবেক

কলকাতা, ২ ডিসেম্বর (হি.স.) : ফের রাজ্যের স্বাস্থ্যসচিব পদে রদবদল করল সরকার। সোমবার নবান্ন সূত্রে জানা গিয়েছে, এই পদের প্রধান সচিব সঙ্ঘমিত্রা ঘোষকে সরিয়ে বিবেক কুমারকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। একইসঙ্গে বিবেকবাবুর হাতে তথ্য ও সংস্কৃতি দফতরের দায়িত্বও থাকবে। রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যসচিব মলয় দে ৩০ সেপ্টেম্বর অবসর নেন। এর ঠিক চার দিন আগে মুখ্যমন্ত্রী ঘোষণা করেন তৎকালীন স্বাস্থ্যসচিব রাজীব সিনহা হবেন মুখ্যসচিব। স্বাস্থ্যসচিব হবেন নারী ও শিশুকল্যাণ দফতরের প্রধান সচিব সঙ্ঘমিত্রা ঘোষ। কিন্তু এর মধ্যেই তাল কাটল। ফলে এদিন ফের সঙ্ঘমিত্রাকে বদলির সিদ্ধান্ত সরকারের।

স্বাস্থ্যভবন সূত্রের খবর, মুখ্যমন্ত্রীর মনে হয়েছো সম্প্রতি সারা রাজ্যেই যেভাবে ডেঙ্গি ছড়াচ্ছে, তাতে খুব একটা সদর্থক ভূমিকা নিতে পারেনি দফতর। তার চেয়ে পুরসভা কিংবা স্থানীয় প্রশাসন অনেক বেশি উদ্যোগী হয়েছে। মনে করা হচ্ছে, সেই কারণেই পদ খোয়াতে হল সঙ্ঘমিত্রাকে। এখন দেখার এই কঠিন সময়ে দায়িত্বে এসে বিবেক কুমার কতটা সফলতার সঙ্গে তা পালন করতে পারেন।

কবিতায় খুশি হয়ে মন্ত্রীকে প্রাপ্তিস্বীকার নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদের

কলকাতা, ২ ডিসেম্বর (হি.স.) : রাজ্যের মন্ত্রীর লেখা কবিতার প্রশংসা করলেন নোবেলজয়ী অর্থনীতিবিদ অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়। সোমবার বিধানসভায় আলোচনায় নিজের লেখা সেই কবিতা পাঠ করলেন বিদ্যুৎমন্ত্রী শোভনদেব চট্টোপাধ্যায়।

নোবেলপ্রাপ্তি নিয়ে বিশেষ সম্মান জ্ঞাপন সম্পর্কে আলোচনায় অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়ে তাঁর সম্মানে এই কবিতা লিখেছেন শোভনদেববাবু। ই-মেল করে বিদ্যুৎমন্ত্রীকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন অভিজিৎবাবু। উল্লেখ করা যেতে অর্থনীতিতে নোবেলের পুরস্কারের জন্য নাম ঘোষণা হয়েছে অভিজিৎ বিনায়ক বন্দ্যোপাধ্যায়ের। তারপর থেকেই শুভেচ্ছার বন্যায় ভাসছেন তিনি। ইতিমধ্যেই দেখা করেছেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী। এমনকি খোদ মুখ্যমন্ত্রী নোবেলজয়ীর মায়ের সঙ্গে তাঁর বাড়িতে গিয়ে সাক্ষাৎ করে এসেছেন।

উল্লেখ করা যেতে পারে, শোভনদেববাবুর একাধিক কবিতা সঙ্কলন রয়েছে।

ফিলিপাইনের দিকে এগিয়ে আসছে শক্তিশালী টাইফুন 'কাম্মুরি' তৎপর প্রশাসন

ম্যানিলা, ২ ডিসেম্বর (হি.স.) : ফিলিপাইনের দিকে এগিয়ে যাওয়া শক্তিশালী টাইফুন 'কাম্মুরি' (স্থানীয় 'টিসয়')-এর হাত থেকে রক্ষা পেতে ইতিমধ্যে লক্ষাধিক মানুষকে লোককে নিরাপদ স্থানে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। আন্তর্জাতিক আবহাওয়া দফতরের খবর অনুযায়ী এটি আগামী মঙ্গলবার স্থানীয় সময় সকালে দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় লুজন প্রদেশে আঘাত হানবে, যা ফিলিপাইনের সবচেয়ে বড় ও জনবহুল দ্বীপ হিসাবে পরিচিত। টাইফুন 'কাম্মুরি' বা 'টিসয়'কে আবহাওয়াবিদরা ডিসেম্বরের 'বিরল' ঘটনা বলে আখ্যা দিয়ে জানিয়েছেন এটি মঙ্গলবার স্থানীয় সময় সকালে দক্ষিণ-পূর্বাঞ্চলীয় লুজন প্রদেশে আঘাত হানবে ঊ তবে এটি এতোই শক্তিশালী যে এর প্রভাব রাজধানী ম্যানিলা পর্যন্ত বিস্তৃত হতে পারে। টাইফুন 'কাম্মুরি' বর্তমানে ১৫০ কিলোমিটার বাতাসের বেগে অগ্রসর হচ্ছে, যা সর্বোচ্চ ১৮৫-২০০ কিলোমিটার পর্যন্ত উঠতে পারে। ঝড়ের প্রভাবে বৃষ্টিপাতে বন্যা ও ভূমিধসের আশঙ্কা করা হচ্ছে। আগামীকাল আঘাত হানতে চলা ক্যাটাগরি-৩ টাইপের টাইফুনের হাত থেকে রক্ষা পেতে এরইমধ্যে পাশ্ববর্তী আলবে প্রদেশ থেকে লক্ষাধিক মানুষকে নিরাপদে সরিয়ে নেওয়া হয়েছে। পাশাপাশি যারা ঘর থেকে আসতে চাইবে না তাদের বলপূর্বক নিকটবর্তী আশ্রয়কেন্দ্রে নিয়ে আসতে উদ্ধারকর্মীদের নির্দেশ দিয়েছেন প্রদেশের গভর্নর আল ফ্রান্সিস বিচারা। সেইসঙ্গে এরইমধ্যে স্কুল-কলেজ বন্ধ ঘোষণা করেছে কর্তৃপক্ষ। বাতিল করা হয়েছে বেশ কয়েকটি ফ্লাইট। এছাড়া দেশটিতে চলমান সাউথইস্ট এশিয়ান গেমসেও কিছুটা ব্যাঘাত ঘটাতে পারে 'কাম্মুরি'।

উল্লেখ্য, ডিসেম্বরের আগেই ফিলিপাইনে সাধারণত ঝড়ের মৌসুম শেষ হয়ে যায়। ফলে বছরের শেষ মাসের শুরুতেই আঘাত হানতে যাওয়া 'কাম্মুরি' দেশটিতে অনেকটা 'বিরল' ঘটনা বলে মনে করা হচ্ছে।

অধিবেশনে হইচই

পাচের পাতার পর

এবারেও অধ্যক্ষ সুজিতবাবুর মাইকের সংযোগ ছিন্ন করে দেন। এবার সুজন চক্রবর্তী ও কংগ্রেস-বাম বিধায়কদের কেউ কেউ চেঁচামেচি শুরু করেন। এর পর তৃণমূলের শেখ শাহনাওয়াজ রাজ্যের শিক্ষাব্যবস্থার মানোন্নয়ন নিয়ে কিছু বললে কিছু বিরোধী আবার প্রতিবাদে সরব হন। তাঁরা অভিযোগ করেন, পার্শশিক্ষকদের সম্পর্কে কিছু বললে অধ্যক্ষ সংযোগ ছিন্ন করে দিচ্ছেন। অথচ, শাসক দলের বিধায়ক রাজ্যের শিক্ষার প্রশংসা করলে তা মান্যতা পাচ্ছে। এ ব্যাপারে বৈষম্যের অভিযোগ আনেন বিরোধীরা।

ই-সিগারেট সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ করা উচিত : আর কে সিনহা

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর (হি.স.) : ভারতীয় জনতা পার্টির (বিজেপি) নেতা ও রাজ্যসভার সদস্য আর কে সিনহা সোমবার ই-সিগারেট নিষিদ্ধের জন্য রাজ্যসভায় আনা বিলে সমর্থন জানিয়ে সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞার পক্ষে বক্তব্য পেশ করেন। বিজেপি সাংসদ সিনহা সোমবার রাজ্যসভায় ইলেক্ট্রনিক সিগারেট (উৎপাদন, আমদানি, রফতানি, পরিবহন, বিক্রয়, বিতরণ, গুদামজাত এবং বিজ্ঞাপন) নিষিদ্ধকরণ বিল, ২০১৯ নিয়ে আলোচনার সময় তামাকজাত পণ্য ব্যবহারের সৃষ্ট মারাত্মক রোগ নিয়ে আলোচনা করেন। সাংসদ সিনহা ই-সিগারেট নিষিদ্ধকরণ বিল নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে বলেন, ই-সিগারেটগুলি খুব ক্ষতিকারক রাসায়নিক ব্যবহারে ফুসফুসে খারাপ প্রভাব ফেলে। এটিকে নিষিদ্ধ করা অত্যন্ত জরুরি এবং প্রয়োজনে এই উপর জরিমানার ধার্য করা উচিত। এই বিলে আলোচনার সময় বিভিন্ন দলের সদস্যরা ই-সিগারেটের সম্পূর্ণ নিষেধাজ্ঞাকে সমর্থন করে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সরকারের কাছে দাবি জানান।

ফ্রান্সে বন্যার্ত মানুষদের উদ্ধারকাজেরত হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়ে নিহত তিন উদ্ধার কর্মী

প্যারিস, ২ ডিসেম্বর (হি.স.) : ফ্রান্সে বন্যার্ত মানুষদের উদ্ধারকাজেরত হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত ঊ রবিবারের এই ঘটনায় তিন উদ্ধারকর্মী নিহত হয়েছেন বলে সোমবার জানা গেছে।

ফ্রান্সের দক্ষিণাঞ্চলের বন্দরনগর মারসেইতে একটি হেলিকপ্টার বিধ্বস্ত হয়েছে বলে নিশ্চিত করেছে সেদেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক ঊ গত এক সপ্তাহের ভারী বর্ষণে বন্যা হয়েছে দক্ষিণ ফ্রান্সের উপকূলীয় অঞ্চলে। গতকাল বিধ্বস্ত হওয়া হেলিকপ্টারটি বন্যার্ত মানুষদের উদ্ধারকাজেরত ঊ ওই ঘটনায় দেশটির তিন উদ্ধারকর্মী নিহত হয়েছেন। এছাড়া, রবিববার বন্যায় অন্তত দু'জনের মৃত্যু হয়েছে।

তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষে এলাকায় ব্যাপক বোমাবাজি, ভাংচুর বাসন্তীতে

বাসন্তী, ২ নভেম্বর (হি. স.) : নতুন করে তৃণমূল কংগ্রেসের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে সংঘর্ষে উত্তেজনা ছড়াল এলাকায়। রবিবার রাত থেকে এলাকায় যুব তৃণমূল ও মাদার তৃণমূল গোষ্ঠীর মধ্যে ব্যাপক সংঘর্ষ হয়। এলাকায় কয়েকশো বোমাবাজি হয় দুপক্ষের মধ্যে। ভাংচুর করা হয় বেশ কয়েকটি দোকান ও বাড়িতে। ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগণার বাসন্তী থানার ফুলমালঞ্চ গ্রাম পঞ্চায়েতের নেবুখালি ও নির্দেশখালি এলাকায়। গভীর রাত পর্যন্ত এলাকায় ব্যাপক বোমাবাজির ঘটনা ঘটে বলে অভিযোগ। ঘটনার খবর পেয়ে রবিবার গভীর রাতেই বাসন্তী থানার পুলিশ সহ এসডিপিও ক্যানিং দেবী দয়াল কুন্ডুর নেতৃত্বে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। পরে এলাকায় আসেন বারুইপুর পুলিশ জেলার অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ইন্দ্রজিৎ বসু। এলাকায় তল্লাশি চালিয়ে প্রচুর তাজা বোমা উদ্ধার করে পুলিশ। এই ঘটনায় জড়িত থাকার ঘটনায় উভয়পক্ষের মোট নয়জনকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। এলাকায় উত্তেজনা থাকায় পুলিশ পিকেট বসানো হয়েছে এলাকায়।

অভিযোগ পঞ্চায়েত গঠনের পর থেকেই তৃণমূলের দুই গোষ্ঠীর মধ্যে নতুন করে এলাকা দখলের চেষ্টা চলছে। যুব তৃণমূলের হাতে থাকা পঞ্চায়েত তারা একদিকে যেমন ধরে রাখতে উদ্দ্যত, তেমনি এই গ্রাম পঞ্চায়েত নিজেদের দখলে নিতে উদ্দত মূল তৃণমূল কর্মীরা। এই নিয়েই কার্যত বাসন্তী এলাকায় অশান্তি চলছে। রবিবার রাত নটা নাগাদ আচমকা নেবুখালি বাজারে শুরু হয় বোমাবাজি। যুব তৃণমূল কর্মীদের অভিযোগ এলাকা দখলের জন্য মূল তৃণমূল কর্মীরা বোমাবাজি করে। এলাকার পঞ্চায়েত সদস্য জলিল লস্করকে খুনের জন্যই তৃণমূলরা এলাকায় বোমাবাজি করেছে বলে অভিযোগ তুলেছেন তারা। যদিও এই অভিযোগ অস্বীকার করে তৃণমূল নেতৃত্ব দাবী করেছেন এলাকায় যুব তৃণমূল কর্মীরা নিজেরাই অশান্তি ছড়িয়েছে, বোমাবাজি করেছে। নিজেদের দোষ ঢাকতে তৃণমূল কর্মীদের নাম জরানোর চেষ্টা করছে। পুলিশ প্রশাসন তদন্ত করে দোষীদের গ্রেফতার করুক। ঘটনার পর এলাকায় যথেষ্ট উত্তেজনা রয়েছে। পুলিশি টহলদারি চলছে এলাকায়। অন্যদিকে রবিবার রাতে তল্লাশির নাম করে এলাকার বেশ কিছু যুব তৃণমূল কর্মীর বাড়িতে ভাংচুরের অভিযোগ উঠেছে পুলিশের বিরুদ্ধে।

অযোধ্যা রায়ের পুনর্বিবেচনার দাবিতে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানাল জমিয়তে উলামা

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর (হি.স.) : সোমবার জমিয়তে উলেমা-এ-হিন্দ-র পক্ষ থেকে শীর্ষ আদালতে রাম জন্মভূমি বিবাদ মামলায় একটি রিভিউ পিটিশন দায়ের হয়েছে। দলের পক্ষ থেকে এম সিদ্দিকী এই আবেদন করেছেন। জমিয়তে উলেমা ৯ নভেম্বর সুপ্রিম কোর্টের সংবিধান বেঞ্চের সিদ্ধান্তের পুনর্বিবেচনা চেয়ে ২১৭ পৃষ্ঠার এই আবেদনে জানিয়েছে।

দলের পক্ষ থেকে সিদ্দিকী আবেদনে দাবি করেছেন, গত ৯ নভেম্বর সুপ্রিম কোর্টের সংবিধান বেঞ্চের আদেশ স্থগিত রাখতে হবে, যেখানে আদালত রাম মন্দিরের পক্ষে এই বিতর্কিত জমি দেওয়ার রায় ঘোষণা করেছিল। আবেদনে আরও দাবি করা হয়েছে, সুপ্রিম কোর্ট কেন্দ্রীয় সরকারকে মন্দির নির্মাণের জন্য আস্থা না তৈরি করার নির্দেশ দিয়েছে। জমিয়তের পক্ষে আইনি উত্তরাধিকারী হিসেবে মৌলানা সৈয়দ আসাদ রশিদী আবেদন দায়ের করেছেন।

গত ৯ নভেম্বর অযোধ্যা মামলার রায় দেয় সুপ্রিম কোর্টের ৫ সদস্যের সাংবিধানিক বেঞ্চ। সর্বসম্মত রায়ে আদালত অযোধ্যার বিতর্কিত ২.৭৭ একর জমিতে রাম মন্দির তৈরি হবে। মুসলিমদের বিকল্প ৫ একর জমি দিতে নির্দেশ দিয়েছে আদালত। সুপ্রিম কোর্টের এই রায়ে রাম মন্দির তৈরির পথে যাবতীয় বাধা কেটে গিয়েছে বলে দাবি বিজেপির। তৎকালীন প্রধান বিচারপতি রঞ্জন গোগয়ের নেতৃত্বে পাঁচ সদস্যের সংবিধান বেঞ্চ মুসলমানদের একটি বিকল্প স্থানে পাঁচ একর জমি দেওয়ার নির্দেশও দেয়। আদালত বলেছিল, এই বিতর্কিত জমিটি বর্তমানে কেন্দ্রীয় সরকার অধিগ্রহণ করবে। কেন্দ্রীয় সরকার তিন মাসের মধ্যে একটি ট্রাস্ট গঠন করবে এবং মন্দিরটি নির্মাণের জন্য জমি দেবে।

আদালত তিন মাসের মধ্যেই সংশ্লিষ্ট দলগুলিকে জমি বরাদ্দের প্রক্রিয়ায় কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারকে পরস্পরের পরামর্শের নির্দেশ দিয়েছিল। আদালত বলেছিল, জমি বরাদ্দের পরে সুন্নি ওয়াকফ বোর্ড মসজিদটি নির্মাণের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

অনুপস্থিত পার্শশিক্ষকদের শো-কজের সিদ্ধান্ত স্কুল শিক্ষা দফতরের

কলকাতা,২ ডিসেম্বর (হি.স.) : আঠেরোতম দিনে পড়ল পার্শশিক্ষকদের অনশনঊ একাধিক দাবিদাওয়া নিয়ে ফের অনশনে সামিল হয়েছেন রাজ্যে প্রাথমিক ও উচ্চ প্রাথমিক পার্শশিক্ষকরা ঊ অনশনের আগে পার্শশিক্ষকরা ১১ নভেম্বর থেকে সেন্ট্রাল পার্ক মেলা মাঠের সামনে কর্মসূচিতে বসেন ঊ অনেকদিন ধরে স্কুলে অনুপস্থিত পার্শশিক্ষকরাঊ এবার অনুপস্থিত পার্শশিক্ষকদের বিরুদ্ধে শোকজের সিদ্ধান্ত নিল স্কুল শিক্ষা দফতরের তরফে ঊ

কিছুদিন আগেই পার্শশিক্ষকদের অনুপস্থিতির হিসেব তলব করে স্কুল শিক্ষা দফতরের তরফে ঊ স্কুল শিক্ষা দফতরের তরফে জেলাগুলির কাছে নোটিশ পাঠিয়ে জানতেও চাওয়া হয় পূর্ব অনুমতি ছাড়া কোন কোন পার্শশিক্ষক ১১ নভেম্বর থেকে স্কুলে অনুপস্থিত ঊ সেই তালিকা অনুযায়ী অনুপস্থিত পার্শশিক্ষকদের শোকজের সিদ্ধান্ত নিলো স্কুল শিক্ষা দফতর ঊ শোকজের সিদ্ধান্ত নিলেও অনশনে অনড় পার্শশিক্ষকরা ঊ বিকাশ ভবন থেকে ১০০ মিটার দূরে সেন্ট্রাল পার্কের সামনে অনশনরত পার্শ শিক্ষক-শিক্ষিকারা ঊ বেতন কাঠামো চালু করা এবং স্থায়ীকরণের দাবিতে পার্শশিক্ষকদের এই অনশন

তিন

● প্রথম পাতার পর

তখন মহকুমা পুলিশ আধিকারিক রাজিব সূত্রধার,ওসি কৃষ্ণধন সরকার সহ বিশাল পুলিশবাহিনী গাড়িটির পিছু ধাওয়া করেন।তারপর কুর্তি এলাকার একটি বাড়ির ভেতর থেকে গাড়িটি উদ্ধার করে পুলিশ। কিন্তু ততক্ষণে গাড়িটির চালক গাড়িটি রেখে পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়। আটকাধীন গাড়িতে তল্লাশি চালিয়ে ৬ টি ব্যেগে ৬০ কেজি আতর প্রস্তুতকারক আগরের চিপস উদ্ধার করে পুলিশ।উদ্ধারকৃত ৬০ কেজি আগরের চিপস সহ বিলাসবহুল গাড়িটি কদমতলা থানার হেফাজতে নিয়ে আসে পুলিশ।এরপর বনদপ্তরকে খবর দিলে চুরাইবারি ফরেস্ট বিটের ফরেস্টার অমিও সূত্রধর ও পানিসাগর ফরেস্ট প্রটেকশন ইউনিটের ইনচার্জ ফামকিমা ডার্লং কদমতলা থানায় এসে উদ্ধারকৃত ৬০ কেজি আতর প্রস্তুতকারক আগরের চিপস সহ বিলাসবহুল গাড়িটি বনদপ্তরের হেফাজতে নিয়ে যান।

এদিকে কদমতলা থানার ওসি কৃষ্ণধন সরকার জানান,ঝেরঝেরী নাকা পয়েন্টে রুটিন তুলাসি চলাকালীন আসাম থেকে ত্রিপুরা প্রবেশ করছিল। তখন পুলিশের সন্দেহ হওয়াতে গাড়িটিতে সিগন্যাল দিলে চালক সিগন্যাল না মেনে কুর্তির দিকে চলে যায়।তখন পুলিশ গাড়ির পিছু ধাওয়া করে ত্রিপুরা অসম সীমান্তবর্তী কুর্তি এলাকা থেকে গাড়িটিকে আটক করে।আর গাড়ির ভিতর থেকে ৬টি ব্যেগে ৬০ কেজি আতর প্রস্তুতকারক আগরের চিপস উদ্ধার করে পুলিশ। যার বাজারমূল্য প্রায় আড়াই থেকে তিন লক্ষ টাকা বলে জানিয়েছেন ওসি কৃষ্ণধন সরকার।

ওসি আরো জানান,উদ্ধারকৃত আগরের চিপস গুলির কোন বৈধ কাগজপত্র পাওয়া যায়নি।পাশাপাশি গাড়িটি রেখে চালক পালিয়ে যেতে সক্ষম হয়েছে।পাশাপাশি পুলিশ উদ্ধারকৃত আগরের চিপস ও গাড়িটি বনদপ্তর হাতে তুলে দিয়েছে। অপরদিকে বনদপ্তরের আধিকারিকরা আগরের চিপস সহ বিলাসবহুল গাড়িটি উনাদের হেফাজতে নিয়ে আইন মোতাবেক সুনির্দিষ্ট ধারায় মামলা হাতে নিয়ে তদন্ত শুরু করে দিয়েছেন।

ডিসেম্বর

● প্রথম পাতার পর

অরুন কান্তি বলেন, পূর্ত দফতরের আর্থিক দুর্নীতি মামলায় অভিযুক্ত বাদল চৌধুরীর আইনজীবী আদালতে সওয়াল করেছেন পূর্ত কাজের রিপোর্টে পাবলিক একাউন্টস কমিটির অনুমোদন রয়েছেঊ কিন্তু, সেই অনুমোদন ছিল মাত্র একটি কাজের জন্যেঊ বাকি প্রায় ১৬১ কোটি টাকার ১৭ টি কাজের রিপোর্টে পাবলিক একাউন্টস কমিটির অনুমোদন ছিলনা ঊ অ্যাডভোকেট জেনারেল বলেন, ওই কমিটির পরামর্শ দেওয়ার এক্তিয়ার রয়েছে।কিন্তু কোন ফৌজদারি বিষয় নিয়ে বিচার করতে পারেনা ঊ তাঁর দাবি, ফৌজদারি বিষয় নিয়ে আদালতে বিচার করবে ঊ তিনি জানান, আজ আদালতে শুনানি সম্পন্ন হয়েছে। আগামী ১০ ডিসেম্বর রায় ঘোষণা হবে।

সরকার

● প্রথম পাতার পর

নবি আজাদ বলেছেন, 'কোনও সরকার অথবা নেতা চাইবেন না, তাদের রাজ্যে এই ধরনের ঘৃণ্য ঘটনা ঘটুক। শুধুমাত্র আইন তৈরি করলেই এই সমস্যার সমাধান হবে না। এই ধরনের অপরাধকে নির্মূল করার জন্য আমাদের একসঙ্গে অবস্থান নিতে হবে।'

কলমচৌড়ায় চুরির হিড়িক

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর,২ ডিসেম্বর।। কলমচৌড়া থানার অধীন দুধপুকুর এলাকার বাসিন্দা রেজাউল হোসেন এবং কলসীমুড়ার বাসু মিয়ার বাড়িতে চোরের দল হানা দেয়। পাঁচটি গরু চুরি করে নিয়ে যায়ে চোরের দল। পাঁচটি গরুর বাজার মূল্য প্রায় ২ লক্ষ টাকা। অভিযোগ উঠেছে বাংলাদেশে পাচার করা হয়েছে এই গরুগুলি। প্রশ্ন উঠেছে সীমান্তে বিএসএফ জওয়ানরা কর্তব্যরত অবস্থায় থাকা সত্বেও কিভাবে চোরের দল গরুগুলি বাংলাদেশে পাচার করে দিয়েছে।

এদিকে, বক্সনগর বাজারের ব্যবসায়ী নিতাই দেবের দোকানেও চোরের দল হানা দেয়। দোকারে সব সামগ্রী লন্ডভন্ড করে দিয়েছে চোরের দল। পরে পুলিশ গিয়ে তদন্ত শুরু করেছে।

মিশন ইন্দ্রধনুষ

আটের পাতার পর

উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান টিংকু রায়, জেলা স্বাস্থ্য আধিকারিক জগদীশ নমঃ, কদমতলা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুব্রত দেব সহ অন্যান্যরা অতিথিরা। সংখ্যালঘু অধ্যুষিত কুর্তি এলাকায় এই টিকাকরণের অনুষ্ঠানের মাহাত্ম্য অনেক।ছোট শিশুরা যাতে টিকাকরণ থেকে বাদ না যায় সেদিকে লক্ষ্য রেখে এই অনুষ্ঠান। মায়ের কোলের ছোট শিশুটির মুখে টিকা দিয়ে গোটা দেশের সাথে মিশন ইন্দ্রধানুষ প্রকল্পের কাজ শুরু হয় উত্তর জেলায়। আজকের এই অনুষ্ঠানে স্থানীয়দের উপস্থিতি ছিল লক্ষণীয়।

নিহত ১৭

আটের পাতার পর

ক্ষতিপূরণ ঘোষণা করেছে তামিলনাড়ু সরকার। তামিলনাড়ু সরকারের পক্ষ থেকে ঘোষণা করা হয়েছে, মেট্টুপালায়ামে দেওয়াল ভেঙে প্রাণহানির ঘটনায় মৃতদের পরিবারপিছু ৪ লক্ষ টাকা করে আর্থিক ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে। নিহতদের স্মৃতির উদ্দেশ্যে শোকপ্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী এডাপাড্ডি পালানিস্বামী। নিহতদের মধ্যে ১৪জনের নাম জানা গিয়েছে তারা হলেন গুরু রামনাথ, আনন্দকুমার, হরিসুদা, শিভাকামি, ওভাইমাল, নাথিয়া, ভাইদেহি, থিলাগাভাথি, আরুক্কানি, রুখমনি, নিভেদা, চিন্নামাল, অক্ষয়, লকুরাম। উল্লেখ করা যেতে পারে নীলগিরি অঞ্চলে কোনুরে ১৩৩.৮ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত হয়েছে।

নেতা অরুণ সিং

আটের পাতার পর

এদিনই ছিল মনোনয়ন পত্র জমা দেওয়ার শেষ দিন। মঙ্গলবার হবে স্ক্রুটিনি। মনোনয়ন পত্র প্রত্যাহারের শেষদিন ৫ ডিসেম্বর। এখনও পর্যন্ত সমাজবাদী পার্টি, বহুজন সমাজ পার্টির তরফে কোনও করমের মনোনয়নের পত্র পেশ করা হয়নি। ফলে বিনা প্রতিদ্বন্দ্বীতায় জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী বিজেপি। প্রসঙ্গত উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুরের বাসিন্দা এর আগে কোনও সংসদ বা বিধানসভায় যাওয়ার অভিজ্ঞতা নেই।

ক্রীড়াঙ্গন

সোমবার রাজ্যভিত্তিক ক্রীড়া অনুষ্ঠানে পুরস্কার তুলে দিচ্ছেন শিক্ষামন্ত্রী রতন লাল নাথ।ছবি- নিজস্ব

আন্তর্জাতিক টি-২০ ক্রিকেটে বিশ্বরেকর্ড গড়লেন নেপালের বোলার অঞ্জলি চাঁদ

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর (হি.স.) : আন্তর্জাতিক টি-২০ ক্রিকেটে বিশ্বরেকর্ড গড়লেন নেপালের বোলার অঞ্জলি চাঁদ। ভেঙে গেল ভারতীয় পেসার দীপক চাহারের রেকর্ডও। শূন্য রানে ৬টি উইকেট নিয়ে বিশ্বের মধ্যে নজির গড়লেন নেপালের এই বোলার। পোকহারায় মলদ্বীপের বিরুদ্ধে এই বিশ্বরেকর্ড গড়লেন মিডিয়াম পেসার অঞ্জলি চাঁদ।

গত মাসে বাংলাদেশের বিরুদ্ধে নাগপুরে টি-২০ ম্যাচে মাত্র ৭ রান দিয়ে হ্যাটট্রিক-সহ ৬ উইকেট নিয়েছিলেন চাহার। এটাই আন্তর্জাতিক টি-২০ ক্রিকেটে সেরা বোলিং। শ্রীলঙ্কার প্রাক্তন মিস্ট্রি স্পিনার অজন্তা মেন্ডিসের রেকর্ড ভেঙেছিলেন টিম ইন্ডিয়ার এই ডানহাতি পেসার। কিন্তু এক মাসও পার হওয়ার আগে চাহারের রেকর্ড ভেঙে দিলেন নেপালের এই মহিলা ক্রিকেটার। চাহারের আগে মেন্ডিস নিয়েছিলেন ৮ রানে ৬টি উইকেট।

সোমবার সকলকে ছাপিয়ে কোনও রান খরচ না-করে মলদ্বীপের ৬টি উইকেট তুলে নেন অঞ্জলি। তাঁর বিধ্বংসী বোলিংয়ের সামনে মাত্র ১৬ রানে শেষ হয়ে যায় মলদ্বীপের ইনিংস।

নেপাল মাত্র ৫ বলে ম্যাচ জিতে নেয়। এর আগে অঞ্জলি মলদ্বীপ ইনিংসের সপ্তম ও নবম ওভারে ধাক্কা দেন। মাত্র ২.১ ওভার বল করেন তিনি। কোনও রান না-দিয়ে তুলে নেন মলদ্বীপের ছ'টি উইকেট।

ফলে মাত্র ১১ ওভারের শেষ হয়ে যায় মলদ্বীপ ইনিংস।

অঞ্জলি এদিন ছাপিয়ে যান মহিলা আন্তর্জাতিক টি-২০ ক্রিকেটে এলিসার রেকর্ড ভাঙেন। এতদিন মহিলা আন্তর্জাতিক টি-২০ ক্রিকেটে সেরা বোলিংয়ের রেকর্ড ছিল মলদ্বীপের এলিসার দখলে। চলতি বছরের শুরু চিনের বিরুদ্ধেই ৩ রান দিয়ে ৬টি উইকেট নিয়েছিলেন এলিসা। কিন্তু মলদ্বীপের বিরুদ্ধেই এলিসার রেকর্ড ভেঙে বিশ্বরেকর্ড গড়লেন নেপালের এই মিডিয়াম পেসার।

আসন্ন বিশ্বকাপে ভারতের অনূর্ধ-১৯ ক্রিকেট দল ঘোষিত

মুম্বই, ২ ডিসেম্বর (হি.স.) : আসন্ন বিশ্বকাপের জন্য ঘোষিত হল ভারতের অনূর্ধ-১৯ ক্রিকেট দল। আগামী বছরের শুরুতেই দক্ষিণ আফ্রিকায় বসবে যুব বিশ্বকাপের আসর। টুর্নামেন্ট শুরুর দেড় মাস আগেই স্কোয়াড ঘোষণা করল ডিফেন্ডিং চ্যাম্পিয়ন ভারত।

বিশ্বকাপের জন্য ঘোষিত ভারতীয় যুব ক্রিকেট দল: যশস্বী জসওয়াল, তিলক বর্মা, দিব্যাংশ সাক্সেনা, প্রিয়ম গর্গ (অধিনায়ক), ধ্রুব চাঁদ জুরেল (সহ অধিনায়ক ও উইকেটকিপার), শাশ্বত রাওয়াত, দিব্যাংশ যোশি, শুভাং হেজ, রবি বিষ্ণোই, আকাশ সিং, কার্তিক ত্যাগী, অথর্ব আঙ্কোলেকর, কুমার কুশাগ্র (উইকেটকিপার), সুশান্ত মিশ্র ও বিদ্যাধর পাতিল।

NOTICE INVITING E-TENDER
No. F. 8(42)/DSTE/TCCC/Pt-I/C/7253 Dated, 28.11.2019
Tripura Climate Change Cell (TCCC), DSTE, Government of Tripura, invites online e-tender for supply of manpower from outsourcing agency. The last date for submission of e-tender is 13.12.2019 03:00 PM. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
For details please visit: https://tripuratenders.gov.in
Sd/- illegible
Director, TCCC
ICA/C-1799/19
আওয়াজ উঠেছে ত্রিপুরা - নেশামুক্ত সমাজ গড়তে চায়

দ্বিতীয় টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ইনিংস ও ৪৮ রানে হার পাকিস্তানের

অ্যাডিলেড, ২ ডিসেম্বর (হি.স.) : ব্রিসবেনে প্রথম টেস্টে অস্ট্রেলিয়ার কাছে ইনিংস ও ৫ রানে হেরেছিল পাকিস্তান। এবার অ্যাডিলেড ওভালে দ্বিতীয় তথা সিরিজের শেষ টেস্টও ইনিংসে হারের লজ্জা এড়াতে পারল না মিসবা-উল-হকের প্রশিক্ষণাধীন পাক ক্রিকেট দল। অ্যাডিলেড ওভালে গোলাপি বলে দিন-রাতের টেস্টে অজিদের কাছে ইনিংস ও ৪৮ রানে হার স্বীকার করতে হল পাকিস্তানকে। ফলে আইসিসি ওয়ার্ল টেস্ট চ্যাম্পিয়নশিপে দুই ম্যাচের সিরিজে পাকিস্তানকে ২-০ হারাল অস্ট্রেলিয়া। সেই সঙ্গে অস্ট্রেলিয়ার মাটিতে টানা ১৪টি টেস্টে হারল পাকিস্তান।

টস জিতে প্রথমে ব্যাট করতে নেমে অস্ট্রেলিয়া ৩ উইকেটে ৫৮৯ রানের বিশাল ইনিংস গড়ে তোলে। দুরন্ত ট্রিপল সেঞ্চুরি করেন ডেভিড ওয়ার্নার। তিনি ব্যক্তিগত ৩৩৫ রানে অপরাজিত থাকেন। শতরান করেন মার্নাস ল্যাবুশেন। জবাবে ব্যাট করতে নেমে পাকিস্তান প্রথম ইনিংসে অল-আউট হয়ে যায় ৩০২ রানে। সেঞ্চুরি করেন ইয়াসির শাহ। অল্পের জন্য শতরান হাতছাড়া করেন বাবর আজম। দ্বিতীয় ইনিংসে ২৩৯ রানে গুটিয়ে যায় পাকিস্তান। শান মাসুদ ও আসাদ শফিক হাফ-সেঞ্চুরি করলেও পরাজয় এড়াতে ব্যর্থ হয় পাক দল। প্রথম ইনিংসে অস্ট্রেলিয়ার হয়ে ৬ উইকেট নিয়েছিলেন মিচেল স্টার্ক। দ্বিতীয় ইনিংসে পাকিস্তানকে একার হাতে বিধ্বস্ত করেন ন্যাথন লায়ন।

প্রথম ইনিংসের নিরিখে অস্ট্রেলিয়ার থেকে ২৮৭ রানে পিছিয়ে থেকে দ্বিতীয় দফায় ব্যাট করতে নামে পাকিস্তান। তৃতীয় দিনের শেষে পাকিস্তান তাদের দ্বিতীয় ইনিংসে ৩ উইকেটের বিনিময় ৩৯ রান তুলেছিল। তার পর থেকে খেলতে নেমে চতুর্থ দিনে পাকিস্তানের বাকি সাত জন ব্যাটসম্যান সাজঘরে ফেরেন সাকুল্যে ২০০ রান যোগ করে।

ইনিংসের গোড়াপত্তন করতে নেমে শান মাসুদ দ্বিতীয় দফায় দলের হয়ে সর্বোচ্চ ৬৮ রান করেন। আসাদ শফিক আউট হন ৫৭ রান করে। এছাড়া উইকেটকিপার মহম্মদ রিজওয়ান ৪৫ রানের যোগদান রাখেন। প্রথম ইনিংসে ৯৭ রান করা বাবর আজম দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র ৮ রান করে ক্রিজ ছাড়েন। খাতা খুলতে পারেননি ইমাম-উল-হক। অধিনায়ক আজহার আলি ৯ রান করে প্যাভিলিয়নের পথে হাঁটা লাগান। প্রথম ইনিংসে সেঞ্চুরি করলেও দ্বিতীয় ইনিংসে মাত্র ১৩ রানের যোগদান রাখেন ইয়াসির শাহ।

মেসির গোলে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদকে হারাল বার্সেলোনা

বার্সেলোনা, ২ ডিসেম্বর (হি.স.) : অব্যাহত মেসি ম্যাজিকাল। খেলার শেষ লগ্নে দুরন্ত গোল করে বার্সেলোনাকে দুরন্ত জয় এনে দিলেন লিওলেন মেসি। মেসির গোলে অ্যাটলেটিকো মাদ্রিদকে হারিয়ে লা লিগার শীর্ষে উঠে এল বার্সেলোনা।অ্যাটলেটিকোর নতুন ঘরের মাঠে প্রথমবার গোল পেলেন আর্জেন্টিনার সুপারস্টার। শুধু তাই নয় তিনবারের সাক্ষাতে অ্যাটলেটিকোর মাঠে প্রথম জয় পেল বার্সেলোনাও। টান টান উত্তেজনার ম্যাচে দুই দলেরই একটা করে শট পোস্টে লেগে ফেরে। দুটো নিশ্চিত গোল বাঁচান বার্সা গোলকিপার টের স্টেগান। দ্বিতীয়ার্ধে মোরাতাকে কড়া ট্যাকল করেও দ্বিতীয় হলুদ কার্ড দেখা থেকে বাঁচেন পিকে।শেষপর্যন্ত ম্যাচে পার্থক্য গড়ে দেন সেই মেসিই। সুয়ারেজের সঙ্গে ওয়ান-টু খেলে ট্রেডমার্ক শটে গোল করে যান মেসি। ১৪ ম্যাচে ৩১ পয়েন্ট নিয়ে রিয়ালকে টপকে লা লিগায় এক নম্বরে বার্সা।

ময়দানের মাঠে অজয় দেবগন

কলকাতা, ২ ডিসেম্বর (হি.স.) : ফুটবলের সঙ্গে বাঙালি ওতপ্রোতভাবে জড়িত উ ফুটবলার সৈয়দ আবদুল রহিমের কথাও অজানা নয় কারুর উ তাই এবার পরিচালক অমিত শর্মা তার নতুন ছবি 'ময়দান'-র গল্প বাঁধলেন রহিম সাহেবকে নিয়ে উ রহিম সাহেবের চরিত্রটি পর্দায় ফুটিয়ে তুলবেন অজয় দেবগনউ আর সেই জন্যই ১৬ বছর পর তিলোত্তমায় পা রেখেছেন অভিনেতা অজয় দেবগনউ শ্যুটিং-এর কারণে কলকাতার মোহামেডান মাঠে অজয় দেবগন। 'ময়দান'-র গল্প ফুটবলার সৈয়দ আবদুল রহিমকে নিয়ে আবর্তিত হবে উ রহিম সাহেবের চরিত্রটি পর্দায় ফুটিয়ে তুলবেন অজয় দেবগন।'ময়দান' ছবিতেই গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা যাবে টলিউড অভিনেতা রুদ্রনীলকে উ তাছাড়াও আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা যাবে আভিনেতা গজরাজ রাওকে।

ক্রীড়া বিশ্ববিদ্যালয় বিল -২০১৯ দিল্লি বিধানসভায় পাস

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর (হি.স.) : সোমবার দিল্লি বিধানসভায় দিল্লি স্পোর্টস বিশ্ববিদ্যালয় বিল -২০১৯ পাস হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী অরবিন্দ কেজরিওয়াল স্পোর্টস ইউনিভার্সিটি বিল -২০১৯ নিয়ে আলোচনায় অংশ নিয়ে বলেন, পাসের পর ভারত এখন চিনের চেয়ে এশিয়া ও অলিম্পিক প্রতিযোগিতায় আরও পদক জয়ের স্বপ্নকে উপলব্ধি করতে পারে। তিনি বলেন, এই বিলের মাধ্যমে ক্রীড়া বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে ক্রীড়াবিদরা সব ধরণের সুযোগ সুবিধা পাবেন। সারাদেশে এই ক্রীড়া বিশ্ববিদ্যালয়টি মক্কা এবং মদিনার মতো (ক্রীড়া অংশগ্রহণকারীদের জন্য) হবে। এই উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্রী কেজরিওয়াল বলেন, চিন বছরে ৭০ টি পদক পেয়েছিল। আর আমাদের দেশ এ পর্যন্ত ২৮ টি পদক পেয়েছে। তাহলে কি আমাদের যুবকদের কোনও ঘাটতি রয়েছে? সরকারি ব্যবস্থায় এ ঘাটতি রয়ে গেছে। এই বিলটি কাগজের টুকরো নয়, এটাই তারুণ্যের স্বপ্ন। বিধানসভার দুদিনের শীতকালীন অধিবেশনে সোমবার 'বন্দে মাতরম' সংগীতের মাধ্যম শুরু হয়েছিল। সভার শুরুতেই বিরোধী বিজেপির সদস্যরা নোংরা জল সরবরাহের বিষয়টি উত্থাপন করেন। বিরোধী দলনেতা বিজেন্দ্র গুপ্ত এ বিষয়ে আলোচনার দাবি জানান। এই সময়ে, স্পিকার রামনিবাস গোয়েল এবং বিজেন্দ্র গুপ্তের মধ্যে বিবাদ হয়। বিরোধী বিধায়করা হট্টগোল সৃষ্টি করে ওয়াকআউট করেন।

PNIT NO: ePT19/EE/RD/KCP/DIV12019-20 Dt. 29/11/2019
The Executive Engineer, R.D Kanchanpur Division, Kanchanpur, North Tripura invites tender for 02 (Two) Nos. construction projects and 1 (One) No. supply of GenSet from eligible bidders up to 5.00 PM of 12/12/2019. For detailed information kindly visit https://tripuratenders.gov.in. Any subsequent corrigendum will be made available at the websiteonly.
ICA/C-1793/19
Executive Engineer RD
Kanchanpur Division
Kanchanpur, North Tripura
প্লাস্টিক দূষণ সভ্যতার আতংক- তাই বর্জন করুণ একবার ব্যবহারযোগ্য প্লাস্টিক

:Post Matric Scholarship ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষ সম্পর্কিত বিজ্ঞপ্তি:

তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তরের পক্ষ থেকে রাজ্যে ও বহিঃরাজ্যে পাঠরত তপশিলী জাতি ছাত্র/ছাত্রীদের জানানো যাচ্ছে যে, যে সকল ছাত্র/ছাত্রী ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষে Post-Matric Scholarship এর জন্য আবেদন National Scholarship Portal এর মাধ্যমে online এ application করেছেন অথচ Bank Account number এবং / অথবা IFS code সম্পর্কিত তথ্য ভুল থাকার কারণে Scholarship পায় নি, সেই সকল ছাত্র-ছাত্রীরা এখন National Scholarship Portal (www.scholarships.gov.in) এর মাধ্যমে আগামী ১৫ই ডিসেম্বর , ২০১৯ ই তারিখের মধ্যে নিজ নিজ user ID ব্যবহার করে দরখাস্তের মাধ্যমে Bank Account সম্পর্কিত তথ্য সংশোধন করতে পারবে।

এই মর্মে উল্লেখ থাকে যে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে online আবেদন পত্রে ভুল Bank Account সম্পর্কিত তথ্য সংশোধন না করলে তার দায় ছাত্র-ছাত্রীদের এবং পরবর্তী সময়ে কোনও ছাত্র-ছাত্রী ২০১৮-১৯ শিক্ষাবর্ষের জন্য Scholarship না পেলে তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তর দায়ী থাকবে না।

বিস্তারিত বিবরণের জন্য তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তর ,গোর্খাবস্তি ,আগরতলা, যোগাযোগ করা যেতে পারে।

ওয়েবসাইট : www.scw.tripura.gov.in দূরভাষ : ০৩৮১-২৩২-৪১৩৪/৩৪৮৬

ICA/D-1349/2019-20

স্বাক্ষর / অস্পষ্ট
অধিকর্তা
তপশিলী জাতি কল্যাণ দপ্তর
ত্রিপুরা সরকার

সৃষ্টির প্রেরণায় নতুন প্রতিশ্রুতি
উন্নত মুদ্রণ
সাদা, কালো, রঙিন
নতুন ধারায়
রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস
জাগরণ ভবন, (লক্ষ্মীনারায়ণ মন্দির সংলগ্ন), এন এল বাড়ি লেইন
প্রভুবাড়ী, বনমালীপুর, আগরতলা, ত্রিপুরা পশ্চিম - ৭৯৯০০১
ফোন - ০৩৮১-২৩৮ ৪৯৮৪
ই-মেল ঃ rainbowprintingworks@gmail.com

মহিলাদের প্রতি অপরাধমূলক কুকর্মে দোষীদের ফাঁসি হওয়া উচিত : আর কে সিনহা

নয়াদিল্লি, ২ ডিসেম্বর (হি.স.): মহিলাদের প্রতি অপরাধমূলক কাজকর্মে দোষীদের ফাঁসির সাজা হওয়া উচিত। সোমবার সংসদের উচ্চকক্ষ রাজ্যসভায় এমনই দাবি করেছেন প্রবীণ বিজেপি নেতা তথা রাজ্যসভার সাংসদ রবীন্দ্র কিশোর সিনহা। হায়দরাবাদ-সহ দেশের বিভিন্ন প্রান্তে মহিলাদের প্রতি বেড়ে চলা অপরাধ এবং তাঁদের ন্যায়বিচারের দাবিতে এদিন রাজ্যসভায় সরব হন সাংসদ আর কে সিনহা।

হায়দরাবাদে তরুণী পশু চিকিতককে ধর্ষণ ও খুনের ঘটনায় রাজ্যসভায় আলোচনার সময় সাংসদ আর কে সিনহা বলেছেন, হায়দরাবাদের ঘটনা গোটা দেশে আলোড়ন ফেলে দিয়েছে। সাত বছর আগে দিল্লিতে নির্ভয়া কাণ্ডও দেশে আলোড়ন ফেলে দিয়েছিলঊ সম্প্রতি হায়দরাবাদ এবং রাজস্থানেও এই ধরনের ঘটনা সম্পর্কে সংবাদপত্র ও টেলিভিশন চ্যানেলের মাধ্যমে শোনা ও দেখা গিয়েছে। মহিলা ও মেয়েদের উপর ক্রমবর্ধমান অপরাধের নেপথ্যে সবচেয়ে বড় কারণ হল নৈতিক শিক্ষার অভাব ও নেশার প্রভাব।

সাংসদ আর কে সিনহা আরও বলেছেন, আইন তৈরি করে কিছুই হবে না। তাতণিক ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। শৈশব থেকেই আমাদের শিশুদের নৈতিক শিক্ষার পাঠদান করতে হবে। রাজ্যসভায় সাংসদ আর কে সিনহা বলেছেন, আমি অত্যন্ত সংবেদনশীল হয়ে পড়েছি। শৈশবে নিজের পড়াশোনার কথা উল্লেখ করে আর কে সিনহা বলেছেন, ছোটবেলায় আমাকে শিক্ষা দেওয়া হয়েছিল অপরের স্ত্রী মায়ের সমান এবং অন্যের ধন মলের সমান। এরপরই মহিলাদের প্রতি অপরাধমূলক কাজকর্মে দোষীদের ফাঁসির সাজা হওয়া উচিত বলে মন্তব্য করেছেন সাংসদ আর কে সিনহা।

রেগায় বাম জমানাকে অনেক পেছনে ফেলে দিয়েছে বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকার ঃ আইনমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ডিসেম্বর ।। রেগায় শ্রমদিবস বরাদ্দ'র ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি হয়েছে। তা বাম জমানাকে অনেক পেছনে ফেলে দিয়েছে। ২০১৯-২০ অর্থ বছরে রেগায় আরও ১ কোটি শ্রমদিবস বেড়েছে। স্বাভাবিক ভাবেই সরকার পরিবর্তনে রাজ্যে রেগায় কাজ বেশি মিলছে বলে দাবি করলেন আইনমন্ত্রী রতন লাল নাথ। তাঁর দাবি, ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে বাম জমানার তুলনায় ২০১৯-২০ অর্থ বছরে বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকারের শাসনে রেগার শ্রমিকরা দারুণ ভাবে উপকৃত হবেন।

তিনি জানান, গত ৩ অর্থ বছরের হিসেবে মেলালে চিত্র স্পষ্ট হয়ে যাবে, রেগায় উল্লেখযোগ্য বৃদ্ধি হয়েছে শ্রম দিবসে। এক তথ্য তুলে ধরে আইনমন্ত্রী বলেন, ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে রাজ্যের জন্য ২ কোটি ২৭ লক্ষ ৫৩ হাজার শ্রম দিবস বরাদ্দ হয়েছিল। সেই তুলনায় ২০১৮-১৯ রাজ্যের জন্য বরাদ্দ হয়েছে ৩ কোটি শ্রমদিবস। ১ কোটি বেড়ে ২০১৯-২০ অর্থ বছরে রাজ্যের জন্য বরাদ্দ হয়েছে শ্রম দিবস। এদিকে, খরচের হিসেবও দিয়েছেন তিনি। আইনমন্ত্রী বলেন, বাম জমানায় ২০১৭-১৮ অর্থ বছরে মাত্র ১ কোটি ৭৬ লক্ষ ৪ হাজার শ্রমদিবস কাজ হয়েছে। অথচ, রাজ্যের সরকার পরিবর্তন হওয়ার পর ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে ২ কোটি ৫৩ লক্ষ ৯ হাজার এবং ২০১৯-২০ অর্থ বছরের ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত ২ কোটি ২১ লক্ষ ৮৬ হাজার শ্রমদিবস কাজ হয়েছে। তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, শ্রম দিবস প্রাপ্তির মতই কাজের ক্ষেত্রেও বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকারের জমানায় উল্লেখযোগ্য নজির স্থাপন হয়েছে।

তিনি বলেন, বাম জমানায় রাজ্যে সর্বোচ্চ জনপ্রতি ২৩ শ্রম দিবস কাজ হয়েছে। সেই তুলনায় বিজেপি-আইপিএফটি জোট সরকারের প্রথম অর্থবছরে ২৪ শ্রম দিবস এবং ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ৪০ শ্রমদিবস কাজ হয়েছে। এদিন তিনি বরাদ্দ অর্থেরও হিসেবে দিয়েছেন।

তিনি জানান, ২০১৭-১৮ অর্থ বছরের বরাদ্দ ৪৭৭.১১ কোটি টাকায় ৪৬৬.৮৫ কোটি টাকা পেয়েছে রাজ্য। সেই তুলনায় ২০১৮-১৯ অর্থ বছরে বরাদ্দ ৫৩৬.৫৯ কোটি টাকার মধ্যে খরচ বেড়ে হয়েছে ৫৫৮.৯৯ কোটি টাকা। এদিকে, ২০১৯-২০ অর্থ বছরে ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত ৫৮৮.২৭ কোটি টাকা মঞ্জুর হয়েছিল। তার মধ্যে ৫৩৩.৫৫ কোটি টাকা খরচ হয়ে গেছে।

আইনমন্ত্রী কথায়, বর্তমানে গড়ে ৪১.৮৭ শ্রম দিবস কাজ হয়েছে। তারমধ্যে ধলাই জেলায় সবচেয়ে বেশি ৬৬ শ্রম দিবস কাজ হয়েছে। এছাড়া, গোমতি জেলা গড়ে ৪৮ শ্রম দিবস কাজ করে দ্বিতীয় স্থানে রয়েছে। তিনি দাবি করেন, রেগায় দারুণ সাফল্যের জন্য সম্প্রতি কেন্দ্রীয় সরকার আরও ১ কোটি শ্রম দিবস বাড়িয়েছে।

কর্ণাটকে কংগ্রেস ও বিজেপির সঙ্গে জোটের প্রশ্নই আসে না : দেবেগৌড়া

বেলাগাভি, ২ ডিসেম্বর (হি.স.) : জেডিএস সুপ্রিমো তথা প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী এইচডি দেবেগৌড়া বলেন, কর্ণাটকের বিজেপি এবং কংগ্রেসের সঙ্গে জোট করে ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে। এখন কোনও ভাবেই কর্ণাটকে কংগ্রেস এবং বিজেপির সঙ্গে আর জোট হবে না। এখন জেডিএস বিরোধী আসনে বসবে এবং তিনি দলকে শক্তিশালী করার দিকে মনোনিবেশ করবেন। সোমবার বিমানবন্দরে সাংবাদিকদের সঙ্গে বার্তালাপ করার সময় দেবেগৌড়া বলেন, জেডিএস-কংগ্রেস জোট সরকার কীভাবে রাজ্যে ভেঙে গিয়েছিল তা সকলের জানা। এমন পরিস্থিতিতে কংগ্রেস বা বিজেপির সঙ্গে জোট করার প্রশ্নই ওঠে না। তিনি আরও বলেন, মহারাষ্ট্রে একটি নতুন পরীক্ষা শুরু হয়েছে, যেখানে এনসিপি-কংগ্রেস-শিবসেনার সঙ্গে জোট বেঁধেছে। এই সরকার যদি পাঁচ বছরের মেয়াদ পূর্ণ করে, তবে এটিকে সফল বলা যেতে পারে। তিনি বলেন, কৃষি ও উৎপাদন খাতে অবহেলার কারণে ৪.৪ শতাংশে অর্থনীতি কমেছে।

রাজ্যে পিপিপি মডেলে মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতাল গড়ে তোলার প্রক্রিয়া শুরু

সোমবার আগরতলায় ভি সত্যনায়রণ রেড্ডি মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সাথে এক সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন। ছবি- নিজস্ব।

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ডিসেম্বর।। পিপিপি মডেলে ত্রিপুরায় মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতাল গড়ে তুলতে অ্যাপেলো গ্রুপ আগ্রহ প্রকাশ করেছে। আজ গ্রুপ চেয়ারম্যান ভি সত্যনারায়ণ রেড্ডি ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেবের সাথে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেছেন। সম্ভবত আগরতলায় আইজিএম হাসপাতালে নবনির্মিত বহুতল ভবনে মাল্টি স্পেশালিটি ইউনিট গড়ে তুলার প্রক্রিয়া শুরু হবে। তাতে, হৃদরোগ, কিডনি এবং স্নায়ু রোগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসা মিলবে। ওই হাসপাতাল গড়ে উঠলে ত্রিপুরায় ২৪ লক্ষ ১৩ হাজার মানুষ উপকৃত হবেন বলে দাবি করেন মুখ্যমন্ত্রী বিপ্লব কুমার দেব। কারণ, তাঁদের ২০২০ সালের মধ্যে আয়ুষ্মান কার্ড দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে।

আজ ভি সত্যনারায়ণ রেড্ডি বলেন, ত্রিপুরায় পিপিপি মডেলে হাসপাতাল খোলার জন্য রাজ্য সরকার অ্যাপেলো গ্রুপকে আমন্ত্রণ জানিয়েছে। তাতে, আমরাও আগ্রহ প্রকাশ করেছি। তাঁর কথায়, ত্রিপুরার প্রচুর রোগী কলকাতা এবং চেন্নাই -এর অ্যাপেলো হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য যাচ্ছেন। নিজ রাজ্যেই ওই চিকিৎসা মিললে রোগীরা উপকৃত হবেন। তাই, পিপিপি মডেলে মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতাল খোলার ব্যাপারে আমরাও আগ্রহী, বলেন তিনি।

তিনি জানান, ওই হাসপাতালে হৃদরোগ, কিডনি এবং স্নায়ু রোগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসার বন্দোবস্ত রাখার জন্য জোর দেওয়া হবে। এ-ক্ষেত্রে ত্রিপুরা সরকার হাসপাতালের জন্য তৈরি বিল্ডিং দিয়ে সাহায্য করবে। তিনি বলেন, আগরতলায় আইজিএম হাসপাতালের নবনির্মিত বহুতলটি ঘুরে দেখেছি। দেখে মনে হয়নি কোন সরকারি হাসপাতালের জন্য ওই ভবনটি নির্মিত হয়েছে। তাঁর কথায়, ওই বহুতলটি বেসরকারি হাসপাতালের সমতুল্য নির্মিত হয়েছে। দারুন জায়গায় যথেষ্ট উৎকৃষ্টমানের নির্মাণ কাজ হয়েছে।

এদিন তিনি বলেন, ত্রিপুরায় মেডিকেল হাব গড়ে তোলার যথেষ্ট সম্ভাবনা রয়েছে। কারণ, সে-ক্ষেত্রে সঠিক পরিকাঠামো রোগীদের চিকিৎসা পরিষেবা দিতে সহায়ক হবে। তিনি জানান, গুয়াহাটি এবং বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকায় অ্যাপেলোর শাখা রয়েছে। ঢাকায় ৮ বছর ধরে এবং গুয়াহাটিতে ৩ বছর ধরে চিকিৎসা পরিষেবা দিচ্ছি আমরা। তাঁর কথায়, উত্তর-পূর্বাঞ্চলে চিকিৎসা পরিষেবার ভীষণ প্রয়োজনীয়তা রয়েছে। সে-ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক এবং চিকিৎসা পরিকাঠামোর গুরুত্ব অপরিসীম।

ভি সত্যনারায়ণ রেড্ডি বলেন, ত্রিপুরা সরকারকে হাসপাতাল গড়ে তোলার প্রস্তাব দিয়েছি। এখন সর্বভারতীয় স্তরে দরপত্র আহ্বান হলে তাতে আমরাও অংশ নেব। তিনি আশা প্রকাশ করে বলেন, ত্রিপুরায় পিপিপি মডেলে হাসপাতাল গড়ে তোলার প্রক্রিয়া শীঘ্রই শুরু হবে।

অ্যাপেলো গ্রুপ চেয়ারম্যানের সাথে বৈঠকের পর ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী এক টুইট বার্তায় জানিয়েছেন, রাজ্যে মাল্টি স্পেশালিটি হাসপাতাল গড়ে তোলার জন্য ভি সত্যনারায়ণ রেড্ডির সাথে সদর্থক আলোচনা হয়েছে। শীঘ্রই ত্রিপুরাবাসী হৃদরোগ, কিডনি এবং স্নায়ু রোগের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসার সুবিধা রাজ্যেই পেতে চলেছেন।

আলোচনাকালে রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা সম্পর্কিত বিষয় উল্লেখ করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, রাজ্যে আয়ুষ্মান ত্রিপুরা প্রকল্পে ৩ লক্ষ ৫৬ হাজার মানুষকে আয়ুষ্মান কার্ড দেওয়া হবে। আয়ুষ্মান ভারত এবং আয়ুষ্মান ত্রিপুরা এই দুটি প্রকল্প মিলে মোট ২৪ লক্ষ ১৩ হাজার মানুষকে ২০২০ সালের এপ্রিল মাসের মধ্যে আয়ুষ্মান কার্ড দেওয়ার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, কার্ডিওলজি, নিউরোলজি, ইউরোলজি এবং নেফ্রোলজি সংক্রান্ত বিষয়গুলির উপর স্বাস্থ্য পরিকাঠামোগত সমস্ত সুবিধাগুলি রাজ্যে গড়ে উঠলে ত্রিপুরার মানুষ খুবই উপকৃত হবেন। তখন উন্নত চিকিৎসার জন্য রাজ্যের রোগীদের বহির্রাজ্যে যাওয়ার প্রবণতা যেমন কমবে তেমনি মিজোরাম, অসমের কাছাড়, শিলচর সহ বাংলাদেশের মানুষও চিকিৎসা পরিষেবা নিতে ত্রিপুরায় আসবেন। এই স্বাস্থ্য পরিকাঠামোগত সুবিধাগুলি গড়ে উঠলে বহির্রাজ্যে কর্মরত রাজ্যের বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদেরও রাজ্যে আসার জন্য আহ্বান জানানো হবে বলে তিনি উল্লেখ করেন।

আজ থেকে শুরু আগরতল পুস্তক মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ২ ডিসেম্বর।। মঙ্গলবার থেকে শুরু হচ্ছে ১৫তম আগরতলা পুস্তক মেলা। স্থানীয় শিশু উদ্যানে এই মেলার আয়োজন করেছে ত্রিপুরা পাবলিশার্স গিল্ড। সোমবার গিল্ডের কর্মকর্তারা এক সাংবাদিক সম্মেলনে মেলার প্রস্তুতি সম্পর্কে অবহিত করেন।

তের দিনের এই পুস্তক মেলা প্রতিদিন দুপুর দুইটা থেকে শুরু হবে এবং চলবে রাত নয়টা পর্যন্ত। প্রতিদিন সন্ধ্যায় থাকবে নানা সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। মেলার উদ্বোধন করবেন ত্রিপুরা হাইকোর্টের বিচারপতি সুভাশিষ তলাপাত্র। তাছড়া উপস্থিত থাকবেন আগরতলা পুর নিগমের মেয়র ডঃ প্রফুল্লজিৎ সিনহা, ত্রিপুরা কেন্দ্রীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের উপচার্য গৌতম কুমার বসু সহ অন্যান্য সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব।

এবারের পুস্তক মেলায় বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে পুরস্কার ও সম্মাননা প্রদানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে গিল্ড। জানা গিয়েছে, এবছর শারদ স্মরণিকা সম্মান দেওয়া হবে তিনটি ক্লাব- সংস্থাকে। তাছাড়া, দিপালী বৈদ্য খাসনবিশ স্মৃতি পুরস্কার, অমূল্য-স্নেহলতা স্মৃতি পুরস্কার প্রদানের সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। সেই সাথে, এই মেলায় ক্রেতাদেরকেও পুরস্কৃত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে উদ্যোক্তারা। যেসব ক্রেতা একটি ক্যাশ মেমোতে ৫০০ টাকার বই ক্রয় করবেন তারা ওই ক্যাশ মেমো জেরক্স করে মেলা কমিটির কাছে জমা দেবে। সেই ক্যাশ মেমোর উপর লটারি করা হবে। এবং সেই মোতাবেক পুরস্কার প্রদান করা হবে।

রাজ্যে শুরু মিশন ইন্দ্রধনুষ

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২ ডিসেম্বর।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির প্রগতি প্রোগ্রামের অঙ্গহচ্ছে মিশন ইন্দ্রধানুষ প্রকল্প। গোটা দেশ ব্যাপী এই প্রকল্প শুরু হয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যে আজ থেকে এই প্রকল্পের যাত্রা শুরু হয়। একশ শতাংশ শিশুদের টিকা করন মিশন ইন্দ্রধানুষ এর মূল লক্ষ্য। উত্তর জেলার স্বাস্থ্য বিভাগের উদ্যোগে কদমতলা ব্লক এলাকার কুর্তিতে জেলা ভিত্তিক ইন্দ্রধানুষের মূল অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ত্রিপুরা রাজ্যের শিল্প

ছয়ের পাতায় দেখুন

পাকিস্তানকে চার টুকরো করার হুঁশিয়ারি বক্সীর

গুরুগ্রাম, ২ ডিসেম্বর (হি.স.) : পাকিস্তানকে চার টুকরো করার হুঁশিয়ারি অবসরপ্রাপ্ত মেজর জেনারেল গঙ্গাদীপ বক্সী। দেশকে সুরক্ষিত রাখার দায়িত্ব তরুণ প্রজন্মের উপর বলে জানিয়েছেন তিনি।

রবিবার রাতে হরিয়ানার গুরুগ্রামের এক সভায় তাউ দেবীলাল স্টেডিয়ামে বক্তব্য রাখতে গিয়ে মেজর জেনারেল গঙ্গাদীপ বক্সী জানিয়েছেন, দেশকে এখন সুরক্ষিত করার দায় তরুণ প্রজন্মের উপর। ১৯৭১ সালের ভারত-পাকিস্তান যুদ্ধের স্মৃতিচারণা করতে গিয়ে গঙ্গাদীপ বক্সী জানিয়েছেন, ভারতীয় সেনাবাহিনীর প্রবল শক্তি ১৯৭১-র যুদ্ধে টের পেয়েছিল পাকিস্তান। সেই সময় দুই টুকরো করা হয়েছিল পাকিস্তানকে। যদি আচরণ পরিবর্তন না করে তবে চার টুকরো করে দেওয়া হবে। নিজের সামরিক শক্তির শ্রেষ্ঠের পরিচয় দিয়েছে ভারত। গোটা বিশ্বে সমাদৃত ভারতীয় সেনাবাহিনী।

বীর সেনানীদের শ্রদ্ধা সঙ্গে স্মরণ করে গঙ্গাদীপ বক্সী নতুন প্রজন্মকে দেশ রক্ষার জন্য এগিয়ে আসতে বলেন। বৈদেশিক হামলা রোধ করার পাশাপাশি দেশের অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করাও প্রয়োজন। প্রকৃত সৈনিক হতে গেলে দেশের উন্নতির ভাগীদার হওয়া উচিত।

ওদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন আধ্যাত্মিক সন্ত তথা বীরচক্রে সম্মানিত পায়লট বাবা, গুরুগ্রামের বিধায়ক সুধীর সিংগলা, বাদশাপুরের বিধায়ক রাকেশ দৌলতাবাদ, হরিয়ানা ডেয়ারী বিকাশ প্রসন্ধ জি এল শর্মা উপস্থিত ছিলেন।

প্রাকৃতিক সম্পদকে রক্ষা করার জন্য সকল স্তরের জনগণকে এগিয়ে আসতে বললেন সমাজকল্যাণ মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, চুড়াইবাড়ি, ২ ডিসেম্বর।। বহু প্রতিক্ষিত জলের উৎসের উদ্বোধন হলো আজ রাজ্যের সমাজ কল্যাণ, সমাজ শিক্ষা ও প্রাণী সম্পদ বিকাশ দপ্তরের মন্ত্রী সান্তনা চাকমার হাত ধরে। উত্তর জেলার কদমতলা ব্লকের অধীন পূর্বঃ চুড়াইবাড়ি পঞ্চায়েতের আসাম-আগরতলা জাতীয় সড়কের বনদপ্তরের রিজার্ভের ৩২ একর জলাশয় নিয়ে এই জল প্রকল্প তৈরি করা হয়।

প্রায় চার কোটি টাকা সরকারি অর্থ ব্যয়ে নির্মাণ করা হয় এই জল প্রকল্পটি। এম,এস,ডি,পি দপ্তর বরাদ্দ দিয়েছে পঞ্চাশ লক্ষ টাকা, উত্তর ত্রিপুরা জেলা পরিষদ বরাদ্দ দিয়েছে তিন লক্ষ টাকা এবং ডি ডব্লিউ এস দপ্তরের নাবার্ড বাকি সম্পূর্ণ তিনশো তেতাল্লিশ লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা সহ মোট তিনশো ছিয়ানব্বই লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা সরকারি ব্যয়ে নির্মাণ করা হয় ওই জল প্রকল্পটি। দীর্ঘ তিন বছর ধরে ওই প্রকল্পের কাজ করা হয়েছিল। অবশেষে আজ উত্তর জেলার চূড়াইবাড়ি বাসির দীর্ঘদিনের পানীয় জলে তৃষ্ণা মেটে। ওই প্রকল্পের মাধ্যমে প্রতিদিন পাঁচ লক্ষ লিটার জল মানুষের মধ্যে বন্টন করা যাবে বলে জানান ডিডব্লুউএস দপ্তরের মুখ বাস্তুকার উৎসস্থল থেকে প্রায় পাঁচ কিলোমিটার দূরত্ব পর্যন্ত পাইপলাইনের মাধ্যমে জল বন্টন করা যাবে। যার ফলে ওই জল প্রকল্পের আওতায় থাকা চুরাইবাড়ি, পূর্ব চুড়াইবাড়ি, ফুলবাড়ী,দঃ ফুলবাড়ী এবং পূর্ব ফুলবাড়ী এই পাঁচটি পঞ্চায়েতের জনগণ প্রতিদিন জল পাবেন।

আজকের এই পানীয় জল প্রকল্পের উদ্বোধন করেন রাজ্যের সমাজ কল্যাণ ও সমাজ শিক্ষা দপ্তরের মন্ত্রী সান্তনা চাকমা।তিনি উনার বক্তব্য জলের অপচয় বন্ধ করা এবং প্রাকৃতিক সম্পদকে রক্ষা করার জন্য সকল স্তরের জনগণকে আবেদন জানান।চুরাইবারিতে এই পানীয় জল প্রকল্প ছাড়াও রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে সাধারণ মানুষের মধ্যে পানীয় জল পৌঁছে দিতে রাজ্য সরকার বিভিন্ন প্রকল্প হাতে নিয়ে কাজ শুরু করে দিয়েছে বলে জানান।তাছাড়াও আজকের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের শিল্প উন্নয়ন নিগমের চেয়ারম্যান টিংকু রায়। তিনিও উনার বক্তব্যে জলের প্রতি মানুষকে আরও সচেতন হতে এবং প্রাকৃতিক সম্পদকে রক্ষা করতে আবেদন জানান। মহারাষ্ট্র তামিলনাড়ু সহ দেশের বিভিন্ন রাজ্যে জলের সংকট দেখা দিয়েছে।অথচ আমাদের ত্রিপুরা রাজ্যে এখনও পানীয় জলের সংকট দেখা দেয়নি তাই এই প্রাকৃতিক সম্পদকে রক্ষা করতে সকলের এগিয়ে আসার আবেদন রাখেন।

তাছাড়াও এই লেইক এলাকায় রাজ্য সরকার বর্তমানে পর্যটকদের কথা চিন্তা করে একটি পর্যটনকেন্দ্র গড়ে তোলার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছে। সেখানে অত্যাধুনিক পদ্ধতিতে সাজিয়ে তোলা হবে এই লেইকটিকে। এই লেইকে করা যেতে পারে মাছের চাষও।এছাড়াও আজকের এই উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে অন্যান্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন কদমতলা পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান সুব্রত দেব, কদমতলা ব্লক আধিকারিক এবং উত্তর জেলা পরিষদের সভাধিপতি ভবতোষ দাস প্রমুখর।

রাজ্যসভার প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন পেশ বিজেপি নেতা অরুণ সিং

লখনউ, ২ ডিসেম্বর (হি.স.) : উত্তরপ্রদেশে রাজ্যসভার আসনে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন পেশ করলেন বিজেপির সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অরুণ সিং।

সোমবার রাজ্য বিধানসভার সেন্ট্রাল হলে মুখ্যমন্ত্রী যোগী আদিত্যনাথ, বিজেপির রাজ্য সভাপতি স্বতন্ত্র দেও সিং সহ রাজ্যের একাধিক মন্ত্রীদের উপস্থিতিতে মনোনয়ন পত্র পেশ করেন বিজেপির বর্ষীয়ান নেতা অরুণ সিং। উল্লেখ করা যেতে পারে রামপুর বিধানসভা কেন্দ্রে উপনির্বাচনে জয়ী হওয়ার পর রাজ্যসভার সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দেন মহম্মদ আজম খানের স্ত্রী তাঞ্জিম ফতেমা।

ছয়ের পাতায় দেখুন

প্রবল বৃষ্টিতে তামিলনাড়ুতে দুই শিশু সহ নিহত ১৭

চেন্নাই, ২ ডিসেম্বর (হি.স.) : প্রবল বৃষ্টিপাতে জেরবার তামিলনাড়ু। বাড়ি ভেঙে দেওয়া চাপা পড়ে রাজ্যের কোয়েম্বাটুর জেলার মেট্টুপালায়ামে নিহত ১৭। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে নিহতদের মধ্যে ১০জন মহিলা ও দুই শিশু রয়েছে। নিহতদের মধ্যে একই পরিবারের চার সদস্য রয়েছে।

বাড়ি ভেঙে পড়ার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় পুলিশ, দমকল এবং রাজস্ব দফতরের আধিকারিকেরা। শুরু হয় উদ্ধার কাজ। প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে ভোর ৫টা ৩০মিনিট নাগাদ এই ঘটনাটি ঘটে। ধ্বংসস্তূপ থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। সোমবার সকালে পুলিশের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, প্রবল বৃষ্টিতে দুর্বল হয়ে গিয়েছিল ২০ফুট উঁচু প্রাইভেট কম্পাউন্ডের দেওয়াল।

সোমবার বিশালাকার দেওয়াল ভেঙে পড়ে চারটি বাড়ির উপর। ওই বাড়িগুলিতে কমপক্ষে ২০ জন বাসিন্দা ছিলেন। তাঁদের মধ্যে ১৭ জনের মৃত্যু হয়েছে।

তামিলনাড়ুর পাশাপাশি বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল পুদুচেরিও। ভারী বৃষ্টির আশঙ্কায় পুদুচেরিতে সোমবার বন্ধ রয়েছে সমস্ত স্কুল। কোয়েম্বাটুরে দেওয়াল ভেঙে প্রাণহানির ঘটনায় আর্থিক

ছয়ের পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী পরিতোষ বিশ্বাস কর্তৃক রেন্‌বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল এন বাড়ী লেইন, আগরতলা ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক-পরিতোষ বিশ্বাস।